
RIZON
সেবা প্রকাশনী
তুষার-যাত্রা
২
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

**সেগুনবাগান প্রকাশনী**

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

---



---

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮১

---

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

---

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

---

মুদ্রণে :

রুহুল আমিন

**পলাশ মুদ্রণ**

২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন,

ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

---

যোগাযোগের ঠিকানা :

**সেগুনবাগান প্রকাশনী**

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২

জি পি ও বক্স নং ৮৫০

---

সেবা প্রকাশনী

---

TUSHAR JATRA-2

By Qazi Anwar Husain

# মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ

---

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও মজা পাবেন

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

# এক

পো। তুষার মোড়া ইতালির সমতল প্রান্তর। মাঝখান দিয়ে সোজা চলে গেছে রেলপথ। ক্রমশঃ বাড়ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের গতি, দুলছে কোচগুলো। এক ঘণ্টার মধ্যে সুইস বর্ডার পয়েন্ট চিয়াসসোয় পৌঁছুবে ট্রেন।

তিন নম্বর ওয়াগন-লিট। নিজের ডবল স্লীপারে থমকে দাঁড়াল জন মিচেল। ব্যস্ততার সাথে নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরাল সে। আবার শুরু করল পায়চারী। শেষ মুহূর্তে, সবার শেষে ট্রেনে উঠেছে লোকটা। সেই থেকে কি এক অস্থিরতায় সারাক্ষণ ছটফট করছে সে।

রিস্টওয়াচ দেখল জন মিচেল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল জানালার দিকে। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। অনেক দূর পর্যন্ত আবছা দেখা গেল, দিগন্তরেখার খানিক ওপরে মস্ত এক চাঁদ উঠেছে। অনেকক্ষণ হলো মিলান ছাড়িয়ে এসেছে ট্রেন, শহরতলীর শেষ আলোটাও এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পর্দা টেনে দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এলো মিচেল। কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো ধীর পায়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল ট্রেনের সামনের দিকে। পড়ে যাবার ভয়ে এক হাত দিয়ে ধরে আছে হ্যাণ্ড রেইল, আরেক হাতে রয়েছে নিত্যসঙ্গী ছড়িটা। ছুটো

সাধারণ ওয়াগন-লিটের ভেতর দিয়ে এগোল সে। এক কোচ থেকে আরেক কোচে যাবার সময় প্রতিটি কমপার্টমেন্টের ভেতর উঁকি দিল। অনেকেই লক্ষ্য করল তাকে, কিন্তু তার ধীর কষ্টসাধ্য পদক্ষেপ এবং সরল স্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে কেউই বুঝল না যে এক্সপ্রেসের প্রতিটি লোককে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে সে। রেস্টুরেন্ট কারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দেখল, টেবিল চেয়ার পাতা হয়েছে। প্রথম দফা ডিনার শুরু হবে ছ'টার সময়। ট্রেনের সামনেটা চেক করে নিজের কমপার্টমেন্টে ফিরে এলো সে। চিয়াসসোয় পৌঁছুতে এখনো অনেক সময় নেবে ট্রেন।

পিছনের দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্ট। হেড-ফোন নামিয়ে মুখ তুলে বেন নেলসনের দিকে তাকাল রেডিও অপারেটর ডেডরিক। 'কর্ণেল লিওন মেঙ্গারকে আবার রিপোর্ট করেছি, এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে…'

'সব ঠিক আছে?' ডেডরিকের হাসিখুশি চেহারার দিকে কটমট করে তাকাল বেন। 'মাসুদ রানা খুন হয়েছে জানার পরও সব ঠিক আছে বলছ তুমি?'

'আপনি লাশ দেখেছেন?' প্রশ্ন করল ডেডরিক।

'ট্রেন থেকে আমাকে নামার অনুমতি দেয়া হয়নি…'

'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' কঠিন সুরে বলল বেন। লোকটার আচরণ কেমন যেন রহস্যময় লাগছে তার কাছে। যতোদুর জানে, রানাকে খুব ভালো করে চেনে ডেডরিক, এবং শুধু তাই নয়, রানাকে সে শ্রদ্ধাও করে। অথচ রানার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর লোকটাকে এতোটুকু বিচলিত হতে বা দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। ব্যাটা পাথর নাকি?

'অ্যাডমিরাল বা আর কেউ লাশ দেখেছে?' আবার প্রশ্ন করল

ডেডরিক।

'না।'

'আই সি…'

হঠাৎ বেনের মনে হলো, মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে না সে। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকল তিন নম্বর কমপার্টমেন্টে। জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে এখানে পাহারা দিচ্ছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আর রূপা। ভেতরে ঢোকার আগে অ্যান্থনি পলের সাথে দেখা হলো তার। পিছনের কোচের দরজা আগলাচ্ছে সে। বেনকে দেখেই হাসল। কেন যেন, হাসিটা দেখেই পিত্তি জ্বলে গেল বেনের।

'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মুখের ভেতর কেউ কয়লার আগুন পুরে দিয়েছে?' ঠাট্টার সুরে বলল পল। 'কোকা-কোলার জন্যে প্রাণটা আনচান করছে বুঝি?'

ঠাট্টার ছলেই, ধাঁই করে পলের পেটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল বেন। 'সাবধান, নিজেকে চালু মাল ভেবে আমার সাথে লাগতে এসো না। তোমার বাড়তি বোঁটাটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিকে নজর দাও।' আঙুল দিয়ে পলের শোল্ডার হোলস্টারে টোকা দিল বেন।

বেন হাতটা সরিয়ে নেয়ার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল পলের শরীরে। পরমুহূর্তে বেন দেখল, তার নাকের সামনে ল্যুগারের মাজল চলে এসেছে।

'কাজের সময় দেখা যাবে সত্যি ওটা তুমি ব্যবহার করতে জানো কিনা,' কথাটা বলে পলকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই পিছনের কোচের ভেতর ঢুকে পড়ল বেন।

বেন চলে যেতে হোলস্টারে ল্যুগারটা রেখে দিল পল। কোটটা বুকের সাথে এঁটে বসে আছে বলে বাইরে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে ওটার অস্তিত্ব। ওপরদিকের একটা বোতাম খুলে দিতেই ত্রুটিটা দূর হলো।

সাংকেতিক শব্দে দরজায় নক করল বেন। প্রথমে কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক হলো, সেই ফাঁকে কোল্ট পয়েন্ট ফোর-ফাইভের মাজল আর অ্যাডমিরালের একটা চোখ দেখা গেল। বেনকে দেখে কবাট দুটো পুরোপুরি উন্মুক্ত করলেন অ্যাডমিরাল। ভেতরে ঢুকল বেন।

মর্মান্তিক ঘটনাটা ভুলে থাকার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করছে না কেউ, কমপার্টমেণ্টে ঢুকেই ব্যাপারটা টের পেল বেন। জেনারেল তুর্গেনিভ এক প্যাকেট তাস দিয়ে পেশেন্স খেলছেন। তাঁর সামনে বসে আছে রূপা।

'এইমাত্র আবার কর্ণেল মেঙ্গারকে রিপোর্ট করেছে ডেডরিক,' অ্যাডমিরালকে বলল বেন।

'চিয়াসসোয় পৌঁছুতে আমাদের আর দেরি নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। জানালার পর্দা একটু সরিয়েই আবার সেটা টেনে দিলেন তিনি। ট্রেন কোমা স্টেশন পেরোচ্ছে।

রেলওয়ে লাইনের কাছাকাছি একটা চারতালা বাড়ি। ওপরের একটা অন্ধকার কামরায় বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে একজন লোক। অন্ধকারে ঝলমলে আলোর একটা ঝলকের মতো কোমা স্টেশন পেরিয়ে গেল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ঘরের আলো জ্বালল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা কাবার্ডের সামনে। কাবার্ড খুলে লুকানো বোতামে চাপ দিতেই একটা আবরণ সরে

গিয়ে বেরিয়ে পড়ল শক্তিশালী ট্র্যান্সসিভার। সেটটা অন করে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল সে।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস। তিন নম্বর ওয়াগন-লিট। নিজের স্লিপিং কমপার্টমেন্টের বার্থে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জন মিচেল। ভুরু দুটো কোঁচকানো, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সিলিঙের দিকে। রিস্টওয়াচ দেখল সে। আবার সেই অস্থিরতা ফিরে এলো তার মধ্যে। বার্থ থেকে নেমে পড়ল, বালিশের তলা থেকে বের করল একটা ছুরি। ছুরিটা ডান পায়ের মোজার ভেতর লুকিয়ে রাখল সে। ট্রেন থামছে। তাড়াহুড়ো করে গায়ে ফার কোটটা চাপাল সে, হ্যাটটা বসিয়ে নিল মাথায়, তারপর হাত বাড়াল র‍্যাকে ঝোলানো ছড়িটার দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

চিয়াসসো শুধু সুইস বর্ডার পয়েন্ট নয়, এখানে রয়েছে বিশাল একটা মার্শালিং ইয়ার্ড। রাত ছ'টা পাঁচে প্ল্যাটফর্মে থামল ট্রেন। অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে তুষারপাত। একটানা প্রচণ্ড যান্ত্রিক আওয়াজের পর ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে ট্রেনের ভেতর। বাইরে জন-মনিষ্যি নেই, আবছা আলোয় ফাঁকা পড়ে আছে প্ল্যাটফর্ম। তিন নম্বর কমপার্টমেন্টের ভেতর নড়েচড়ে বসল রূপা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রিভলভারটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল ও। জেনারেলের পাহারায় ওকে একা রেখে বাইরের করিডোরে বেরিয়ে গেছেন অ্যাডমিরাল।

'বিপদ-আপদ আশংকা করছ নাকি?' জানতে চাইলেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

'এটা একটা স্টেশন। যেখানেই থামবে ট্রেন সেখানেই বিপদ হতে

পারে। ট্রেন আবার না ছাড়া পর্যন্ত খেলাটা বন্ধ রাখতে পারেন, জেনারেল, প্লীজ? আপনি এতো ভুল খেলেন যে ওই খেলার দিকেই পড়ে থাকে মনটা…'

'তোমার পা দুটো লুকাও, তাহলে আর খেলায় ভুল করব না,' সহাস্যে বললেন জেনারেল।

চেষ্টা করেও হাসতে পারল না রূপা। জানে, তার মন খারাপ বলেই রসিকতা করে তাকে হাসাতে চাইছেন জেনারেল। কিন্তু রানার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর থেকে হাসতে ভুলে গেছে ও। তবে আঘাত যতো প্রচণ্ডই হোক, কর্তব্যের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি। রানার মৃত্যু সংবাদ পাবার দশ মিনিটের মধ্যে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করেছে ও। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান দুঃসংসাদটাকে শান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, যা হবার হয়ে গেছে, তুমি তোমার কাজ করে যাও।

ট্রেন থেকে নেমে এসেছে জন মিচেল। তিন নম্বর ওয়াগন-লিটের সামনে পা টেনে টেনে পায়চারী করছে সে। সরাসরি না তাকিয়েও কিছু তৎপরতা ধরা পড়ল তার চোখে। ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো তিন জন নতুন আরোহী। তিনজনই পুরুষ। প্রত্যেকের গায়ে চাপানো রয়েছে ভারি ফার কোট। দেখেই বোঝা যায়, এরা একসাথে ভ্রমণ করছে। তিনজনের হাতেই একটা করে স্যুটকেস। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কোচে উঠল তারা, উঠেই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। বন্ধ দরজা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের পিছন দিকে তাকাল জন মিচেল।

ট্রেনের লেজের কাছাকাছি প্রায় সাত ফিট উঁচু একটা ক্যানভাসের পর্দা দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মটাকে আড়াল করে রেখেছে। কাছে পিঠে

কোথাও থেকে চাকার ঘর ঘর শব্দ আসছে, পরিষ্কার শুনতে পেল মিচেল। ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকাল আবার। আরেক জন লোককে দেখতে পেল সে, এইমাত্র ওয়টিং রূম থেকে বেরিয়ে এলো। আগের তিনজনের চেয়ে অনেক বেশি সপ্রতিভ বলে মনে হলো লোকটাকে। এক্সপ্রেসের দিকে দৃঢ় পায়ে হাঁটছে। লম্বায় ছয় ফিটের ওপর হবে, এই প্রচণ্ড শীতেও হ্যাট পরেনি মাথায়। লম্বা একটা নীল কোট চাপিয়েছে গায়ে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা কালো পাইপ। কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা, তাকে আরো ভালো করে দেখার সুযোগ পেল মিচেল। চোয়াল ছুটো উঁচু, নাকটা বড়। সরু পরিচ্ছন্ন গোঁফটা মাথার চুলের মতোই ঘন আর কালো। চোখ ছুটো নিষ্পলক এবং সতর্ক। লোকটার হাঁটার ধরনে একটা গাম্ভীর্য আছে। বোঝা যায়, প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার অধিকারী সে। ছোটোখাটো দামী স্যুটকেসটা বগলদাবা করে একটা ফার্স্ট ক্লাস কোচের সামনে দাঁড়াল সে। দরজার হাতলটা ধরল ছু'হাত দিয়ে, খুলে ফেলল সেটা।

আরো দশ মিনিট কেটে গেল। নতুন কিছুই ঘটল না। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাতব শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। ট্রেনের পিছনে কিছু একটা জোড়া লাগালো হলো। পায়চারী করে আরো ছু'এক মিনিট কাটাল জন মিচেল। তারপর ট্রেনে উঠে পড়ল সে। নিজের কমপার্টমেন্টে ফিরে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল আবার। দেখল, ইউনিফর্ম পরা বারো জন সুইস পাসপোর্ট কন্ট্রোল আর কাস্টমস অফিসার ট্রেনে চড়ছে। চিয়াসসোয় সাধারণত প্রতিটি সার্ভিসের ছুজন করে লোক ওঠে ট্রেনে, আজ এতোগুলো লোককে উঠতে দেখে মোটেও আশ্চর্য হলো না সে।

ট্রেনটা থর থর করে কেঁপে উঠতেই তিন নম্বর কমপার্টমেন্টের

ভেতর চমকে উঠল রূপা। 'ব্যাপারটা কি?' অ্যাডমিরালকে প্রশ্ন করল ও। করিডোর থেকে এইমাত্র কমপার্টমেন্টে ফিরে এসেছেন তিনি।

'বোধহয় কোনো ধরনের শান্টিং। এখানে বড় সড় একটা মার্শালিং ইয়ার্ড আছে···'

কয়েক মিনিট পর আবার ছাড়ল ট্রেন। এখান থেকে সোজা লেক লুগানোর পুব তীর এবং কজওয়ের দিকে যাবে, লুগানোর পশ্চিম তীরে ওই কজওয়েই নিয়ে যাবে ট্রেনটাকে।

ধাতব শব্দের সাথে ট্রেনটা কেন কেঁপে উঠেছিল, তিন নম্বর কমপার্টমেন্টের কেউ তা জানে না। পিছনের শেষ ওয়াগন-লিটের সাথে একটা ফ্ল্যাট কার জোড়া লাগানো হয়েছে, তার ওপর স্ন্যাপ-চেইন দিয়ে বাঁধা রয়েছে প্রকাণ্ড একটা আলোয়েট হেলিকপ্টার, লম্বা রোটর ব্লেডগুলো ভাঁজ করে সমান্তরাল করা হয়েছে ফ্ল্যাট কারের কিনারার সাথে।

'সাংঘাতিক গুমোট লাগছে, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি?' অ্যাডমিরালের কাছ থেকে অনুমতি চাইল রূপা।

'কিন্তু পেছনের ওয়াগন-লিট ছুটোর ভেতরই থেকো, কেমন?'

'উঁহু,' ব্যাগ খুলে পরচুলা ইত্যাদি ছদ্মবেশ নেবার উপকরণ বের করছে রূপা। 'শুধু হাওয়া খাওয়াটাই উদ্দেশ্য নয়,' বলল ও। 'আরোহীদের ওপর একবার চোখ বুলাতেও চাই। হয়ত কিছু চোখে পড়বে।' দ্রুত হাত চলছে ওর, আসল চেহারা ক্রমশ ঢাকা পড়ে গিয়ে আরেক চেহারা ফুটে উঠছে। শিঙের তৈরি চশমা, মিলিটারী-স্টাইল রেনকোট, পরচুলা ইত্যাদি পরে দু'মিনিটেই নিজেকে তৈরি করে নিল ও। 'বলুন দেখি, কেউ আমাকে চিনতে পারবে?'

'বোধহয় পারবে না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তবু, সাবধানে

থেকো।' মনে মনে রূপার প্রস্তাবটা তিনি সমর্থন করছেন।

কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় রানার কথা ভাবল রূপা। মিলানে বসে এই ট্রেন জার্নি সম্পর্কে প্ল্যান করবার সময় একটা নির্দেশ দিয়েছিল তাকে রানা। সেই নির্দেশটাই এখন পালন করতে যাচ্ছে রূপা। রানা বলেছিল, 'চিয়াসসো থেকে ট্রেন ছাড়ার পর ছদ্মবেশ নিয়ে গোটা ট্রেনটা একবার চক্কোর দিয়ে এসো। প্রস্তাবটা তুমিই তুলবে, আমি তুললে তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে অ্যাডমিরাল লাফিয়ে উঠতে পারেন...'

করিডোরে বেরিয়ে এলো রূপা। দ্বিতীয় কোচের দরজা খুলে দিল অ্যান্থনি পল। রূপার সাথে ভাব জমাবার জন্যে একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কোনো সাড়া না দিয়ে তাকে নিরুৎসাহিত করল রূপা।

ওদিকে তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কোচে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে। পাসপোর্ট কন্ট্রোল আর কাস্টমস অফিসারের ইউনিফর্ম পরা ছয়জন লোক ঢুকল কমপার্টমেন্টে। চিয়াসসো থেকে এক সাথে যে তিনজন আরোহী উঠেছে ট্রেনে, তারা সবাই রয়েছে এই কমপার্টমেন্টে। অফিসারদের ঢুকতে দেখে চমকে উঠল তারা। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে যে যার পাসপোর্ট বের করে দিল। কমপার্টমেন্টটা এমনিতেই ছোটো, তার ওপর হঠাৎ এতোগুলো লোক ঢুকে পড়ায় নড়াচড়ার জায়গা পর্যন্ত নেই।

'ব্যাগেজ!' কঠিন সুরে বলল একজন অফিসার 'প্রত্যেকের ব্যাগ চেক করা হবে। খোলা হোক। কুইক!'

আরোহী তিনজন পাথর হয়ে গেছে। এক চুল নড়ছে না কেউ। অফিসার নিজেই এগিয়ে গিয়ে বার্থ থেকে টেনে নামাল একটা স্যুটকেস।

অসম্ভব ভারি, আরেকটু হলে হাত থেকে পড়েই যেত। হাতল ধরে ঢাকনি খুলে ভেতরে তাকাল সে। সাথে সাথে ঠোঁট জোড়া গোল করে শিস দিয়ে উঠল। স্যুটকেসের ভেতর প্রচুর কাপড়চোপড় রয়েছে, সেগুলোর ওপর নিরীহ বিড়ালছানার মতো শুয়ে আছে তিনটে ভয়ংকরদর্শন রিভলভার। আরোহীদের একজন আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল একটা রিভলভার। কিন্তু সেই মুহূর্তে অপর এক-জন সুইস লোকটার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক রদ্দা মেরে ধরাশায়ী করল তাকে। আরেকজন অফিসার তার হাত থেকে কেড়ে নিল রিভালভারটা। তিন মিনিটের মধ্যে তিন জন আরোহীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো। বাকি আরো দুটো স্যুটকেস খোলার পর দেখা গেল ভেতরে এক্সপ্লোসিভ, জেলিগনাইট, হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

এই সময় কোচটার সামনে, করিডোরে পৌঁছুল রূপা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। একজন ইতালিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো একটা কমপার্টমেন্ট থেকে। এগিয়ে গিয়ে পথ করে দিল রূপা, কিন্তু তার আগে কমপার্টমেন্টের ভেতরটা দেখে নিয়েছে সে। হাতকড়া পরা আরো দু'জন লোক রয়েছে ভেতরে। এবং খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে তিনটে স্যুটকেস। সেগুলোর ভেতর আগ্নেয়াস্ত্র আর বিস্ফোরক দেখে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলে গেল সে, একটু পর ঘুরে ফিরে আসতে শুরু করল ট্রেনের পিছন দিকে। ঘটনাটা এখুনি অ্যাডমিরালকে রিপোর্ট করা দরকার।

চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে পড়েছে রূপার, ধীর পায়ে ফিরে আসছে ও। সামনে একটা সাধারণ ওয়াগন-লিট, তারপরই পিছনের সীল করা দুটো কার। সাধারণ ওয়াগন-লিটে ঢুকল রূপা, মুখ তুলতেই দেখল

একটা কমপার্টমেন্ট থেকে প্রায় বুড়ো একজন লোক বেরিয়ে এলো। চোখাচোখি হতেই কি ভেবে দ্রুত পিছিয়ে গেল লোকটা, আশ্চর্য একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠল তার আচরণে। কমপার্টমেন্টের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রূপা। কিন্তু কাছাকাছি এসে আবার আগের মতো ধীর পায়ে এগোতে লাগল। দরজাটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় দেখল, আধ-খোলা রয়েছে কবাট দুটো। দাঁড়াল না ও। কিন্তু পিছনে একটা শব্দ হতে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল। আচমকা শক্ত একটা হাত পেঁচিয়ে ধরল ওর গলা। ব্যাগ থেকে রিভলভারটা বের করতে যাবে, এই সময় আরেকটা হাত টান দিয়ে কেড়ে নিল সেটা। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল রূপা। কমপার্টমেন্টের ভেতর চলে এলো ও। ওর বাঁ হাতটা মোচড় দিয়ে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে চেপে ধরল লোকটা। একটা ছুরি বেরিয়ে এলো তার হাতে। সেটা রূপার গলায় ধরে ফিসফিস করে বলল, 'কোনো আওয়াজ নয়!'

দম নিয়ে পাল্টা আঘাত করতে যাচ্ছিল রূপা, কিন্তু গলার আওয়াজটা কানে যেতেই চমকে উঠে স্থির হয়ে গেল ও। ওর পেশীতে ঢিল পড়েছে অনুভব করে লোকটাও ছেড়ে দিল ওকে।

'কে!' শুধু গলা নয়, সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল রূপার।

দু'পা পিছিয়ে গেল লোকটা। কাঁচা-পাকা চুলের উইগ আর চশমা খুলে ফেলল।

'রা-রানা!' আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠল রূপা। 'কিন্তু আমাকে এরকম ধোকা দেবার কি মানে! তবে কি আমাকেও তুমি···'

'না, তোমাকে আমি অবিশ্বাসও করি না, তোমার ওপর আমার

আস্থারও অভাব ঘটেনি,' দ্রুত বলল রানা। 'প্রয়োজন ছাড়া কাউকে কিছু জানানো উচিত না, শুধু এই নীতিটা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম।'

'আমাকেও তুমি বিশ্বাস করে জানাতে পারোনি!'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় এটা, রূপা,' বলল রানা। 'কর্নেল ও'হারা আর অ্যান্থনি পল ছাড়া আর কেউ জানে না ব্যাপারটা।'

'কে তোমাকে গুলি করেছিল?'

'পল। শুধু কাঁধের সামান্য একটু চামড়া তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওর বুলেটটা। পল একটা ক্র্যাক শট, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ। এসক্যালেটর থেকে রেডক্রস ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। আগে থেকেই সব আয়োজন করা ছিল ওখানে, ছদ্মবেশ নিয়ে ট্রেনে চড়তে দু'মিনিটের বেশি লাগেনি আমার। ব্র্যাণ্ডি?'

ধীরে ধীরে একটা নির্লিপ্ত ভাব ফুটে উঠল রূপার চেহারায়। অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এতো সবের পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি, বোধহয় জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাবো না, তাই না?'

'এক্সপ্রেসের কোথাও একটা মারাত্মক গোলমাল আছে, কিন্তু ঠিক কোথায় বা কি, বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা ধরতে হলে একা, আলাদাভাবে কাজ করা দরকার আমার। বিশেষ করে অ্যাডমিরাল সব ব্যাপারে খবরদারী করলে আমার পক্ষে গোলমালটা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। নিজের পরিচয় গোপন করে সব আরোহীর ওপর নজর রাখতে চাই আমি। আমার ছবি আছে কে. জি. বি.তে...'

'আমাকে তুমি আভাস দিতে পারতে...' কথার মাঝখানে হঠাৎ থামল রূপা, তারপর আবার বলল, 'আমার ধারণা, মিথ্যে কথা বলছো তুমি।'

'মানে ?'

'তুমি বললে শুধু কর্ণেল ও'হারা আর পল জানতো ব্যাপারটা। তাই কি ? চীফ জানতেন না ?'

হেসে ফেলল রানা। 'জানতাম আমার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই বসের সাথে যোগাযোগ করবে তুমি। তিনি আবার কি অ্যাকশন নিয়ে ফেলেন, তাই আগেভাগে কথাটা জানাতে হয়েছিল তাঁকে।'

'ঢাকায় বসে বুড়ো জানতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে, আর আমি তোমার পাশে থেকেও কিছুই টের পেলাম না! এর জন্যে তোমার শাস্তি হওয়া উচিত, মাসুদ রানা।' কথা শেষ করেই, রানাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মারল রূপা। তারপর বলল, 'তোমাকে যে ভালো লাগে, এটা তার প্রমাণ।' বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

হাত দুটো ধরে নামিয়ে দিল রানা। 'কাঁদলে ফুলে যাবে চোখ,' বলল ও। 'স্বাভাবিকভাবে ফিরে যেতে হবে তোমাকে।' চোখ মুছল রূপা। 'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে!'

ঘুরে দাঁড়াল রূপা। ওয়াল-মিররে দেখল নিজেকে। অগোছাল হয়ে গেছে পরচুলাটা, হাত দিয়ে ঠিক করে নিল সেটা। ধস্তাধস্তির সময় পড়ে গিয়েছিল চশমাটা, তবে ভাঙেনি। সেটা তুলে নিয়ে আবার পরল। 'তোমার কথা তাহলে অ্যাডমিরালকেও বলব না ?'

'আপাততঃ নয়।'

'অ্যাডমিরাল সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন,' বলল রূপা। 'মুখে কিছু বলেননি, কিন্তু আমি বুঝতে পারি। নিশ্চয়ই তাঁকে তুমি সন্দেহ করো না ?'

'আরে না! তুমি শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। এই পর্যায়ে

সীল করা কোচের বাইরে থেকে একজন লোক সব কিছুর ওপর নজর রাখবে—এর দরকার আছে।'

রানা যে সব কথা খুলে বলছে না ওকে, বুঝতে পারল রূপা। তবে পরিস্থিতিটা মেনে নিয়েছে ও। 'কিন্তু পল তো জানে!'

'শুধু জানে, আমি বেঁচে আছি। ওর ধারণা, মিলানে রয়ে গেছি আমি, অপারেশনটা চালাচ্ছি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে। আরেকটা কথা,' নরম গলায় বলল রানা, 'আমার প্ল্যানের কথা জানা থাকলে মিথ্যে অভিনয় করতে হতো তোমাকে, তাতে ওদের চোখে ধরা পড়ার ভয় থাকত···

'বোঝা গেল আমার অভিনয় প্রতিভার ওপর তোমার কোনো আস্থা নেই,' শান্ত গলায় বলল রূপা। 'সে যাই হোক, তোমার সমস্ত যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি। মাঝে মধ্যে এখানে এসে তোমার সাথে দেখা করতে পারব কি?'

'অবশ্যই। নিয়মিত আসতে হবে তোমাকে। পিছনের ওয়াগন-লিটে কি ঘটছে না ঘটছে সব আমি জানতে চাই। আরেকটা কথা, যে-কোনো মুহূর্তে জুরিখ থেকে কর্ণেল স্যাবর আমার কাছে একটা জরুরী মেসেজ পাঠাতে পারেন। একজন লরার কাছ থেকে কর্ণেলের মাধ্যমে আসবে মেসেজটা। এলেই তুমি ওটা আমার কাছে পৌঁছে দেবে।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, রেডিও অপারেটর ডেডরিক কি তোমার প্ল্যানটার কথা জানতো?'

'না।'

'কিন্তু তোমার মৃত্যু সংবাদটাকে সে পাত্তাই দেয়নি। ব্যাপারটা কি?'

'ও কিছু না,' বলল রানা। 'সবার প্রতিক্রিয়া এক রকম হয় না।'

'ইয়াল্লা!' হঠাৎ আঁতকে উঠল রূপা। 'বলতেই ভুলে গেছি। চিয়াসসো থেকে তিনজন আততায়ী উঠেছিল ট্রেনে, সবাইকে ধরে ফেলেছে সিকিউরিটি···' ঘটনাটা বর্ণনা করল ও। কিন্তু রানার প্রতি-ক্রিয়া বিস্মিত করল ওকে।

আধবোঁজা চোখে রূপার দিকে তাকিয়ে শুনছিল রানা। রূপা থামতেই প্রশ্ন করল, 'এতো সহজে ধরা পড়ে গেল? আমাদের মনোযোগ অন্য দিক থেকে সরিয়ে আনার জন্যে ঘটনাটা ইচ্ছে করে ঘটানো হয়নি তো? এই রকম কাঁচা কাজ তো কে. জি. বি. করে না।' চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ওর কপালে। 'শোনো, অ্যাডমিরালকে বলবে, কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার, সামনেই একটা মস্ত বিপদ রয়েছে। ওই তিন আততায়ী গ্রেফতার হয়েছে শুনে তিনি মনে করতে পারেন বিপদ বুঝি কেটে গেল।' টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা দিল ও। 'এভাবে টোকা দিলেই বুঝব তুমি এসেছ, কেমন? আর, আবার বলছি, যেভাবে পারো অ্যাডমিরালকে সতর্ক করে দিয়ো। ভয়ংকর বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি···'

লুগানো স্টেশনে এসে থামল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। শহরটা অনেক নিচে, রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তিনটে রেডিও-ডিটেকশন ভ্যান। অস্থায়ী গোপন আস্তানা থেকে সরাসরি ওগুলোকে কন্ট্রোল করছেন কর্ণেল লিওন মেঙ্গার। একজন সহকারীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে স্টেশনে চলে এলেন তিনি। রেডিও অপারেটর ডেডরিকের কাছ থেকে এরই মধ্যে খবর পেয়েছেন, তিনজন আততায়ী ধরা পড়েছে।

ট্রেন থামছে, এই সময় প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুলেন কর্ণেল। নতুন কোনো আরোহীকে উঠতে দেখলেন না তিনি। নামল মাত্র ছয় জন লোক।

তিনজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার, বাকি তিনজন হাতকড়া পরা ইতালিয়ান। পুলিশের গাড়িতে তোলা হলো ওদেরকে। রাস্তার শেষ মাথায়, দেখা যায় কি যায় না, সবুজ রঙের একটা ফোক্সওয়াগেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটাকে দেখে কর্ণেলের মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হলো না। ভাবলেন, রেলওয়েরই কোনো স্টাফের গাড়ি হবে। নিজের গাড়িতে ফিরে এলেন তিনি। উল্টোদিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে এলেন অস্থায়ী আস্তানায়।

সবুজ ফোক্সওয়াগেনে বসে আছে সুদর্শন এক যুবক। স্থানীয় একটা ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার সে। হাতকড়া পরা তিনজন ইতালিয়ানকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে দেখে মুচকি একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। পুলিশ কার চলে যেতে সে-ও স্টার্ট দিল ফোক্সওয়াগেনে, ফিরে চলল শহরের দিকে।

তিন মিনিটের মধ্যে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলো যুবক। কাঠের আলমিরা খুলে লুকানো একটা ট্র্যান্সমিটার বের করল সে। আগেই তৈরি করা ছিল মেসেজ, পাঠাতে শুরু করল সেটা। বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী, ঘড়িতে সময় বেঁধে নিল না। ভুলটা করল সেখানেই।

ইতিমধ্যে নিজের অস্থায়ী আস্তানায় ফিরে এসেছেন কর্ণেল মেঙ্গার। অফিসে ঢুকেছেন, এই সময় টেলিফোন। রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান থেকে জানান হলো, 'পিয়াজা দান্তে-তে একটা ট্র্যান্সমিটার চালু হয়েছে।'

সাদা পোশাক পরা তিনজন সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কর্ণেল। মাত্র দুশো গজ দূরে অ্যাপার্টমেন্ট হাউস পিয়াজা দান্তে, গাড়ি নেবার দরকার হলো না। পুলিশ ওখানে আগেই পৌঁচেছে, নিজেদের চাবি ব্যবহার করে ভেতরে ঢুকে অপেক্ষা করছে তারা।

'পাঁচতালায়, কর্ণেল,' বলল একজন পুলিশ অফিসার। 'আপনার

একজন লোক এরই মধ্যে উঠে গেছে ওপরে·

পাঁচতালায় উঠে এলো সবাই। পুলিশ আবার তাদের চাবি ব্যবহার করল। ঘরের ভেতর সবার শেষে ঢুকলেন কর্ণেল। ইতিমধ্যে মেসেজ পাঠানো শেষ করেছে যুবক। আলমিরা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ হাত ছুটো স্থির হয়ে গেল তার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে পুলিশ।

শহরে যুবকের যতো বন্ধু-বান্ধব আছে তাদের সবাইকে থানায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন মেঙ্গার। তাঁর বিশ্বাস, রাশান স্পাইদের মস্ত একটা সংগঠনকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে। কিন্তু লোকটা যদি মুখ খোলে, তবেই। আরো একটা ব্যাপারে কর্ণেলের মন খুঁতখুঁত করছে। কোথায়, কি মেসেজ পাঠাল লোকটা ?

"ডিসেপশন অপারেশন শেষ হয়েছে। লুগানো স্টেশনে আটলান্টিক এক্সপ্রেস থামতেই তিন জন লোককে নামিয়ে নিয়ে গেছে পুলিশ·

হোটেল সুইজারহফ। দু'শো সাত নম্বর কামরা। মেসেজটা পড়ে আপন মনে মাথা নাড়ল কর্ণেল রুবল, তারপর স্যাবোটাজ এক্সপার্ট বাডি রিমলারের হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। 'বুদ্ধিটা কাজ দিচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল সে। রিস্টওয়াচ দেখল। রাত সাতটা দশ। বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে ভাঁজ খোলা সুইজারল্যাণ্ডের ম্যাপ। লুগানো আর বেলিনজোনা রেলপথের মাঝ-খানে একটা জায়গায় আঙ্গুল রাখল সে। 'পরবর্তী স্টেশন। ঘটনাটা এখানেই ঘটবে।'

'তাহলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হতে হয়

'দেখা যাক···' অন্যমনস্কভাবে বলল কর্ণেল রুবল। তার আস্তিনে

একটা তাস সব সময়ই লুকানো থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আটলান্টিক এক্সপ্রেসে দক্ষ আততায়ী মোতায়েন করেছে সে। কেউ তা জানে না।

# দুই

উচ্চতা : ছয় ফিট দু'ইঞ্চি।

চোখের রঙ : কালো।

নাম : জর্জ স্যাণ্ডো।

দেশ : স্পেন।

লুগানো। আটলান্টিক এক্সপ্রেস। পাসপোর্ট কন্ট্রোলের দু'জন অফিসার ফার্স্ট-ক্লাস কমপার্টমেন্টে ঢুকে একজন আরোহীর পাসপোর্ট চেক করছে। চিয়াসসো থেকে চার জন লোক উঠেছিল ট্রেনে, তাদের মধ্যে তিনজনই ধরা পড়েছে। এই লোকটা চার নম্বর আরোহী।

কোণের একটা সীটে বসে পা দুটো সামনে মেলে দিয়েছে জর্জ স্যাণ্ডো। নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে রয়েছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা পাইপ। অফিসারদেরকে গ্রাহ্যই করছে না সে।

'কোথায় যাবেন আপনি, স্যার?' একজন অফিসার জানতে চাইল।

'অনেক দূর, সেই আমস্টারডাম পর্যন্ত,' বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ ভাষায় জবাব দিল স্যাণ্ডো।

এ লোক আর দশজন আরোহীর মতো নয়, বুঝতে পারল অফিসাররা। কেমন যেন সন্দেহ হলো তাদের। কিন্তু পাসপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্রে কোথাও কোনো খুঁত নেই। স্যুটকেস এবং ব্যাগ

খুলে পরীক্ষা করা হলো। আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেল না।

'ধন্যবাদ, স্যার...'

কমপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে গেল অফিসাররা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্যাণ্ডো। তিনজন ইতালিয়ান বন্দীকে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে মুখের সামনে ধোঁয়ার একটা আড়াল তৈরি করল সে। চিয়াসসোয় ট্রেনে ওঠার পর থেকে বেশ কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়েছে তার। চশমা পরা একটা মেয়েকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে সে, দেখেই বুঝেছে ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। এরপর একজন প্রৌঢ় লোককে ছড়ি হাতে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে সে। করিডোর দিয়ে যাবার সময় দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়েছে তার কমপার্টমেণ্টের ভেতরটা। স্যাণ্ডোর মনে হয়েছে, ওরা দু'জনই কাকে যেন খুঁজছে।

সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্যাণ্ডো। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। ফাঁকা করিডোর। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো সে। আরো একবার ভালো করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে পাশের খালি কমপার্টমেণ্টে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। বাইরে কোনো শব্দ নেই। ধীর পায়ে এগিয়ে একটা সীটের কাছে থামল। ঝুঁকে পড়ে সীটের তলা থেকে বের করে আনল একটা নাইন এম-এম ল্যুগার। দরজার কাছে ফিরে এসে কান পাতল সে। তারপর কবাট খুলে বেরিয়ে এলো করিডোরে। কেউ দেখেনি তাকে। নিজের কমপার্টমেণ্টে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার।

লুগানো আর বেলিনজোনার মাঝখানে রয়েছে উঁচু একটা উপত্যকা, উপত্যকার ওপর দিয়ে হাইওয়ে এবং রেলপথ চলে গেছে। রাস্তা থেকে

সামান্য একটু দূরে ছোটো একটা মিলিটারী সাব-ইউনিট, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড। শীত তাড়াবার জন্যে একা একা লেফট-রাইট, লেফট-রাইট করছে সে। এই সময় তার চোখে পড়ল হাইওয়ে থেকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে সোজা তার দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা মার্সিডিজ গাড়ি। কাঁধ থেকে রাইফেল নামাবার সময় পেল না সে, তার সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। সাথে সাথে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো অস্বাভাবিক লম্বা একজন লোক। উত্তেজিতভাবে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে শুরু করল সে।

লোকটাকে বাধা দিয়ে গার্ড বলল, 'কিন্তু এটা একটা মিলিটারী প্রপার্টি। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেবার অনুমতি নেই...'

'হায় যীশু! তুমি পিশাচ নাকি!' অসহায় একটা ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'আমার মেয়ে মারা যাচ্ছে। এখুনি ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। বিশ মাইলের মধ্যে আর কোথাও টেলিফোন নেই...'

নিজের মেয়ে আছে, আর একজনের মেয়ে অসুস্থ শুনে মনে দয়া হলো গার্ডের। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিয়ে গাড়ির ভেতর তাকাল সে। দেখল ভেতরে আরো দু'জন লোক বসে আছে। পিছনের সীটে তাদের সাথে রয়েছে আঠারো উনিশ বছরের একটা মেয়ে। পেট খামচে ধরে ব্যথায় কাতরাচ্ছে সে। গার্ড পিছিয়ে আসতে যাবে, এই সময় পিছন থেকে লম্বা লোকটা তার দুই পাঁজরের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ছুরির দীর্ঘ একটা পাত। মাটিতে পড়ে গেল গার্ড। হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে ছুরির ডগাটা। সাথে সাথে মারা গেল সে।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল মেয়েটা। তার পিছু পিছু আরেকজন লোক। দু'জনের হাতেই ওয়্যার-কাটার রয়েছে। তারের

জাল কেটে একটা গর্ত তৈরি করল মেয়েটা। লোকটা গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে কেটে দিল টেলিফোনের তার। তৃতীয় লোকটাও বসে নেই, লাশের গা থেকে ইউনিফর্ম খুলে নিল সে।

তারের জালের ওপারে গার্ডরুম। তিন মিনিট পর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করল মেয়েটা। দ্বিতীয় গার্ড ঘুমাচ্ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসল সে। রাইফেলটা তুলে নিয়ে বলল, 'ধুস শালা! একটু যে ঘুমাব তারও উপায় নেই! দাঁড়াও, খুলছি।'

দরজা খুলল গার্ড। সাথে সাথে তার মাথায় পরপর দু'বার গুলি করল মেয়েটা মাউজার পিস্তল দিয়ে। কিছু টের পাবার আগেই মারা গেল দ্বিতীয় গার্ড। পাশের কামরায় আরেকজন গার্ড আছে, টেলিফোনের রিসিভার তুলছে সে। দরজার সামনে এসে তাকে দেখতে পেয়েই আবার পর পর দু'বার গুলি করল মেয়েটা। দুটো গুলিই লোকটার খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একজন লোক প্রথম গার্ডের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছে। মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'এদেরকে খুন করার কোনো দরকার ছিল কি, লুসি?' মৃদু গলায় জানতে চাইল সে।

'চোপ!' চাপা গলায় ধমক মারল লুসি। 'জানো না তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে?' রিস্টওয়াচ দেখল সে। রাত ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট। চার মিনিটের মধ্যে লুগানো স্টেশনে ইন করবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

বাকি দু'জন লোকও নিহত গার্ডদের পোশাক পরে নিয়েছে। গার্ডরুমের দেয়াল থেকে চাবি নিয়ে ইতিমধ্যে খুলে ফেলা হয়েছে গেট। গ্যারেজ থেকে বের করা হয়েছে একটা মেশিনগান ফিট করা সামরিক জীপ। ইউনিফর্ম পরা লোক তিনজন জীপ নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

মার্সিডিজ নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেছে লুসি।

হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে ঝড়ের বেগে মার্সিডিজকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে লুসি। তার বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে রেললাইন, এটা ধরেই লুগানো থেকে বেলিনজোনার দিকে যাবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। বহু দুরে আবছাভাবে দেখা গেল চারকোণা সিগন্যাল বক্স। জায়গাটার নাম ভিরা। নির্জন হাইওয়েতে গাড়ি দাঁড় করাল লুসি। বারবার গাড়ির হেডলাইট দুটো অন আর অফ করতে শুরু করল।

ভিরা সিগন্যাল বক্স। সিনিয়র সিগন্যাল ম্যান এমিলিও পয়েন্ট মিনিট দশেক ধরে তাকিয়ে আছে দক্ষিণ দিকে। মার্সিডিজের আলো দেখতে পেয়ে তার চেহারা থেকে উদ্বেগের ছাপ মুছে গেল। দ্রুত বক্সে ফিরে এলো সে। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সহকারী। তার পাশ থেকে লোহার একটা হাতুড়ি তুলে নিল এমিলিও পয়েন্ট। বুক ভরে শ্বাস নিল। জিভের ডগা দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল বার দুয়েক। তারপর চোখ দুটো বুঁজে সহকারীর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল। ছিটকে এসে পয়েন্টের মুখে লাগল সহকারীর মগজ মাথা খুলির কণা। পায়ের কাছে পড়ে গেল লাশটা। এক হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে নিল পয়েন্ট, অপর হাত দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতাম টিপে দিল। উত্তরমুখী রেললাইনের ধারে একটা সিগন্যাল পোস্টে সবুজ আলো জ্বলছিল, সেটা নিভে গিয়ে জ্বলে উঠল লাল আলো। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নিচে নেমে এলো পয়েন্ট। দুরে দেখা গেল মার্সিডিজের হেডলাইট। দ্রুত এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়াল গাড়ি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল পয়েন্ট। 'ওকে আমার খুন করতে হয়েছে···'

'চোপ!' তীক্ষ্ণ গলায় ধমকে উঠল লুসি। 'ওটা তোমার ব্যাপার।

সামনে আমার কঠিন পরীক্ষা...' রিয়ার ভিউ মিররে জীপের আলো দেখতে পেল লুসি।

মার্সিডিজের আধ মাইল পিছনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে জীপটা। আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আলো দেখতে পেল আরোহীরা। দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'শেষ ওয়াগন-লিটটা, মনে আছে তো, পিতেরা?' পাশের লোক-টাকে বলল জীপের ড্রাইভার। 'শালা বানচোত ওখানে আছে বলেই জানি আমরা...'

'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করো না তো।' পিতেরা বলল। 'তুমি ড্রাই-ভিঙের দিকে মন দাও, আমার কাজ আমি ঠিকই করব।' ভারি মেশিন-গানটা আরো শক্ত করে চেপে ধরল সে। জীপ ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

'এতো অস্থির হয়ে উঠেছ কেন বলো তো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'লুগানোয় তিনজনের একটা দল ধরা পড়েছে। অন্ততঃ একটা বিপদ তো কাটল, তাই না? জানি আবার চেষ্টা করবে ওরা...'

'কেন, তা বলতে পারব না,' বলল রূপা, 'কিন্তু আমার ধারণা মস্ত একটা বিপদ রয়েছে আমাদের সামনে। দুরে নয়, কাছে—যে-কোনো মূহূর্তে কিছু একটা ঘটবে...'

এইমাত্র লুগানো ত্যাগ করেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। ক্রমশঃ বাড়ছে তার গতি। শহর ছাড়িয়ে উপত্যকায় পৌঁচাচ্ছে ট্রেন। উপ-ত্যকার শেষে পাহাড়ের গায়ে টাঙানো সুতোর মতো নেমে গেছে রেললাইন বেলিনজোনার দিকে। কমপার্টমেন্টের ভেতর রূপার পাশে বসে আছেন অ্যাডমিরাল। জানালায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন

জেনারেল তুর্গেনিভ। খানিক আগে পর্যন্ত হাত-পায়ের জড়তা কাটাবার জন্যে পায়চারি করছিলেন তিনি। জানালায় পর্দা থাকলেও, ট্রেনের বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জেনারেলের ছায়া। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি রূপার দিকে। নরম গলায় জানতে চাইলেন, "হাওয়া খেতে বেরিয়ে আর কি দেখেছ বলো তো ?'

'কই !' ঝট করে জেনারেলের দিকে ফিরল রূপা।

'নিশ্চয়ই আরো কিছু দেখেছ তুমি। নাকি আমারই ভুল ?' রূপা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে বাধা দিলেন তিনি। 'উত্তর দেবার আগে ভালো করে চিন্তা করে নাও। মেয়েদের খুঁতখুঁতে স্বভাবটাকে আমি খারাপ চোখে দেখি না।'

'ধন্যবাদ,' ম্লান সুরে বলল রূপা। 'আর কিছু দেখিনি।' অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল ও। 'আমি শুধু বলতে চাই, মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হওয়া উচিত হবে না আমাদের···

'প্রশ্নটা উঠছে কেন তাই বলো !' প্রায় চটে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'কি দেখে তোমার মনে হলো, আমি অসতর্ক ? গড নোজ হঠাৎ কেন এসব কথা তুলছ তুমি···'

'ভয়,' শান্তভাবে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। জানালায় পিঠ দিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। দু'চোখ ভরা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছেন রূপার দিকে। 'কেউ ভয় পেলে আমি তা বুঝতে পারি।' তবে রূপাকে বুঝতে পারার চেষ্টা ত্যাগ করলেন তিনি। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ট্রেন থামছে।'

অ্যাডমিরাল জানেন, বেলিনজোনা এখনো অনেক দূরে, তবু রিস্টওয়াচ দেখলেন তিনি। বললেন, 'সামনে নিশ্চয়ই লাল সিগন্যাল দেখতে

পেয়েছে ড্রাইভার।'

লুগানো। মেইন সিগন্যাল বক্স।

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চীফ সিগন্যাল মাস্টার। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছে, আপন মনে বিড বিড় করছে সে। কোনো কারণ নেই, অথচ স্টপ সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে ভিরায়। ব্যাপারটা কি ?

অন্য কোনো লোক হলে ভিরার সাথে যোগাযোগ করত সিগন্যাল-মাস্টার। তা না করে, সাথে সাথে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করল সে। ডায়াল করে সরাসরি কর্ণেল মেঙ্গারের হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ চাইল। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কর্ণেলের একজন সহকারী। মেসেজটা সাথে সাথে কর্ণেলকে জানাল সে। 'লাইনে, ভিরার কাছে একটা স্টপ সিগন্যাল দেখা গেছে। এর নাকি কোনো কারণ নেই। এখন থেকে দুমিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়বে আটলান্টিক এক্সপ্রেস…'

কর্ণেলের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সহকারীর কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'অ্যাডমিরালকে সাবধান করো…মেজর অ্যালার্ট!' ওয়াল ম্যাপের দিকে তাকালেন তিনি। পরমুহূর্তে আরেকজন অফিসারের দিকে ফিরলেন। 'চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরের জন্যে রেড অ্যালার্ট! সমস্ত গাড়ি থামাতে হবে—সিভিলিয়ান, পুলিশ, মিলিটারী, সব। গোটা সেক্টরের চারদিকে রোড ব্লক চাই আমি। একটা পিঁপড়েও যেন ঢুকতে বা বেরুতে না পারে।'

'মিলিটারী ভেহিকেলও ?' জানতে চাইল অফিসার।

'সব, সব, সব গাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'নড়াচড়া

করে এমন সব কিছু। দেখো, লোকার্ণো এয়ারস্ট্রিপের কথা ভুলো না যেন…'

এরই মধ্যে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছে অফিসার। একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেল সে। চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরের সব জায়গা থেকে মুভ করতে শুরু করল সুইস আর্মি আর সিকিউরিটি ইউনিট। ভারি যানবাহনের কর্কশ আওয়াজে রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কয়েকটা হেলিপ্যাড থেকে আকাশে উঠল সামরিক 'কপ্টার। হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এসে টেক-অফ করল এয়ারফোর্সের কয়েকটা হালকা প্লেন। কর্ণেলের একজন সহকারী, তার ডান হাত, ট্র্যান্সসিভার যোগে টপ অ্যালার্ট পাঠাল, 'গুইসান…গুইসান গুইসান…' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুইস কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন গুইসান। চরম সংকট মুহূর্তে সরকারের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও গোটা সুইস সামরিক বাহিনীকে মুভ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। কর্ণেল মেঙ্গার আর তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে গুইসানের ভাব-মূর্তি আজও অম্লান হয়ে আছে।

মন্থর হয়ে আসছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের গতি। জেনারেল তুর্গেনিভের কমপার্টমেন্টে নক হলো। হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে দরজার কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করলেন অ্যাডমিরাল। বাইরে বেন নেলসনকে দেখা গেল। গলাটা কেঁপে গেল বেনের। বলল, 'এইমাত্র রেডিও থেকে একটা টপ অ্যালার্ট এলো…'

'কোচের পেছনে ফিরে যাও…' নির্দেশ দিয়ে কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। করিডোর ধরে দ্বিতীয় ওয়াগন লিটের কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্টের দিকে ছুটলেন তিনি। কয়েক পা এগিয়েই

রেডিও অপারেটর ডেডরিককে দেখতে পেলেন। সমস্ত নির্দেশ অগ্রাহ্য করে করিডোরে বেরিয়ে এসেছে সে। অ্যাডমিরালকে দেখেই তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল সে। 'গুইসান···গুইসান···গুইসান···'

গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে চরকির মতো আধপাক ঘুরলেন অ্যাড-মিরাল, ঝড়ের গতিতে ফিরে এলেন কমপার্টমেন্টে। এখনো জানালায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

'মেঝেতে শুয়ে পড়ুন!' রাশান জেনারেলকে দু'হাত দিয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন অ্যাডমিরাল। ইতিমধ্যে শুয়ে পড়েছে রূপা. তার পাশে লম্বা হলেন জেনারেল।

'পরিস্থিতিটা যদি অন্য রকম হতো, তোমার পাশে এই শোয়াটা উপভোগ করতাম আমি,' হালকা সুরে বললেন জেনারেল।

জেনারেল তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন বুঝতে পেরে তাঁর একটা হাত ধরে মৃদু একটু চাপ দিল রূপা। বলল, 'চিন্তার কিছু নেই, বিপদ সামলাতে পারবে ওরা৷

'কোনো সন্দেহ নেই,' মৃদু গলায় বললেন জেনারেল। প্রচণ্ড উত্তে-জনা বোধ করছেন তিনি, কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই।

কমপার্টমেন্ট থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। দরজাটা বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল রূপা। করিডোর ধরে ছুটলেন অ্যাডমিরাল। এই সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। করিডোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যান্থনি পল। তার একটা হাত চেপে ধরলেন অ্যাড-মিরাল। 'এসো আমার সাথে,' নির্দেশ দিলেন তিনি। তাকে নিয়ে ঢুকলেন একটা খালি কমপার্টমেন্টে। বোতাম টিপে আলো জ্বাললেন, ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার সামনে। প্রথমে সামান্য একটু সরালেন

পর্দাটা, তারপর সবটুকু। লক্ষ্য করার মতো কিছুই পড়ল না তাঁর চোখে। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। পরিষ্কার আকাশ। কখন যেন প্রায় মাঝ আকাশে উঠে এসেছে মস্ত একটা চাঁদ। রেললাইনের পাশেই হাইওয়ে, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল কিছুদূর পর্যন্ত। জানালার কাঁচ খানিকটা নামালেন তিনি। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস যেন হুল ফোটাল চোখে মুখে। উত্তর দিকে তাকিয়ে সিগন্যাল পোস্টের মাথায় লাল আলোটা দেখলেন। তারপর তাকালেন দক্ষিণ দিকে। সাথে সাথে হাঁটু মুড়ে নিচু হলেন।

'ওই আসছে···' শেষ হল না অ্যাডমিরালের কথা, রাতের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গর্জে উঠল মেশিনগান। 'একটা আর্মি জীপ!' দ্রুত বললেন তিনি। 'ড্রাইভারের দিকে তাক করো। থামাও ওকে। ড্রাইভারকে গুলি করো

জানালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল পল। তারপর ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। হাতের ল্যুগারটা তাক করল হাইওয়ের একটা জায়গায়, যেখানে জীপটা আসেনি এখনো।

মেশিনগানের আওয়াজ এখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো বাজছে কানে। ট্রেনের পাশাপাশি, হাইওয়ে ধরে এগিয়ে আসছে জীপটা, ঝাঁক ঝাঁক বুলেট আঘাত করছে পিছনের ওয়াগন-লিটের জানালায়। মেশিন-গানের পিছনে যে লোকটা বসে আছে সে একজন এক্সপার্ট, ব্যারেলটা ঘন ঘন চুল পরিমাণ উঁচু-নিচু করছে সে, যাতে জানালার প্রতিটি ইঞ্চি দিয়ে ঢুকতে পারে বুলেট। অসীম ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে পল। তার ল্যুগার স্থির। তার শরীর অনড়। ওদের কমপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে ঠকা-ঠক-ঠক শব্দ করল কয়েকটা বুলেট, পরমুহূর্তে জানালার বাইরে দেখা গেল জীপটাকে। একের পর এক, কোনো বিরতি ছাড়াই, তিন-

বার গুলি করল পল। দ্বিতীয় ওয়াগন লিটের পাশে চলে এসে মেশিন-গান চালানো বন্ধ করেছে জীপের গানার। মাত্র ওই তিনটে গুলি করারই সুযোগ পেল পল, পর মুহূর্তে রাতের অন্ধকারে হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে হারিয়ে গেল জীপ।

'লাগাতে পারিনি!' নিজের কপালে করাঘাত করল অ্যান্থনি পল। চেহারা দেখে মনে হল, এই বুঝি কেঁদে ফেলবে।

'মুভিং টার্গেট, নিজেকে দোষ দেবার কোনো মানে হয় না!' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে ছুটলেন তিনি। জেনারেলের কমপার্ট-মেন্টের সামনে এসে দরজায় সাংকেতিক শব্দ করলেন। দরজা খুলল রূপা। ওর রিভলভার ধরা হাতটা একটুও কাঁপছে না, লক্ষ্য করলেন তিনি। দেখলেন, এইমাত্র মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন জেনারেল তুর্গেনভ। তাঁর পিছনে জানালার পর্দায় হাজারটা ফুটো দেখা যাচ্ছে, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে কাঁচের কবাট দুটো। আর যদি মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকতেন জেনারেল, ঝাঁঝরা হয় যেত তাঁর শরীর। কাঁচের গুঁড়োর ওপর দিয়ে এগিয়ে এলেন জেনারেল।

'আপনার সিকিউরিটি সিস্টেমকে আমি অভিনন্দন জানাই, অ্যাড-মিরাল হ্যামিলটন। আপনার কোনো লোক আহত হয়েছে কি? হয়-নি? থ্যাংক গড ফর দ্যাট। হ্যাঁ, আপনার সিকিউরিটি অত্যন্ত চমৎ-কার। আবার ওরা চেষ্টা করবে, জানি, কিন্তু এইমাত্র যা ঘটল তা থেকে বুঝতে পারছি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হলে আরো অনেক সাব-ধানে এগোতে হবে ওদেরকে, আরো কষ্ট করতে হবে, দিতে হবে আরো খেসারত…'

চেহারা থেকে বিস্ময়ের ভাবটা গোপন করে রাখলেন অ্যাডমিরাল।

এখনো সবার চেয়ে শান্ত দেখাচ্ছে জেনারেলকে। বললেন, 'আমি নই, সমস্ত ব্যবস্থা করে গেছে মাসুদ রানা।' ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। হঠাৎ করিডোরের দিকে চোখ পড়ল অ্যাডমিরালের। শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করছে বেন নেলসন। বোঝাতে চাইছে, দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। 'পাশের কোচে সরে যাচ্ছি আমরা,' জেনারেলকে বললেন তিনি। 'রূপা, জেনারেলকে সাথে করে নিয়ে এসো…' ওদের কাঁধের ওপর দিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন তিনি। 'আরে! এতো তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে ওরা…!'

রেললাইনের পাশে, হাইওয়েতে দেখা গেল একটা সুইস সামরিক কনভয়। গাড়িগুলো থামল। লাফ দিয়ে নামল সশস্ত্র সৈনিকরা। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত ঘিরে ফেলল তারা ট্রেনটাকে।

লুগানো হেডকোয়ার্টার থেকে যুদ্ধকালীন গোটা অ্যান্টি-স্যাবোটাজ সিস্টেম পরিচালনা করছেন কর্ণেল মেঙ্গার। চীফ সিগন্যাল মাস্টারের সাথে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা ভিরা সিগন্যালের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। প্রতিটি রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সামরিক যান। সবগুলো স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে নামানো হয়েছে ছত্রীসেনা। সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ এরই মধ্যে উপত্যকার মিলিটারী সাব-ইউনিটে পৌঁচেছে এখান থেকেই হাইজ্যাক করা হয়েছে মেশিনগান ফিট করা জীপ সামরিক প্রহরীদের লাশ পাওয়া গেছে শুনে কর্ণেল মেঙ্গার নির্দেশ দিলেন, খবরটা এখুনি চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরের সমস্ত ইউনিটকে জানাতে হবে।

একটা জঙ্গলের ভেতর পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল জীপটাকে।

সামরিক প্রহরীদের পোশাক পরা আরোহী তিনজন এখন মার্সিডিজে চড়ে পালাচ্ছে। গাড়ি চালাচ্ছে লুসি। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে আরেকটা গাড়ি। সেখানে পৌঁছুতে তিন থেকে চার মিনিট লাগবে ওদের। ওখান থেকে এয়ারস্ট্রিপে যেতে লাগবে আধঘন্টা। প্লেনে একবার চড়তে পারলে আর কে পায় ওদেরকে!

দু'পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে বরফ ঢাকা রাস্তা চলে গেছে। গাড়ি চালাচ্ছে লুসি। সামনে একটা বাঁক। গাড়ির স্পীড না কমিয়ে লুসি বাঁক নিতে যাচ্ছে দেখে সিনিয়র সিগন্যাল ম্যান পয়েন্ট আঁতকে উঠল। তার পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল লুসি। 'ভয় লাগলে দরজা খুলে লাফ দাও...'

বরফের ওপর পিছলে গেল মার্সিডিজের চাকা। একদিকে উঁচু হয়ে গেল গাড়ি, উল্টে যাচ্ছে। কিন্তু অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে শেষ রক্ষা করল লুসি। বাঁক ঘুরে সামনের সোজা রাস্তায় চলে এল মার্সি-ডিজ। কিন্তু এতো করেও বুঝি শেষ রক্ষা হল না। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল সামনেটা—রোড ব্লক। পুলিশের গাড়ি আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে হাইওয়ের ওপর। এই সময় দুটো সার্চলাইট জ্বলে উঠে ধাঁধিয়ে দিল ওদের চোখ।

মাথা নিচু করে নিয়ে গাড়ির স্পীড কমাল লুসি। দু'হাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইলটা বন বন করে ঘুরছে। রাস্তার কিনারায় চলে এল গাড়ি। পরমুহূর্তে রাস্তার ওপরই বাঁক নিতে শুরু করল। চোখের পলকে ঘুরে গেল গাড়ি। তীর বেগে ফিরতি পথ ধরল মার্সিডিজ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল লুসি। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ট্যাংক। কামানের লম্বা ব্যারেলটা ধীরে ধীরে নিচু হয়ে স্থির হল মার্সিডিজের ওপর। এগিয়ে আসছে

ট্যাংকটা। ড্যাশবোর্ড থেকে একটা রিভলভার বের করার জন্যে হাত বাড়াল লুসি। সেই মুহূর্তে জানালার কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল একজন সৈনিকের রিভলভার ধরা হাত। 'নড়ো না।' হুকুম করল সে। স্থির হয়ে গেল লুসি।

কোনো রকম ধস্তাধস্তি না করে আত্মসমর্পণ করল মার্সিডিজের আরোহীরা।

কয়েক মাইল দূরে একটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ, রুটিন চেক করতে গিয়ে এয়ারফোর্সের একদল ইন্সপেক্টর একটা হালকা প্লেন আবিষ্কার করল সেখানে। ওদেরকে দেখে পালাবার চেষ্টা করল পাইলট। কিন্তু সহজেই ধরা গেল তাকে।

মাত্র ত্রিশ মিনিটের মধ্যে রাশানদের লুগানো আণ্ডার-গ্রাউণ্ড স্যাবোটাজ অ্যাপারেটাস ধ্বংস করে দিলেন কর্ণেল মেঙ্গার।

আবার ছুটতে শুরু করল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। সোজা বেলিনজোনার দিকে যাচ্ছে। সামনে রয়েছে দুর্গম পাহাড়ী রেলপথ। বেলিনজোনা শহরে পৌঁছুবার আগে পাহাড়ের গা পেঁচানো রেললাইন ধরে নামতে হবে ট্রেনকে। রানার কমপার্টমেন্টের দরজায় নক করল রূপা, সাথে সাথে একটু ফাঁক হল কবাট দুটো। রূপাকে দেখে হাসল রানা। তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। 'জেনারেল তুর্গেনিভকে নিশ্চয়ই ওরা ঘায়েল করতে পারেনি, ঠিক?'

'ঠিক,' বলল রূপা। 'কিন্তু এতো আত্মবিশ্বাস তুমি পাও কোত্থেকে? ওরা যে ব্যর্থ হয়েছে তা তুমি বুঝলে কিভাবে?'

'সময়ের হিসেব কষে বুঝেছি,' বলল রানা। 'মেশিনগানের আওয়াজ শুরু হবার পুরো এক মিনিট আগে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ট্রেন। অথচ

ওখানে ট্রেন থামাবার কথা নয়। বিপদ টের পাবার এবং তা কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছেন অ্যাডমিরাল। এবার পুরো ঘটনাটা শোনাও দেখি আমাকে ...'

শুরু করার আগে পরচুলা আর চশমা খুলে নিজের স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে রানার সামনে বসল রূপা। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার ব্যাপারে জুড়ি নেই ওর। পুরো ঘটনার বিবরণ দিতে এক মিনিটও লাগল না। সবশেষে বলল, 'তোমার সন্দেহটাই সত্যি হয়েছে। চিয়াসসো থেকে এই তিন জন আততায়ী একটা ডাইভারশন তৈরি করার জন্যে ট্রেনে উঠেছিল। আসল প্রফেশন্যাল হামলা শুরু করার আগে ওটা ছিল মিথ্যে অভিনয়, সময় মতো যাতে আমাদেরকে অসতর্ক অবস্থায় পায়...'

'কিন্তু প্রফেশন্যাল হামলা কি বলা যায় ওটাকে?' এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'গোটা ব্যাপারটাকে লেজে-গোবরে করে ফেলেছে ওরা। একটা সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সেটার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।'

'তুমি হলে কি করতে শুনি?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল রূপা।

'ট্রেন থামার আগেই ওয়াগন-লিটের ভেতর গুলি করা উচিত ছিল ওদের,' বলল রানা। 'একটা ফাস্ট মুভিং জীপ থেকে তা করা সম্ভব। অ্যাডমিরালকে সাবধান হবার সময় দেয়া উচিত হয়নি ওদের। জীপের ড্রাইভারকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল পল, বলছ? জীপ আর জানালার মাঝখানে মোটামুটি দূরত্ব কি রকম ছিল বল তো?'

'হাইওয়ে থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে ছিলাম আমরা। অ্যাডমিরাল পরে বলেছেন, জীপটা খুব জোরে ছুটছিল না। এই ঘণ্টায় ধরো বিশ মাইল...

অ্যাডমিরাল যা বলেছেন, রানাও ঠিক তাই বলল, 'কিন্তু তবু ওটা

একটা মুভিং টার্গেট, তার ওপর রাতের বেলা। যাই হোক, জেনারেল-কে কিভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে বল দেখি?'

'এ-ব্যাপারে অ্যাডমিরাল তোমার আগের নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন,' বলল রূপা। পরচুলা আর চশমা পরে নিল ও। 'আমি বরং ফিরে যাই এবার। ট্রেনের কোথায় কি হচ্ছে দেখার জন্যে পাঠিয়েছেন আমাকে অ্যাডমিরাল। আরোহীরা সবাই খুব ভয় পেয়েছে। রেলওয়ে ইন্সপেক্টররা প্রতিটি কমপার্টমেন্টে গিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও কেউই তেমন নিরাপদ বোধ করছে না। ইন্সপেক্টররা কি বলছে জানো? বলছে, ওটা সুইস আর্মির একটা মহড়া ছিল। পিছনের ওয়াগন-লিটের কি দশা হয়েছে ভাগ্যিস কেউ তা দেখেনি। তবু, গল্পটা সবাই বিশ্বাস করছে বলে মনে হয় না।'

সুতোর একটা রীল বের করে রূপার হাতে গুঁজে দিল রানা। 'এটা রাখো। বেলিনজোনায় ট্রেন থামলে এটা দস্তানার ভেতর লুকিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামবে তুমি। সুইস রেল ইউনিফর্ম পরা একজন লোক এগিয়ে এসে তোমাকে বলবে, ট্রেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই, উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি। তুমি তাকে ধন্যবাদ জানাবে। কথা বলার ফাঁকে তার হাতে পাচার করে দেবে এটা। কেউ যেন না দেখে। কর্নেল মেঙ্গারের জন্যে এতে একটা মেসেজ আছে।

'তিনি জানেন তুমি বেঁচে আছো?'

'অ্যাডমিরাল আমার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেননি, তুমিই না বলেছিলে?'

'ও, হ্যাঁ।'

রূপার একটা হাত ধরল রানা। সাথে সাথে রূপার চোখে তীব্র সন্দেহ ফুটে উঠল। 'কি ব্যাপার?'

নিজের দিকে টানল রানা রূপাকে। 'কাছে এসো, কথা আছে,' ফিসফিস করে বলল ও। রূপার মুখের কাছে চলে এল রানার মুখ। 'তোমাকে আমি···

ছিটকে সরে গেল রূপা। 'প্রেম নিবেদনের এই বুঝি সময়? আমি ভাবতেই পারি না···'

'প্রেম? নিবেদন?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'তুমি বুঝি তাই আশা করো? আমি তোমাকে প্রেম নিবেদন করব? আরে, না। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, সামনে আরো বিপদ আছে, কাজেই চোখ কান খোলা রেখো। বুঝলে?'

'তোমাকে আমি ভালোবাসি, এ কথা বলতে যাচ্ছিলে না তুমি?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল রূপা।

'কক্ষনো না!' বলেই হেসে উঠল রানা।

খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল রূপাও। কিল দিল রানার বুকে। 'পাজি কোথাকার!' তারপর হাসতে হাসতেই বলল, 'অসম্ভব নয়··· হয়তো একদিন আমিই বলে বসব তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'উঁহুঁ, তা পারবে না,' বলল রানা।

'কেন?'

হঠাৎ সিরিয়াস দেখাল রানাকে। 'হারাবার ভয় তোমার এতো বেশি যে কাউকে কোনো দিন ভালোবাসতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'হারাবার ভয়? কি হারাবার ভয়?'

'সে তুমিই জানো। হয়ত সতীত্ব। হয়ত সম্মান।'

'ভালোবাসতে হলে বুঝি সতীত্ব আর সম্মান বিলিয়ে দিতে হয়?' ব্যঙ্গের স্বরে বলল রূপা।

'তা নয়। তবে যাকে ভালোবাসি তাকে কিছুই অদেয় নেই, এই রকম একটা মনোভাব থাকা চাই।'

'তোমাকে কিন্তু সত্যি অদেয় কিছু নেই আমার,' বলল রূপা। এখন আর হাসছে না সে। 'তার মানে কি এই যে আমি তোমাকে ভালো-বাসি?' ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসল সে। 'উঁহুঁ'।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু গলায় বলল রানা, 'ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা করা এক জিনিস নয়। আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু তোমার কাছে নই। তুমি আমাকে অনেক বড় করে দেখো। বোধহয় সেজন্যেই শ্রদ্ধা করতে পারো, কিন্তু ভালোবাসতে পারো না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপা বলল, 'হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি··· জানি না।'

প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে থাকল ওরা। তারপর রিস্টওয়াচ দেখল রানা। উঠে দাঁড়াল রূপা।

'যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' বলল রূপা। 'একটা কথা। বেলিনজোনায় পৌঁছে মেসেজটা কারো হাতে দেবার চেয়ে রেডিও অপারেটর ডেডরিককে দিয়ে কর্ণেল মেঙ্গারকে সিগন্যাল পাঠালে হতো না?'

'না,' বলল রানা। 'কারণ ডেডরিকের পরিচয় এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কেই খবর চেয়েছি আমি ওই মেসেজে।'

সহকারী সবাইকে চমকে দিয়ে কর্ণেল মেঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলেন, বেলিন-জোনায় গিয়ে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়বেন তিনি। তাঁর ডান হাতকে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি কিছুক্ষণ আগে। গাড়ি সোজা ছুটে চলেছে একটা মিলিটারি এয়ারস্ট্রিপের

দিকে। সেখানে আগেই খবর পাঠান হয়েছে।

অস্থায়ী আস্তানা থেকে বেরুবার আগে নতুন কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'এখান থেকে জুরিখ পর্যন্ত যে-ক'জায়গায় আটলান্টিক এক্সপ্রেস থামবে—বেলিনজোনা, এয়ারোলো, গসচেনেন··· সবখানে রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান থাকা চাই।'

'এখানে লুগানোয় আমরা সফল হয়েছি বলে কি আশা করা যায় যে···'

সহকারীকে থামিয়ে দিয়ে কর্ণেল বলেছেন, 'পরবর্তী প্ল্যান ঠিক করার জন্যে ট্রেনে কি ঘটছে না ঘটছে সে-খবর রাখতে হবে কর্ণেল রুবলকে। তার মানে ট্রেনে একজন সোভিয়েট এজেন্ট নিশ্চয়ই আছে, তার ওপর নির্দেশ আছে ট্রেন থামলে ইশারায় বোঝাতে হবে জেনা-রেল তুর্গেনিভ বেঁচে আছেন কিনা। ভিরায় হামলার পর আমি শিওর যে বেলিনজোনায় কোনো না কোনো ভাবে একটা সিগন্যাল নিশ্চয়ই দেয়া হবে···'

'ইয়েস, স্যার। সব ব্যবস্থা করব আমরা।'

'আমাদের অপারেশনের পরিধি আরো বাড়াতে হবে,' বলেছেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'এখান থেকে জুরিখের মধ্যে খুব কম আরোহী ট্রেন থেকে নামবে। যারা নামবে তাদের সবাইকে প্রাইভেট কার নিয়ে অনুসরণ করবে পুলিশ।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর স্থানীয় কোনো লোককে যদি কোনো স্টেশনে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়, বিশেষ করে আটলান্টিক এক্সপ্রেস স্টেশনে ইন করার সময়, তাকেও অনুসরণ করতে হবে···'

'ইয়েস, স্যার।'

গাড়ি চালিয়ে এয়ারস্ট্রিপে যাবার সময় এই সব নির্দেশের কথা ভাবছেন কর্ণেল মেঙ্গার। কোনো নির্দেশ দিতে ভুল করেননি তো? মনে হয় না। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন তিনি। দেরি করে ফেলেছেন, সময় মতো বেলিনজোনায় পৌঁছুতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তবে, আশার কথা হল, ফ্ল্যাট কার সহ বিধ্বস্ত পিছনের ওয়াগন-লিট সরাবার জন্যে কিছুটা সময় অপব্যয় হবে বেলিনজোনায়। ফ্ল্যাট কারে আলোয়েট হেলিকপ্টার আছে, কাজেই সেটাকে আবার ট্রেনের পিছনে জোড়া লাগাতে হবে। বেশ সময় লাগবে এতে। আচ্ছা, ট্রেনের পিছনে রানা তাকে হেলিকপ্টার রাখতে অনুরোধ করেছিল কি মনে করে? কি হবে ওটা দিয়ে?

গাড়ির গতি কমিয়ে আনলেন কর্ণেল মেঙ্গার। সামনে এয়ারস্ট্রিপের গেট দেখা যাচ্ছে। রিস্টওয়াচ দেখলেন। ভাগ্য সহায়তা করলে ট্রেন ধরতে পারবেন তিনি।

বেলিনজোনা স্টেশন। এই মাত্র প্ল্যাটফর্মে এসে থামল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। চেহারায় অদ্ভুত একটা কাঠিন্য নিয়ে স্টেশন হলে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। গায়ে মোটা লাল কোট, মাথায় কালো হ্যাট। প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকে বিরাট একটা ক্যানভাসের পর্দা টাঙানো হয়েছে, ঠিক এই রকম একটা পর্দা দেখা গিয়েছিল চিয়াসসো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, আলোয়েট হেলিকপ্টার সহ ফ্ল্যাট কারটা ট্রেনের সাথে জোড়া লাগাবার সময়। পর্দাটার ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা নেই মেয়েটার, তার চোখ দুটো অন্য কি যেন একটা খুঁজছে।

প্রচণ্ড শীত, তবু ট্রেনের অনেক জানালা খোলা রয়েছে। আরোহীরা 'সুইস সামরিক মহড়া'-র গল্পটা বিশ্বাস করেনি। আসলে কি ঘটছে,

জানতে চায় তারা। হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মেয়েটার চোখ দুটো। একজন আরোহী নামছে ট্রেন থেকে।

জন মিচেল ওরফে মাসুদ রানা নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। পরনে ফার কোট, হাতে ছড়ি। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল ও। পরমুহূর্তে আরেক দিকে সরে গেল মেয়েটার দৃষ্টি। ট্রেনের আরেকটা দরজা খুলে গেছে।

পরচুলা আর চশমা পরে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল রূপা। অলস ভঙ্গিতে এন্ট্রান্স হলের দিকে এগোল ও। হঠাৎ একবার থামল সিগারেট ধরাবার জন্যে। ওর দিকে কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল মেয়েটার দৃষ্টি, তারপর সরে গেল অন্য দিকে। আরেকজন আরোহী নামছে ট্রেন থেকে।

সুদর্শন পুরুষ মডেলের চেহারা আর হাবভাব নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল অ্যান্থনি পল। উটের পশম দিয়ে তৈরি কোটটা দারুণ মানিয়েছে তাকে। বরফের কুচি ছড়ানো প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে একটা বুকস্টলের দিকে এগোল সে। চোখ পড়ে রয়েছে রূপার দিকে। বাঁ হাতটা পকেটে ঢোকানো। কিন্তু ডান হাতটা মুক্ত। এক মুহূর্ত পর ট্রেন থেকে নামল জর্জ স্যাণ্ডো, ছয় ফিট দু'ইঞ্চি স্প্যানিয়ার্ড। দু'সারি দাঁতের মাঝখানে পাইপ নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার গেটের কাছে নামল সে। আকাশের দিকে মুখ করে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল রূপা। অদ্ভুত একটা বেপরোয়া ভাব আছে লোকটার মধ্যে। যেন দুনিয়ার কাউকে গ্রাহ্য করে না সে। নাক, ঠোঁট, চিবুক—মুখের প্রতিটি অংশে আশ্চর্য একটা পশুসুলভ হিংস্রতা ওত পেতে আছে; সেটাই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওর দিকে। একটা হ্যাণ্ডসাম ব্রুট, ভাবল রূপা। এর আগেও একটা ফার্স্ট-ক্লাশ কমপার্ট-

মেণ্টে একে দেখেছে রূপা, কিন্তু এতোটা লম্বা তা তখন বুঝতে পারে নি ও। ওর চোখে চোখ পড়ল স্যাণ্ডোর, দু'সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টিটা, তারপর সরে গেল আরেক দিকে। পাইপটা নিভে গেছে, অত্যন্ত ধীর ভাবে ঝুঁকে পড়ল সে। জুতোর গায়ে পাইপ ঠুকে তামাকটুকু ফেলে দিয়ে সিধে হল আবার।

'ম্যাডাম?' ঘাড়ের কাছ থেকে কে যেন বলল। ঘুরে দাঁড়াল রূপা। সুইস রেলওয়ের ইউনিফর্ম পরা একজন কর্মচারী। 'আপনি বরং নিজের কমপার্টমেন্টে ফিরে যান। একটু পরই ছেড়ে দেবে ট্রেন।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হেসে বলল রূপা। লোকটা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, এই সময় রূপাও তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল। ফলে মৃদু ধাক্কা লাগল। এই সুযোগে পাচার হয়ে গেল সুতোর রীলটা। কেউ লক্ষ্য করেনি ব্যাপারটা। সাথে সাথে ট্রেনে ফিরে গেলে কারো মনে সন্দেহ জাগতে পারে, তাই প্ল্যাটফর্মে ঘুর ঘুর করে আরো কিছু সময় কাটাল রূপা।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে হলরূমে ঢুকল ইউনিফর্ম পরা লোকটা। বাইরের দরজার দিকে এগোচ্ছে, এই সময় ভেতরে ঢুকলেন কর্ণেল মেঙ্গার। ছদ্মবেশ নিয়ে থাকলেও, নিজের লোককে চিনতে পারলেন তিনি। 'আটলান্টিক এক্সপ্রেস...'

'আজ্ঞে, স্যার!' দ্রুত জবাব দিল ইউনিফর্ম। 'ছাড়তে আরো দশ মিনিট।' কথা বলার ফাঁকে সুতোর রীলটা কর্ণেলের হাতে গুঁজে দিয়েছে সে।

সোজা নিজের জন্যে রিজার্ভ করা একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন কর্ণেল মেঙ্গার। দরজা বন্ধ করে তাঁর একজন সহকারীর উদ্দেশে মাথা নাড়লেন তিনি। সহকারী মেজর আগে থেকেই এখানে অপেক্ষা

করছিল। রীল থেকে মেসেজটা বের করে দ্রুত পড়লেন কর্ণেল, তারপর সেটা ধরিয়ে দিলেন আরেকজন সহকারীর হাতে।

'জার্মান বি.এন.ডি-র ওয়ালথার ফিচারের কাছে জরুরী বার্তা। এই মুহূর্তে তার বাঙ্কলের সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে থাকার কথা। মেসেজের উত্তরটা অবশ্যই,' আবার জোর দিয়ে বললেন কর্ণেল মেঙ্গার, 'অবশ্যই আটলান্টিক এক্সপ্রেসের রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে আমার কাছে পৌছুতে হবে। ট্রেনে একজন রেডিও অপারেটর আছে, ডেডরিক, সে যেন এই মেসেজ বা এর উত্তর সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে। এবং উত্তরটা আমি এখন থেকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চাই।'

প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলেন কর্ণেল মেঙ্গার। লাল কোট আর কালো হ্যাট পরা একটা মেয়েকে রেলওয়ে ইন্সপেক্টরের ছদ্মবেশধারী তাঁর অফিসের একজন লোক জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সরাসরি সেদিকে না তাকিয়ে ওদের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'এই ট্রেনে আমার স্বামীর আসার কথা,' বলল মেয়েটা।

'আর কোনো আরোহী নামবে বলে তো মনে হয় না,' বলল ইন্সপেক্টর। 'বোধ হয় কোনো কাজে আটকা পড়ে গেছেন, কাল সকালের ট্রেনে আসবেন।'

'বোধহয়। ধন্যবাদ।' প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। হলরূম পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে এল সে। একটা ফিয়াট দাঁড়িয়ে আছে, সোজা গিয়ে উঠে পড়ল তাতে। ড্রাইভার ছেড়ে দিল গাড়ি। 'ও আমাকে সিগনাল দিয়েছে,' বলল মেয়েটা। 'ট্রেনের কোথাও তুর্গেনিভ এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।'

প্ল্যাটফর্মে এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটাচলা করছে রানা। কিন্তু জর্জ

স্যাণ্ডো ফিরে গেছে ট্রেনে। একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, মুখের বাঁ দিকে ঝুলছে নিভে যাওয়া পাইপটা। পিছনের ওয়াগন-লিটের দিকে ফিরে আসছে রূপা, বেশ খানিকটা পিছন থেকে তাকে অনুসরণ করছে অ্যান্থনি পল। ঠিক এই সময় সহকারী সেই মেজরকে নিয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেন কর্ণেল মেঙ্গার। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন তিনি, অন্যমনস্কভাবে একবার উত্তর দিকে তাকালেন, তারপর উঠে পড়লেন ট্রেনে। ঠিক উত্তরেই গটহার্ড, আটলান্টিক এক্সপ্রেস সেদিকেই যাবে এবার।

কর্ণেলকে দেখেই চিনতে পেরেছে রানা। অবাক হলেও, ওর চেহারায় তার কোনো ছাপ পড়ল না। কর্ণেলকে উত্তর দিকে তাকাতে দেখে মনে প্রশ্ন জাগল, ও যা ভাবছে কর্ণেলও কি তাই ভাবছেন? সামনের রেলপথটা আটলান্টিক এক্সপ্রেসের জন্যে ভয়ংকর একটা ভৌগোলিক ফাঁদ হয়ে দেখা দিতে পারে। গিরিখাদের গা বেয়ে নেমে যাবে ট্রেন, রেললাইনের দু'দিকেই সেঁটে আসবে পাহাড়।

ক্যানভাস স্ক্রিনের আড়ালে সুইস রেল কর্মীরা তাদের স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ওয়াগন-লিট আর হেলিকপ্টার সহ ফ্ল্যাট কার ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলেছে তারা। ওয়াগন-লিটটা ফ্ল্যাট কার থেকে আলাদা করে শেষেরটা আবার ট্রেনের পিছনে জোড়া লাগাবার কাজও এইমাত্র শেষ হল। ট্রেনে চড়ল রানা। তার আগে অন্যমনস্কভাবে আর একবার উত্তর দিকে তাকাল ও। এক মিনিট পর বেলিনজোনা থেকে রওনা হল আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

লাল কোট পরা মেয়েটাকে নিয়ে বেলিনজোনা শহরের একটা ফ্ল্যাট

বাড়ির সামনে থামল ফিয়াট। মেয়েটার পিছু পিছু দোতালার একটা ফ্ল্যাটে ঢুকল ড্রাইভার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে টিভির ভেতর থেকে একটা ট্র্যান্সমিটার বের করল সে। আগেই তৈরি করা ছিল মেসেজ, জুরিখ-বার্গে পাঠাতে শুরু করল সেটা। কাজটা দু'মিনিটের মধ্যে শেষ করল সে, তাই রোডও-ডিটেকটর ভ্যানগুলো ট্র্যান্সমিশন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না। অবশ্য তার কোনো দরকারও হল না। পুলিশের গাড়ি অনুসরণ করে এসেছে ওদেরকে। একটু পিছিয়ে পড়েছিল পুলিশ, ফ্ল্যাটে ঢুকে ট্র্যান্সমিটার পেল ওরা, গ্রেফতার করল ওদেরকে, কিন্তু জুরিখে কি মেসেজ পাঠানো হয়েছে তা জানতে পারল না।

# তিন

জুরিখ।

রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশে একটা মেসেজ পেলেন কর্ণেল স্যাবর "আটলান্টিক এক্সপ্রেস এই মাত্র বেলিনজোনা ছেড়ে গেল"। একই কামরায় বসে আছে তাঁর একজন সহকারী, খবরটা তাকে জানালেন তিনি। ডেস্কের পিছন থেকে উঠে এসে ওয়াল ম্যাপে বেলিনজোনার পাশে সময়টা টুকে রাখল সে।

'চারশো তেত্রিশ নম্বর ভিয়েনা ফ্লাইটের আরোহীদের সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেল?' প্রশ্ন করল সহকারী।

ভিয়েনা থেকে ফোবিন ফোন করে জানিয়েছিল, কচ্ছপ ওরফে কর্ণেল রুবল জুরিখে আসছে। কথা শেষ করতে পারেনি ফোবিন,

অপরপ্রান্তে আক্রান্ত হয় সে। রুবল আসছে শুনে তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়েছেন কর্ণেল স্যাবর। আরোহীদের একটা তালিকার ওপর কলম বাগিয়ে ধরে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন, 'বেশিরভাগ আরোহীকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাদেরকে পাওয়া গেছে তাদের কেউ কর্ণেল রুবল নয়। খানিক আগে খবর এসেছে, আরেকজন আরোহী, হেঞ্জ বোলচাক, ভিয়েনার সেই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের···

'এই লোকটাই না সেই অস্ট্রিয়ান আরোহী, যে এক জায়গায় যাবো বলে আরেক জায়গায়···'

'হ্যাঁ। এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল সে। আমরা সেই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে খুঁজে বের করেছি। ট্যাক্সিতে উঠে একটা হোটে-লের নাম বলে বোলচাক, তারপর জার্মানীর রাজধানী বনের ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে যেতে চায় সে। ড্রাইভার তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেয়। নিশ্চয়ই বনে চলে গেছে সে। কিন্তু মাঝপথে গন্তব্য বদল করায় আমা-দের সন্দেহ হয়, তাই ভিয়েনা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে বোল-চাক সম্পর্কে তথ্য চাই আমরা। ভিয়েনা পুলিশ বোলচাকের বাড়িতে গিয়েছিল। বোলচাককে তারা পায়নি। তবে, সেখানে তারা চারশো তেত্রিশ নম্বর সুইস এয়ার ফ্লাইটের কথা টাইপ করা একটা স্লিপ পায়। তারমানে, বুঝতেই পারছ, বোলচাকের মধ্যে কোনো গোলমাল নেই···'

চেক করা হয়নি এমন আর মাত্র কয়েকটা নাম রয়েছে তালিকায়। বোলচাকের নামের পাশে একটা ক্রস চিহ্ন আঁকলেন কর্ণেল স্যাবর।

"তুর্গেনিভ এখনো বেঁচে আছে। এখনো আটলান্টিক এক্সপ্রেসে রয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই।”

হোটেল সুইজারহফ। কর্ণেল স্যাবরের হেডকোয়ার্টার থেকে হোটেলটা মাত্র দু’কিলোমিটার দূরে। ছুশো সাত নম্বর কামরা। মেসেজটা পড়ে স্যাবোটাজ চীফ বাডি রিমলারের হাতে দিল বোলচাক ওরফে কর্ণেল রুবল। বেলিনজোনা থেকে এইমাত্র পাঠানো হয়েছে ওটা। রিস্টওয়াচ দেখল রুবল। সাতটা পঁয়তাল্লিশ। চোখ থেকে রিমলেস গ্লাস জোড়া খুলে রুমাল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করল সে।

‘তার মানে হামলা ব্যর্থ হয়েছে,’ বলল স্যাবোটাজ চীফ বাডি রিমলার।

‘ওটা তো স্রেফ এক নম্বর ছিল,’ সাথে সাথে জবাব দিল কর্ণেল রুবল। ‘এবার দু’নম্বর হামলার ব্যবস্থা···’ এগিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর ভাঁজ খোলা সুইজারল্যাণ্ডের ম্যাপের সামনে দাঁড়াল সে। কাছের একটা টেবিলে ছোট্ট একটা ট্র্যানজিসটর রেডিও থেকে ক্ষীণ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। খবর শোনার জন্যে রেডিওটা অন করে রাখা হয়েছে। জুরিখ এয়ারপোর্ট আবার চালু হলে সাথে সাথে খবরটা পেতে চায় রুবল। কথা শেষ করে ম্যাপের ওপর একটা রিঙ আঁকল সে।

বৃত্তটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাডি রিমলার। ‘কিন্তু, কমরেড, যদি কখনো সুইজারল্যাণ্ড আক্রমণ করি আমরা তখন ওই প্ল্যানটা কাজে লাগানো হবে বলে ঠিক করা আছে!’

‘তাতে কি!’ ধমকের সুরে বলল কর্ণেল রুবল। ‘এটা কি? যুদ্ধ নয়? একটা দেশের সাথে যুদ্ধে জেতার চেয়ে তুর্গেনিভকে খতম করা অনেক বেশি জরুরী, এইটুকু বোঝার মতো মগজ তোমার মাথায় নেই নাকি? জানো, তুর্গেনিভ পালাতে পারলে রাশিয়ার কি সর্বনাশ হবে? কোনো ধারণা আছে তোমার? রেড আর্মি, সেনাবাহিনী এবং কে. জি·

বি-র সমস্ত প্ল্যান-পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে আমাদের। তুর্গেনিভকে পালাতে দেয়া মানে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সমস্ত গোপন তথ্য রেডিওতে সারা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে প্রচার করা। একান্তই যদি পালিয়ে যেতে পারে, আবার সব নতুন করে প্ল্যান-পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের। এসবের পেছনে কয়েক শো বিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে।' বাডি রিমলার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শান্ত হলো কর্ণেল রুবল। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। বাইরে তাকিয়ে দেখল, ঘন তুষারে কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারল, জুরিখ এয়ারপোর্ট খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই। জানালার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে। আনডারম্যাটে সিগন্যাল পাঠাও। দু'নম্বর। এখুনি।'

রেডিও-টেলিফোন তুলে কর্ণেল স্যাবর অপারেটরকে বললেন, 'আটলান্টিক এক্সপ্রেস, কর্ণেল মেঙ্গারের সাথে যোগাযোগ চাই।' যোগাযোগ হতে চীফকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বললেন স্যাবর।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে জবাব এলো, 'আমার পরামর্শ, আবার প্রথম থেকে শুরু করো তুমি, জুরিখ থেকে। চারশো তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট নিয়ে তোমার লোকদের প্রত্যেকটি হোটেলে পাঠাও। ওরা রেজিস্ট্রেশন বুক চেক করুক···

'সাংঘাতিক জটিল কাজ,' মন্তব্য করলেন স্যাবর। 'অথচ হাতে সময় কম···'

'এখুনি শুরু করো,' দ্রুত বললেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'যাকে পাওয়া যায় তাকেই লাগিয়ে দাও এই কাজে। রুবলকে যদি ধরার বিন্দুমাত্র চান্স থাকে, কোনোমতেই সেটা আমাদের হারানো উচিত হবে না।'

'ঠিক আছে, এখুনি আবার প্রথম থেকে শুরু করছি আমি…'

'আরেকটা কথা। সব ক'টা রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানকে রাস্তায় নামাও। আমার বিশ্বাস, এই অপারেশনটা রুবল নিজে পরিচালনা করছে। কাজেই নিশ্চয়ই সে রেডিও কমিউনিকেশন ব্যবহার করছে…'

'ধরে নিন সব ক'টা ভ্যান রাস্তায় নেমে গেছে…'

'একজোড়া ভ্যান হপ্টবাহানহফের কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা করো,' বলে চলেছেন কর্নেল মেঙ্গার। 'লুগানোয় পদ্ধতিটা কাজ দিয়েছে, জুরিখেও দিতে পারে। ভালো কথা, আনডারম্যাট থেকে রানার এজেন্ট লরার কোনো সাড়া পেয়েছ?'

'না।'

দশ মিনিট পর কর্নেল স্যাবরের নির্দেশে একটা রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান হোটেল সুইজারহফের ঠিক পাশের রাস্তায় থামল।

আনডারম্যাট।

শহরের কিনারায় পার্ক করা রেনল্টের পাশে দাঁড়িয়ে মাইকেল ফ্রে-র ফার্মহাউসের দিকে তাকিয়ে আছে সুফিয়া। আলোকিত জানালার পর্দা টেনে দিল কেউ, সাথে সাথে বুঝতে পারল সে, ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে মাইকেল। গাড়ি নিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে, কিন্তু খানিক দুর এসে আবার থামল। গাড়িটাকে আড়ালে রেখে পায়ে হেঁটে ফিরে এলো শহরের কিনারায়। গা ঢাকা দিয়ে চোখ রাখল ফার্মহাউসটার দিকে।

প্রচণ্ড শীতে হাড় পর্যন্ত জমে বরফ হবার অবস্থা হয়েছে। পরনে স্কি-জ্যাকেট আর আঁটো স্কি-প্যান্ট, গরম কাপড় পরার সময়ই পায়নি সুফিয়া। বরফের ওপর স্কি করে হোটেলের রেস্তোরাঁয় ফিরেই দেখা

হয়েছিল মাইকেলের সাথে। একটু পরই বিদায় নেয় ও। রুমে গিয়ে পোশাক পাল্টাবার সুযোগ হয়নি আর, মাইকেলকে অনুসরণ করাটা জরুরী ছিল।

রিস্টওয়াচ দেখল সুফিয়া। সাড়ে পাঁচটা। মিলান আর চিয়াসসোর মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে এখন আটলান্টিক এক্সপ্রেস। এই সময় শব্দটা পেল ও। এটার জন্যেই অপেক্ষা করছে এতোক্ষণ ধরে।

একটা হেলিকপ্টার আসছে। আওয়াজটা এখনো ক্ষীণ, তবে নিস্তব্ধ শীতের রাতে পরিষ্কার শোনা গেল। এর আগেও ঠিক এই সময়ে ফার্মহাউসের দিক থেকে 'কপ্টারটাকে আসতে দেখেছে ও। চোখে নাইট গ্লাস তুলতেই সিকর্স্কি 'কপ্টারকে দেখা গেল। উপত্যকার ওপর দিয়ে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আনডারম্যাট শহরের এক হাজার ফিট ওপর দিয়ে গটহার্ড আর বিশাল বাসারহর্ণ শৃঙ্গের দিকে চলে গেল ওটা। হিমবাহ পরিস্থিতি চেক করে ডেভোসে রিপোর্ট করতে হবে মাইকেলকে।

গাড়ি নিয়ে অন্ধকার ফার্মহাউসে চলে এলো সুফিয়া। পিছন দিকে কাঁচের একটা জানালা দেখল ও। পাশেই দরজা। দস্তানা পরা হাত দিয়ে কাঁচের ওপর আঘাত করতেই একটা গর্ত সৃষ্টি হলো। হাত গলিয়েই দরজার কী-হোলটা পেয়ে গেল ও। চাবি ঢোকানো রয়েছে কী-হোলে।

জানালার কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢোকার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে সুফিয়ার। ও চায় ফার্মহাউসে ওর উপস্থিতি মাইকেল যেন টের পায়। ভেতরে ঢুকে নির্জন ফার্মহাউসের প্রতিটি কামরা পরীক্ষা করল ও। সবচেয়ে বেশি সময় কাটাল মাইকেলের স্টাডিরুমে। কামরাটা বিরাট, পালিশ করা উড লকের মেঝেতে পারশিয়ান কার্পেট বিছানো। এক

কোণে একটা টেবিল, তাতে একটা ট্র্যান্সমিটার। এটার সাহায্যেই অ্যাভালান্‌শ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করে মাইকেল। ট্র্যান্স-মিটারের পাশে একটা ছাপা ফর্ম পড়ে রয়েছে, সেটা তুলে নিয়ে পড়ল সুফিয়া। 'বাসারহর্নে শ্লথ গতিতে বরফ জমছে। এখন পর্যন্ত কোথাও তেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দেয়নি···'

দেয়ালের সাথে তৈরি করা একটা ডেস্ক দৃষ্টি কেড়ে নিল সুফিয়ার। ফ্ল্যাপ ফেলে দিয়ে ভেতরটা পরীক্ষা করল ও। অনেকগুলো দেরাজ, তার একটাতে পাহাড়ে চড়ার কায়দা সম্পর্কে লেখা দুটো বই রয়েছে। এ-ধরনের ডেস্কে সাধারণত কাগজ-পত্রের স্তূপ থাকে, কিন্তু এটা একে-বারে পরিষ্কার। খুপরীগুলোয় হাত ভরে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখল সুফিয়া। কিলবিল করল আঙ্গুলগুলো, খোঁচা দিল, টিপল, চাপ দিল। হঠাৎ তর্জনীর সাথে কিসের যেন স্পর্শ অনুভব করল ও, জিনি-সটা সরে গেল একটু। সাথে সাথে মৃদু যান্ত্রিক শব্দ ঢুকল কানে। একই সাথে গোটা খুপরীর কাঠামোটা বেরিয়ে এলো বাইরে। উঁকি দিয়ে গর্তের ভেতর তাকাল সুফিয়া। আরেকটা ট্র্যান্সমিটার দেখতে পেল ও।

এটা বোধহয় একটা স্পেয়ার, অনুমান করল সুফিয়া, প্রথমটা যদি কোনো কারণে অচল হয়ে যায় তখন কাজে লাগবে মনে করে রাখা হয়েছে। প্রথমটার চেয়ে এটার মডেল অনেক বেশি আধুনিক। সম্ভবত চুরি যাওয়ার ভয়েই এভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খুপরীটা গর্তের মুখে বসিয়ে ঠেলে দিল সুফিয়া, আগের জায়গায় ফিরে গেল সেটা।

পুরো ষাট সেকেণ্ড ডেস্কের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সুফিয়া। ফ্ল্যাপটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে ও। এরপর আশ্চর্য একটা কাজ করল ও। কান থেকে মুক্তোখচিত একটা ইয়াররিঙ খুলে

হাতে নিল, তারপর ফাঁকা একটা জায়গা বেছে সেটা ফেলে রাখল কার্পেটের ওপর, ঘরে ঢুকলে যাতে চোখে পড়ে মাইকেলের।

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল সুফিয়া। সোজা ফিরে এলো আনডারম্যাটে, নিজের হোটেলে। বেডরুমে ঢুকে জুয়েলারীর ছোট্ট বাক্সটা খুলল ও। একটা ব্রেসলেট আর ইমিটিশন পার্ল লাগানো একটা নেকলেস বের করে হ্যাণ্ডব্যাগে ভরল। অপর কানের ইয়ার-রিঙটাও ভরল ব্যাগে। তারপর ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। গাড়ি নিয়ে খানিকদুর এসে নির্জন একটা রাস্তায় থামল ও। নিচে নেমে ড্রেনের ওপর থেকে জুতোর ডগা দিয়ে বরফ সরাল। বরফ সরে যেতে লোহার জাল দেখা গেল ড্রেনের ওপর। জালের ফাঁক দিয়ে জুয়েলারীগুলো ফেলে দিল সুফিয়া।

যা ঘটবে বলে আশা করেছিল সুফিয়া, ঠিক তাই ঘটল। এক ঘণ্টা পর ফার্মহাউসে ফিরে হিমবাহ সম্পর্কে সর্বশেষ রিপোর্ট লিখতে বসেছে মাইকেল ফ্রে, এই সময় তার একজন সহকারী এসে খবর দিল, পিছ-নের জানালা ভেঙে ফার্মহাউসে ঢুকেছিল কেউ। সতর্ক এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল মাইকেল। ভাঙা জানালাটা দেখার জন্যে কামরা থেকে বেরুতে যাবে, এই সময় তার চোখ পড়ল কার্পেটের ওপর। সুফিয়ার ইয়াররিঙটা দেখা মাত্র চিনতে পারল মাইকেল ফ্রে। চেহারায় অদ্ভুত একটা আক্রোশ ফুটে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে হাসল সে। বলল 'ওর দিন ঘনিয়েছে।'

# চার

এই গিরিখাদের বুঝি কোনো তুলনা হয় না। যেমন বিশাল এর পরিধি তেমনি ভয়াবহ এর প্রকৃতি। বিস্ময়কর এই গিরিখাদের সামনে দাঁড়ালে কাঁটা দেয় গায়ে। এর ওপর দিয়েই চলে গেছে আরেক আশ্চর্য বস্তু—নর্থ-সাউথ রেললাইন। এই রেলপথই নরডিক ইউরোপের সাথে মেডিটেরেনিয়ান দক্ষিণের সংযোগ ঘটিয়েছে। ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠে গেছে লাইনটা। এবং এই উত্থানের যেন শেষ নেই। খানিক পর পরই তিনশো ষাট ডিগ্রী বাঁক. আঁকাবাঁকা টানেলের ভেতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ট্রেন বোঝার কোনো উপায় নেই আরোহীদের। পথে পড়ে অসংখ্য তলহীন পাহাড়ী নদী, হিম-সেতু, তুষার-ফাঁদ আর খাদ। এবং দু'পাশে সেঁটে আছে আলপাইনের বিশাল সব শৃঙ্গ।

গ্রীষ্মকালে গিরিখাদটাকে রোমহর্ষক বলে মনে হয়, কিন্তু শীতকালে রীতিমতো বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে সেটা। প্রায়-খাড়া পাহাড়ের অনেক উঁচু ঢালে লক্ষ লক্ষ টন তুষার ঝুলে থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটু টোকা লাগার অপেক্ষা মাত্র, সাথে সাথে ধ্বস নামবে।

স্ট্র্যাটেজিক টানেলের শেষ মাথায় ছোট্ট শহর এয়ারোলো। আলপাইন রেঞ্জ. অর্থাৎ আনডারম্যাটের নিচে দিয়ে চলে গেছে টানেলটা। রেললাইনের অনেক ওপরে সারি সারি বিশাল ঝুল পাথর। পাথরের ওপরে জমাট বেঁধে আছে টন টন তুষার। তুষারের চাপে যদি একটা পাথর খসে পড়ে, আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে দেবার

জন্যে সেটা যথেষ্ট হবে। খানিক দুর পর পর লাইনের পাশে ইস্পাতের প্রকাণ্ড স্নো ব্যারিয়ার আছে। হিমবাহ আর তুষার-ধ্বসের দেশ এটা।

গটহার্ডের কথা ভেবে রানাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মনে মনে। ওই একই উদ্বেগের শিকার হয়ে লুগানো থেকে প্লেনে করে বেলিনজোনায় এসে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়েছেন কর্ণেল মেঙ্গার।

এই মুহূর্তে জন মিচেলের ছদ্মবেশ নিয়ে অস্থিরভাবে ট্রেনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা। সামনে পড়ে আছে ফাঁকা করিডোর, শুধু প্যাসেঞ্জার রেইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফিট দু'ইঞ্চি স্প্যানিয়ার্ড, জর্জ স্যাণ্ডো। নিত্যসঙ্গী টোব্যাকো পাইপটা তার মুখের কোণ থেকে ঝুলছে। লোকটার পাশেই দাঁড়াল রানা। হাতের ছড়িটা ঝুলিয়ে রাখল রেইলে।

'দেখে মনে হচ্ছে, আমার মতো আপনিও এই ভ্রমণে অস্বস্তি বোধ করছেন,' হালকা সুরে বলল রানা। 'যাই বলুন, সামনে কিন্তু আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। টানেলের ভেতর দিয়ে যখন যাবো .' শিউরে ওঠার ভান করল ও।

তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে তাকাল স্যাণ্ডো। তার কালো মণি দুটো দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল আবার। মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'একে তো লম্বা ট্রেন জার্নি, তার ওপর রাত, একটু ভয় ভয় তো করবেই।' একটু থেমে নিভে যাওয়া পাইপে ঘন ঘন টান দিল সে। 'তাছাড়া, লুগানোয় ওই রহস্যময় ঘটনাটা ঘটার পর আরোহীরা আতংকিত হয়ে উঠেছে। কে জানে কি ঘটতে যাচ্ছে! একজন সুইস ইন্সপেক্টর আমাকে বলল, ব্যাপারটা কিছুই নয়, স্রেফ একটা সামরিক মহড়া মাত্র। আপনি বিশ্বাস করেন?'

'আমার ধারণা, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে ওখানে,' বলল রানা।

'মেশিনগানের আওয়াজ ছিল ওটা, চিনতে ভুল করিনি।'

'এদিকে, এখন আবার গটহার্ডের ভেতর ঢুকছি আমরা,' বলল স্যাণ্ডো। 'ভয়ংকর একটা জায়গা, তাই না?'

'কোনো সন্দেহ নেই। সত্যি, রাতের ট্রেনে কি ঘটে না ঘটে কিছুই বলা যায় না। এতোগুলো লোক, কেউ কাউকে চিনি না, একসাথে এতোগুলো ঘন্টা কাটানো—গোটা ব্যাপারটাই আমার পছন্দ নয়। অথচ সেই আমস্টারডাম পর্যন্ত যেতে হবে আমাকে। আপনাকে?'

'সেই আমস্টারডাম পর্যন্তই,' বিলম্বিত লয়ে বলল স্যাণ্ডো। 'যাই হোক, সাবধানে থাকবেন। বিপদের রাত বড় দীর্ঘ হয়।'

ধীরে ধীরে উত্তেজনা বাড়ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের ভেতর। ভয়ঙ্কর গিরিখাদের দিকে ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে ট্রেন। ডাইনিং কারে দ্বিতীয় দফা ডিনার পরিবেশন শুরু হয়েছে। খাবারের প্রতি প্রায় সব আরোহীরই একটা অস্বাভাবিক অনীহা লক্ষ্য করা গেল, বেশি করে মদ জাতীয় পানীয় খেয়েই পেট ভরাল তারা। বেশিরভাগ আরোহীর এতোক্ষণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, কিন্তু ঠিক তার উল্টো ঘটছে। আরোহীরা খোলা জানালার সামনে বসে চাঁদের আলো মাখা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। লুগানোর ঘটনাটা সবার মনেই একটা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, আবার কিছু একটা ঘটবে আশংকা করে ঘুমাতে পারছে না তারা।

পিছনের ওয়াগন-লিটের আরোহীদেরকে ডাইনিং কার থেকে খাবার পরিবেশন করা হলো না, ওদের খাবার এলো অন্য একটা কমপার্টমেন্ট থেকে। ট্রেন মিলানে থাকতেই কর্ণেল ও'হারা এটাকে কিচেনে রূপান্তরিত করেন। তাঁর সিকিউরিটি বিভাগের লোকজনই রান্নাবান্নার

দায়িত্ব পালন করছে।

'কেন,' জানতে চাইলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'আমাদের খাবার ডাইনিং কার থেকে আসছে না কেন?' রূপার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। কাটলেটের সাথে কচমচ করে কাঁচা মরিচ চিবাচ্ছে সে।

কোনোরকম ইতস্ততঃ না করে উত্তর দিলেন অ্যাডমিরাল, 'কারণ, কে. জি. বি-র একটা অস্ত্র হলো বিষ।'

খাওয়াদাওয়া চলছে, এই সময় একটা বিতর্কিত প্রসঙ্গ তুললেন কর্ণেল মেঙ্গার। সরাসরি জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জেনারেল, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, সুইজারল্যাণ্ডে কাজ করছে এমন সব কে.জি. বি এজেন্টদের একটা তালিকা দিন আমাকে— এখুনি।' অনুরোধটা এর আগেও একবার করেছেন তিনি।

আগের মতোই শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় জেনারেল তুর্গেনিভ বললেন, 'শিফলে পৌঁছে যখন প্লেনে চড়ব, যখন প্লেনটা আটলান্টিকের ত্রিশ হাজার ফিট ওপরে উঠে যাবে, তখন দরকারী সমস্ত তথ্য পাবেন আপনারা.

'কিন্তু তালিকাটা এখনই আমার দরকার!' আবেদনের সুরে বললেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই...'

'দুঃখিত। আমি নিয়ম মেনে চলতে চাই। প্রচুর তথ্য জানা আছে আমার, আমেরিকায় পৌঁছুবার জন্যে ওগুলো আমার পাসপোর্ট হিসেবে কাজ করবে। এর আগেও যে-সব কে. জি. বি এজেন্ট দলত্যাগ করেছে তারা আমেরিকার মাটিতে পা দেয়ার আগে মুখ খোলেনি...'

'খামোকা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' নাক গলালেন অ্যাডমিরাল। 'তথ্যগুলো এখুনি প্রয়োজন, সত্যি কিন্তু জেনারেলের কথার মধ্যেও যুক্তি আছে। ওটাই নিয়ম।'

চেহারাটা গম্ভীর করে বসে থাকলেন কর্ণেল। জেনারেলকে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এই সময় কথা বলে উঠল রূপা। 'কর্ণেল, প্লীজ, অন্ততঃ খাওয়ার পাটটা আগে চুকুক, তারপর যতো খুশি কথা বলবেন আপনারা। দেখছেন না, জেনারেলের প্লেট একেবারে ভরাই রয়েছে ?'

'দুঃখিত,' মৃদু গলায় বললেন কর্ণেল মেঙ্গার।

ওদের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় নক হলো দরজায়। হাতে পিস্তল নিয়ে দরজা খুলে দিল রূপা। ভেতরে উঁকি দিয়ে বেন নেলসন বলল, 'কর্ণেল মেঙ্গারের রেডিও-টেলিফোন।'

বেনকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্ণেল। কাউকে কিছু না বলে তাঁর পিছু নিল রূপা। ওর ধারণা, রানার মেসেজের উত্তর এসেছে রেডিও-টেলিফোনে। রেডিও অপারেটর ডেডরিক সম্পর্কে তথ্য আছে ওতে, কাজেই তাকে ওটা দেখতে দেয়া যাবে না। তাছাড়া, কর্ণেল মেঙ্গার এখন অ্যাডমিরালের কাছ থেকে রানার 'মৃত্যু' সম্পর্কে জেনেছেন, উত্তরটা তিনি সরাসরি অ্যাডমিরালকেই জানাতে চাইবেন। কিন্তু অ্যাডমিরালকে জানাবার আগে রূপা সেটা রানার কাছে পৌঁছে দিতে চায়। কর্ণেলের পিছু পিছু কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্টে পৌঁছুল ও। এইমাত্র খেয়ে উঠল ডেডরিক। ফোনের রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করলেন কর্ণেল। একবারও তিনি ডেডরিকের দিকে তাকালেন না। কয়েকবার শুধু 'হ্যাঁ' বললেন, তারপর একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি শিওর ?' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রূপার একটা হাত ধরলেন তিনি, ডেডরিকের দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। কমপার্টমেন্টের ভেতর থেকে ডেডরিক দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তার-

পর বললেন, 'এর রহস্য আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, রূপা,' চেহারা এবং গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। 'অ্যাডমিরাল বলছেন, রানা মিলানে মারা গেছে—অথচ রানার সই করা যে মেসেজ-টা আমি পেয়েছি সেটা বেলিনজোনা থেকে পাঠানো হয়েছে। রানার মেসেজে অনুরোধ করা হয়েছিল, উত্তরটা তোমাকে জানাতে হবে। এখন ফোন করেছিল আমার সহকারী কর্ণেল স্যাবর, জুরিখ থেকে। উত্তরটা ও পেয়েছে জার্মান বি. এন. ডি-র চীফ ওয়ালথার ফিচারের কাছ থেকে, তিনি এখন বাজ্‌ল-এ অপেক্ষা করছেন আটলান্টিক এক্সপ্রেসের সিকিউরিটির দায়িত্ব নেবার জন্যে। তিনি জানিয়েছেন, ডেডরিককে নিষ্পাপ শিশু হিসেবে জ্ঞান করা যেতে পারে। ওর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিজের প্রাণ বাজি রাখতেও রাজি আছেন তিনি।'

'অ্যাডমিরাল বা আর কাউকে কিছু বলবেন না,...পরে আপনার সাথে কথা বলব আমি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন কর্ণেল। 'জো হুকুম! কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি

'কি ?

'রানা যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে, দেয়ালে ঠুকে অ্যাডমিরালের মাথাটা আমি ভেঙে ফেলব!'

অর্থপূর্ণ একটা হাসি উপহার দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রূপা।

বেন নেলসন খেতে গেছে, তার জায়গায় ওয়াগন-লিটের সামনের দিকে পাহারায় রয়েছে অ্যান্থনি পল। রূপাকে এগিয়ে আসতে দেখে একটা চোখ টিপলো সে। চেহারাটা নির্লিপ্তই থেকে গেল রূপার, কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ব্যঙ্গের একটু হাসি ফুটল পলের ঠোঁটে, কিন্তু সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে কোনো কথা বলল না সে। দরজাটা

খুলে দিতে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রূপা।

জন মিচেল ওরফে রানার স্লিপারে নক করল ও। স্লিপারের ভেতর, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। মোজার ভেতর ছুরিটা ঠিকমতো আছে কিনা দেখে নিল একবার। তারপর দরজা খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রূপা। ডেডরিক সন্দেহের ঊর্ধ্বে, কথাটা শুনে আশ্বস্ত হলো রানা। লালচে উইগ, বাই-ফোকাল ইত্যাদি এখনো পরে রয়েছে ও। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, এসব লক্ষ্য করে একটা অস্থিরতা অনুভব করল রূপা।

'কিছু খেয়েছ?'

'কফি আর স্যাণ্ডউইচ এনেছিলাম, তাই দিয়ে খিদে মারছি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তোমাদের খবর কি, বলো।'

'সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে আছে,' বলল রূপা। 'কর্ণেল মেঙ্গার জেনারেলের কাছ থেকে রাশান এজেন্টদের একটা তালিকা চেয়েছিলেন, কিন্তু জেনারেল তাঁকে নিরাশ করেছেন। শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতা করেন অ্যাডমিরাল।'

'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি?' সিগারেট ধরাল রানা।

'হ্যাঁ, পড়েছে। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু উদ্বেগ বা উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও দেখছি না অ্যান্থনি পলের মধ্যে। হাসিখুশি, সদা প্রফুল্ল। আরেকটা ব্যাপার।'

'কি?'

'কিছুই ঘটছে না,' বলল রূপা। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়? অপেক্ষার মুহূর্তগুলো সবাইকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এবং সবাই অনুভব করছে, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে, ঘনিয়ে আসছে সময়। তারপর, গটহার্ডকে নিয়ে সবাই আতংকিত।'

'আমিও।'

আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার পর্দা সরাল রানা। ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। দূরের এয়ারোলোয় পৌঁছুবার জন্যে অসংখ্য কঠিন বাঁকের মাত্র কয়েকটা পেরিয়ে এসেছে ট্রেন। এর আগে শেষবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে পাহাড়গুলোকে এতো কাছে দেখেনি রানা। যতোই সামনে এগোচ্ছে ট্রেন, লাইনের দিকে সেঁটে আসছে ওগুলো। চাঁদের আলো মাখা বিশাল শৃঙ্গগুলোকে দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকা করে ওপরে তাকাতে হলো রানাকে। গভীর একটা নালার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা একটা বরফের শাখা, রাতের অন্ধকারে নিঃসাড় ঝুলে আছে সেটা কোনো অবলম্বন ছাড়াই। ওটা একটা জলপ্রপাত, মাঝপথে জমাট বেঁধে গেছে। গভীর একটা খাদের ওপর চলে এলো ট্রেন, চাকার শব্দ বদলে গেল সাথে সাথে। ব্রিজটা এতোই সরু যে চেষ্টা করেও কাঠামোটা দেখতে পেল না রানা। মনে হলো খাদের ওপর শূন্যে ঝুলছে ট্রেন। পর্দা টেনে দিয়ে আলো জ্বালল ও। 'আবহাওয়ার কোনো খবর এসেছে?' জানতে চাইল। 'উত্তর গটহার্ডের আবহাওয়ার কথা ভাবছি···'

'কর্ণেল তো বললেন, ভয়ংকর। শুধু যে তুষার পড়ছে তাই নয়, সেই সাথে জোরালো ঝড়ও বইছে। শুধু এয়ারোলো আর চিয়াসসোর মাঝখানে এই জায়গায় তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে। তাও নাকি সাময়িকভাবে, যে-কোনো মুহূর্তে আবার শুরু হয়ে যেতে পারে।' একটু থেমে আবার মুখ খুলল রূপা। 'সত্যি কথাটা তাহলে বলেই ফেলি তোমাকে। প্রচণ্ড দমকা বাতাস আশংকা করা হচ্ছে।'

'ট্রেনের গায়ে মাঝে মধ্যেই গুঁতো মারছে, টের পাচ্ছ না? তার মানে শুরু হয়ে গেছে।'

বাই-ফোকালটা চোখ থেকে নামাল রানা। তারপর মাথা থেকে খুলে ফেলল পরচুলাটা।

'কি ব্যাপার? সব খুলে ফেলছ যে?'

'স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার সময় হয়েছে, তাই,' মুচকি হেসে বলল রানা। পরমুহূর্তে চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'তোমার কথা শুনে মনে হলো, ওয়াগন-লিটের ভেতর ওঁরা সবাই নার্ভাস বোধ করছেন।'

'শুধু এই জন্যে জন মিচেলের ছদ্মবেশ ত্যাগ করছ তুমি?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রূপা। 'উঁহু। আসলে কিছু একটা ঘটবে বলে আশংকা করছ, তাই না?' একটু থেমে কি যেন ভাবল ও, তারপর হেসে উঠল। 'বলতে পারো তোমাকে দেখে অ্যাডমিরালের প্রতিক্রিয়াটা কি হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কোনো মন্তব্য করল না।

'প্রথমে বোধহয় হতভম্ব হয়ে যাবেন তিনি, তারপর আনন্দে ধেই ধেই করে...'

'দূর। ভদ্রলোককে তুমি চিনতেই পারোনি,' বলল রানা। 'আমাকে দেখেই রাগে ফেটে পড়বেন অ্যাডমিরাল।'

'সে-কি! কেন? তুমি বেঁচে আছো বলে?'

'না। মস্ত একটা ধোকা দিয়েছি বলে,' বলল রানা। 'তবে, বলা যায় না, তিনি হয়ত আগেই সন্দেহ করে বসে আছেন যে আসলে আমি মরিনি...' রূপার একটা হাত ধরল ও। 'লক্ষ্মী মেয়ের মতো ফিরে যাও ওয়াগন-লিটে। খবরদার, আমার কথা কাউকে কিছু বলো না।'

'জো হুকুম জাঁহাপনা!'

রূপা বেরিয়ে যাবার পর এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর দরজা খুলে উঁকি দিল করিডোরে। কেউ নেই। বেরিয়ে এসে পিছনের

ওয়াগন-লিটের দিকে ধীর পায়ে এগোল ও। আরেকটা বাঁক নিতে শুরু করেছে ট্রেন, কোচটা এদিক ওদিক দুলছে। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে একটা পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল ও। গটহার্ড গিরিখাদের বরফ মোড়া বিশাল দেয়াল ঝুলছে সামনে। দেয়ালের গায়ে গাঢ় ছায়ার ভেতর চওড়া সাদা পর্দার মতো স্থির হয়ে রয়েছে জমাট বেঁধে যাওয়া জল-প্রপাত। চাঁদের আলোয় মোহনীয় একটা দৃশ্য। কিন্তু এর ভেতরই ওত্ পেতে আছে ভয়ংকর বিপদ। পিছনের ওয়াগন-লিটের তালা দেয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। তারপর নক্ করল।

ডান হাতে ল্যুগার পিস্তল নিয়ে দরজা খুলে দিল পল। রানাকে দেখে তার ফর্সা মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে, ধীরে ধীরে পিস্তলটা রেখে দিল হোলস্টারে। তার বুকের ওপর একটা হাত রাখল রানা, আস্তে করে ঠেলা দিয়ে টয়লেটের দরজার সাথে চেপে ধরল তাকে।

ঢুকতে দেবে না বুঝি?' মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা।

'আমি ভেবেছিলাম এখনো তুমি মিলানে আছো...'

'আমি চেয়েওছিলাম তাই,' বলল রানা, 'সবাই যেন ভাবে আমি আটলান্টিক এক্সপ্রেসে নেই। এরপর আবার কোথায় উদয় হব, সহজে তা কাউকে জানতে দিই না আমি, সেজন্যেই আজও বেঁচে আছি। কেউ নেই যখন, এসো, একটু গল্প করি তোমার সাথে

টয়লেটের দরজা আর কোচের শেষ প্রান্তের মাঝখানে সামান্য একটু পরিসর, করিডোর থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

'কিন্তু কেন, রানা?' প্রতিবাদের সুরে বলল পল। 'মিলান ছাড়ার পর থেকে তোমাকে নিয়ে আলোচনার ঢেউ...'

'এর প্রয়োজন ছিল, ভাই,' বলল রানা। 'প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে,

কাজেই আবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছি আমি। শোনো, জরুরী একটা কাজ সারতে হবে আমাদের। এই কোচে আমাদের সাথে একজন বেঈ-মান আছে। কে. জি. বি. বা জি. আর. ইউ-এর এজেন্ট।'

'আমাদের সাথে?' স্তম্ভিত হয়ে রানার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল পল। 'এই কোচে? কি বলছ তুমি, রানা! অসম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না! তোমার কি মাথা খারাপ হলো? বুঝেছি, ঠাট্টা করছ আমার সাথে।' হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল পলের। 'উঁহুঁ, এ-ধরনের একটা বিষয় নিয়ে তুমি ঠাট্টা করতে পারো না। কে, রানা? কোন্ শালা?'

'সে একজন পুরুষ, কই, সে কথা বলেছি বলে তো মনে পড়ে না আমার...'

দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল পলের, পরমুহূর্তে দ্বিতীয় বারের মতো বিস্ময়ের একটা ঝিলিক খেলে গেল চোখে। 'তা কি করে হয়! না, অসম্ভব! রূপাকে তুমি সন্দেহ করতে পারো না! যতো দুর জানি, তোমার সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছে ও ...'

'এবং ওকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি,' বলল রানা। 'মজাটাই তো ওখানে। এর আগেও তো ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে, তাই না? যাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করো, দেখা যায় সেই ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। কে. জি. বি-র এটা একটা বৈশিষ্ট্যও বটে, কোনো সংগঠনের ভেতরের লোককে নিজেদের এজেন্ট হিসেবে বেছে নেয়। ওদের সাফল্যের পিছনে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এসব তো তোমারও জানা আছে, তাই না?'

'রূপা? মাই গড! প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম, বিলিভ মি! অ্যাডমিরাল শুনলে মূর্ছা যাবেন, বাজি ধরে বলতে পারি।' ভুরু কুঁচকে উঠল

পলের। 'সত্যি তোমার কাছে সলিড প্রমাণ আছে? কাউকেই বিশ্বাস করো না, এই রকম একটা সুনাম-বদনাম যাই বলো, আছে তোমার...'

'প্রমাণ না থাকলে তোমার সাথে আলাপ করছি?' বলল রানা। মাত্র অর্ধেকটা শেষ হয়েছে হাতের সিগারেট, সেটা ফেলে দিয়ে প্রায় সাথে সাথে আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। দীর্ঘ, খাড়া একটা বাঁক নিচ্ছে ট্রেন, কোচটা এদিক ওদিক দুলতে শুরু করল।

'রূপাকে নিয়ে কি করবে তাহলে এখন?' জানতে চাইল পল।

'কি করব! কিছুই করার নেই।'

'কিন্তু এই যে বললে তোমার হাতে প্রমাণ আছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল পল।

'তা বলেছি, ঠিক,' অত্যন্ত ধীর স্থির ভঙ্গিতে সায় দিল রানা। 'কিন্তু একবারও কি বলেছি যে রূপাই সেই এজেন্ট? আমি নই, তোমার মুখ থেকেই প্রথম বেরিয়েছে রূপার নাম। রাশান মিলিটারী ইন্টে-লিজেন্স অর্থাৎ জি. আর. ইউ. এই ট্রেনে একজন লোক রেখেছে..'

'জি. আর. ইউ?'

'ঠিক তাই। সে লোক কে. জি. বি-র হতে পারে না, কারণ জেনা-রেল তুর্গেনিভ তাকে দেখামাত্র চিনে ফেলবেন। তার মানে সে নিশ্চয়ই কর্ণেল রুবলের লোক। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল আমার ডেভরিকের ওপর, কেননা কমিউনিকেশন সিস্টেমটা তার হাতে রয়েছে...'

'ছিল?'

'হ্যাঁ। মাত্র কয়েক মিনিট আগে তার ওপর থেকে আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। কর্ণেল মেঙ্গার রূপার হাত দিয়ে আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। বেঈমানের অস্তিত্বটা টের পাই কখন জানো?' শান্তভাবে বলে চলেছে রানা।' 'ভিরায় মেশিনগানের আও-

য়াজ শুনলাম, এবং লক্ষ্য করলাম পিছনের ওয়াগন-লিটটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল বুলেটের আঘাতে। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? পিছনের ওয়াগন-লিট। দ্বিতীয় ওয়াগন-লিট নয়, অথচ মিলানে ওটাতেই উঠেছিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ আর রূপা। তার মানে ওরা জানতো জেনারেল পিছনের ওয়াগন-লিটে আছেন।'

চিন্তিত দেখাল পলকে। টয়লেটের দরজায় হেলান দিল সে। 'বুঝলাম, তোমার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। এখন বলো, কে সেই লোক?'

'তুমি।'

'আরে! পাগল হলে নাকি!'

'কারণ তুমি একজন মার্কস্‌ম্যান,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'তাহলে তোমাকে আমি মিলান স্টেশনে খুন করি নি কেন?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'পারতে না। এবং তা তুমিও ভালো করে জানো। মিথ্যে নাটকের ওই দৃশ্যটায় কর্নেল ও'হারাও একটা ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, সে-কথা জানতে তুমি। আটলান্টিক এক্সপ্রেসে ওঠার ইচ্ছে ছিল তোমার। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি,' বলে চলেছে রানা, 'আমাকে খুন করার জন্যে গুলি করে পালাবার চেষ্টা করলে তিন পা পেরিয়ে চার পা আর ফেলতে হতো না, তার আগেই স্নাইপারদের গুলিতে ফুটো হয়ে যেত তোমার খুলি। কর্নেল ও'হারার ছ'জন দক্ষ স্নাইপার সারাক্ষণ তোমার ওপর নজর রেখেছিল, যতোক্ষণ হলে ছিলে তুমি।'

'তুমি একটা বোকা শিয়াল!' হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল পল। 'তোমার সম্পর্কে তাহলে ভুল শুনিনি! সবাইকে সন্দেহ করাই তোমার সবচেয়ে বড় রোগ। আমি যদি রাশান এজেন্টই হবো,

এখনো তাহলে জেনারেল তুর্গেনিভকে গুলি করিনি কেন? বলো।'

'এর উত্তর আরো সহজ,' বলল রানা। 'কোনো সুযোগই পাও নি তুমি, গুলি করবে কিভাবে। যখনই ওই কমপার্টমেন্টের দরজা একটু ফাঁক হয়, কারো না কারো পিস্তল তোমার দিকে তাক করা রয়েছে দেখতে পাও তুমি। এবং তুমি একজন প্রফেশন্যাল লোক, পল—খুব ভালো করেই জানো যে ওদের কাউকে গুলি করলে তার ট্রিগার পেঁচানো আঙ্গুলের রিফ্লেক্স তোমার প্রাণ কেড়ে নেবে। ট্রেনে ওঠার আগেই জেনারেল তুর্গেনিভকে রক্ষা করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করেছিলাম আমি, পল।'

'সন্দেহ আর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রাজ্যের প্রলাপ বকছ তুমি,' তীব্র স্বরে প্রতিবাদ জানাল পল। 'বলছ, প্রমাণ আছে। দেখাও তোমার প্রমাণ, ইউ বাস্টার্ড!'

'ভিরা,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'ওখানে ঠিক কি ঘটেছে তা আমি রূপার মুখ থেকে শুনেছি। ল্যুগার তাক করে স্থির ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় মাত্র বিশমাইল গতিতে ছুটন্ত পঞ্চাশ ফিট দূরের একটা জীপের তিনজন আরোহীর একজনকেও আহত করতে পারো নি তুমি। তাও একটা নয়, তিনটে গুলি করেছ। প্রত্যেকটা ব্যর্থ হয়।'

'কিন্তু ওটা মুভিং টার্গেট ছিল···

'মাত্র পঞ্চাশ ফিট দুরে। তিন জন লোক একসাথে ছিল। ওদের জন্যে আগে থেকে অপেক্ষা করছিলে তুমি। তবু লাগাতে না পারাটা অবিশ্বাস্য নয়? আসলে নিজের লোকদের আহত করতে চাওনি।'

আবার হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল পল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাকে বোঝানো আমার কম্ম নয়। সিগারেট ···' হঠাৎ পকেটে হাত ভরে ল্যুগারটা বের করে আনল।

সিগারেটের আগুনটা পলের কব্জির ওপর চেপে ধরল রানা। শিউরে উঠে ল্যুগার ছেড়ে দিল পল, কিন্তু একই সাথে রানার গলার পাশে প্রচণ্ড একটা রদ্দা মারল সে। চোখে সর্ষে ফুল দেখল রানা, মনে পড়ে গেল ডান হাতের মতোই সমান চলে পলের বাঁ হাত। টলছে ও, এই সময় দুই উরুর সংযোগস্থল লক্ষ্য করে ভাঁজ করা হাঁটু চালাল পল। আঘাতটা আসছে দেখে আগেই তৈরি হতে পারল রানা, সময় মতো ঘুরে গিয়ে পায়ের পাশে খেল ধাক্কাটা। পলের তলপেট লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল ও, কিন্তু পলও ঘুরে গিয়ে ঘুসিটা নিল কোমরের পাশে।

কোচ আর টয়লেটের মাঝখানে জায়গাটা ছোট, তার ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথম ঘুসিটা খেয়ে এখনো চোখে ঝাপসা দেখছে রানা, এবং যতোটা ভেবেছিল ও তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী পল। ডান বাঁ দু'হাত দিয়ে দমাদম কয়েকটা ঘুসি চালাল পল, তলপেট খামচে ধরে পিছনে বাঁকা হয়ে গেল রানা। সুযোগটার পুরো সদ্ব্যবহার করল পল। দড়াম করে ঘুসি মারল রানার চিবুকে। একই সাথে দরজার হাতল ধরে চাপ দিল সে, খুলে গেল সেটা। রাতের অন্ধকারে পড়ে গেল রানা, কিন্তু পড়ে যাবার সময় ওর বাঁ হাতটা উঠে এলো ওপর দিকে, আঙ্গুল বাঁকা করে দরজার ওপরের কিনারাটা ধরে ফেলল।

দরজাটা দুলছে। তার সাথে শূন্যে দুলছে রানা। দরজার কবাট ধরা হাতটাই শুধু পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে ওকে।

আরেকটা ধনুকের মতো বাঁকা ব্রিজের ওপর উঠে এলো আটলান্টিক এক্সপ্রেস। নিচের দিকে চোখ পড়তে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। খিক্ খিক্ করে চাপা গলায় হেসে উঠল পল। দরজাটা ট্রেনের গায়ে বাড়ি খেলে কবাটের কিনারা ধরা রানার আঙ্গুলগুলো থেঁতলে যাবে। কিংবা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলেও একই অবস্থা হবে আঙ্গুল-

গুলোর। কিন্তু ট্রেনটা ব্রিজের ওপর দুলছে বলে তার সাথে দুলছে দরজার কবাটটাও, এদিক ওদিক কোনো দিকেই শেষ সীমা পর্যন্ত যাচ্ছে না। নিচে গভীর খাদ, চাঁদের আলোয় ধবধব করছে কঠিন সাদা বরফ।

আরেক দফা দোলা খেয়ে ট্রেনের দিকে এগোল কবাট। মেঝে থেকে ল্যুগারটা তুলে নিয়েছে পল, দরজার মুখে অপেক্ষা করছে। রানা-কে গুলি করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। গুলির আওয়াজ কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। গুলি করার কোনো দরকার নেই, এমনিতেই গায়েব হয়ে যাবে রানা। একা একা কাজ করে বলে খ্যাতি আছে রানার, কাজেই হঠাৎ আবার অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউই তেমন আশ্চর্য হবে না। শান্তভাবে অপেক্ষা করার সময় চিন্তাগুলো দ্রুত খেলে গেল পলের মাথায়। ছোট্ট একটা কাজ শুধু বাকি তার। নাগালের মধ্যে এলেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে কবাট ধরা রানার আঙুলের হাড়গুলো গুঁড়ো করে দেয়া। আঙুলগুলো শুধু কবাট থেকে খসাতে পারলেই হয়, তারপরই ঝপ্! গুডবাই রানা!

দরজার কবাট ধীরে ধীরে এগোল পলের দিকে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে রানা, কবাটের কিনারা থেকে পিছলে নেমে আসতে চাইছে আঙুল-গুলো। প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মেরেছিল পল ওর চিবুকে, কেটে গেছে, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে সেখান দিয়ে, মুখের ভেতর রক্তের উষ্ণ লোনা স্বাদ গলার কাছে বমির ভাব এনে দিচ্ছে। অসহায় ভাবে ডান হাতটা সামনে বাড়াল রানা, শূন্যে হাতড়ে কিছুই ধরতে পারল না। ঝপ করে শরীরের পাশে পড়ে গেল সেটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে শরীরটা প্রায় কুণ্ড-লী পাকিয়ে গেল শূন্যে। আহত পশুর মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো ওর গলার ভেতর থেকে। গভীর মনোযোগের সাথে সব দেখছে

পল। মুখের চেহারায় উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই। এখন সে আর হাসছেও না। নির্বিকার, ভাবলেশহীন। ট্রেনের দিকে আরো সরে এলো দরজার কবাট, ধীরে ধীরে ল্যুগার ধরা হাতটা তুলল পল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কবাটের মাথা ধরা রানার আঙ্গুলগুলোর দিকে। আঙ্গুলের ডগায় এক বিন্দু রক্ত নেই, জমে প্রায় বরফ হয়ে এসেছে ওগুলো। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে দ্রুত এগিয়ে এলো দরজার কবাট। ল্যুগার দিয়ে রানার আঙ্গুলে বাড়ি মারল পল। কিন্তু বাড়িটা পৌঁছুল না। পলের পেটের ভেতর ঘ্যাঁচ করে ছুরির ছ'ইঞ্চি ব্লেড ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা। হাঁটু ভাঁজ করে মোজার ভেতর থেকে আগেই বের করে নিয়েছিল ওটা।

আরেকটা ঝাঁকি খেল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল পল। দরজা টপকে পড়ে গেল সে। গার্ড-রেইলে লেগে পিছলে গেল শরীরটা, ঘুরপাক খেতে খেতে দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে খাদের তলায়। কঠিন বরফের ওপর মাথা দিয়ে পড়ল সে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল রানা। তারপর আপন মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

# পাঁচ

জুরিখ।

হোটেল সুইজারহফের ঠিক পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান। ঘুম তাড়াবার জন্যে একের পর এক সিগারেট ফুঁকছে ড্রাইভার। ভ্যান নিয়ে এখানে আসার পর জেলার কোথাও থেকে

বেআইনী সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করা হয়নি। এখান থেকে এক কিলো-মিটার দূরে কর্ণেল স্যাবরের লোকজন একটা হোটেলের রেজিস্টার চেক করছে। সুইজারহফে আসার আগে তাদেরকে আরো চারটে হোটেলে যেতে হবে।

হোটেল সুইজারহফের দুশো সাত নম্বর কামরায় পায়চারী করছে কর্ণেল রুবল। চওড়া কপালে চিক চিক করছে ঘাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যে গটহার্ডের ওপর নেমে আসবে—এ-যুগের সবচেয়ে বড় মানব-সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশাল এলাকা জুড়ে শুরু হবে ধ্বংসলীলা। কিন্তু সে-ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত নয় কর্ণেল রুবল। তার শুধু একটাই দুশ্চিন্তা—এই ধ্বংসলীলায় জেনারেল তুর্গেনিভ মারা যাবে তো?

একজন নয়, আটলান্টিক এক্সপ্রেসে দু'জন দক্ষ ব্যাক-আপ ম্যান রয়েছে কর্ণেল রুবলের। একজন অ্যান্থনি পল, আরেকজন নিকোলাস লয়েড। বছর তিনেক আগে সি. আই. এ-তে অনুপ্রবেশ করেছিল পল, এই তিন বছরের বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্যে বেশ কয়েকটা খুন করতে হয়েছে তাকে। নিজেদের লোককে খুন করতে হলেও, এসব ব্যাপারে কর্ণেল রুবলের অনুমোদন ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে পলকে ব্যবহার করা যাবে মনে করে কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি সে। এখন সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে হবে পলকে। ট্রেন জার্নির কোনো এক পর্যায়ে তুর্গেনিভকে খতম করার সুযোগটা হাতছাড়া করবে না পল, সে-বিশ্বাস রাখে রুবল।

রেডিও অপারেটর অ্যাডলফ বয়লারের দিকে তাকাল রুবল। 'যখন বলব, এই দুটো সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করবে তুমি,' বয়লারের হাতে দু'-টুকরো কাগজ দিল সে। 'ছোটোটা বাজ্‌লে যাবে, ওটাই আগে পাঠা-বে। তারপর আমস্টারডামে সিগন্যাল পাঠাবে। কোড করে নাও ··'

নিরাপদ ট্র্যান্সমিশনের পক্ষে আমস্টারডাম সিগন্যালটা বেশ বড়, সেজন্যে একটু উদ্বেগও বোধ করল রুবল। কিন্তু ওটাকে আর ছোট করার কোনো উপায় নেই। অত্যন্ত জরুরী একটা সিগন্যাল, না পাঠালেও চলে না। ওতে রলফ কংকাইটকে কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদীদল কংকাইট গ্রুপের নেতা রলফ কংকাইট এই মুহূর্তে ডাচ বর্ডারের খুব কাছাকাছি রয়েছে। ওকেও কাজে নামাচ্ছে কর্ণেল রুবল। তাছাড়া, আটলান্টিক এক্সপ্রেসে দ্বিতীয় ব্যাক-আপ ম্যান নিকো-লাস লয়েড তো রয়েছেই।

এথেন্সের কম্যুনিস্ট-বিরোধী মহল খোদ যমের চেয়েও বেশি ভয় করে নিকোলাস লয়েড নামটাকে। তার সম্পর্কে গুজব, টাকার বিনিময়ে নিজের মা-বাবাকেও খুন করতে পারে লোকটা। সাচ্চা কম্যুনিস্ট সে, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সে তার বস কর্ণেল রুবলকে কখনো দেখেনি। প্রভুভক্ত ক্রীতদাস লয়েডকে কর্ণেল রুবলও আজ পর্যন্ত কোনদিন চাক্ষুষ করেনি।

রুবল তখন ছদ্ম-পরিচয় নিয়ে এথেন্সের সোভিয়েট দূতাবাসে কাজ করছে। এই সময় একদিন ফোন করে যোগাযোগ করেছিল লয়েড। একজন আত্মনিবেদিত কম্যুনিস্ট হিসেবে সোভিয়েট দূতাবাসের কাজে লাগতে চেয়েছিল সে। স্বভাবতই লয়েডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথমে সন্দেহ দেখা দেয় রুবলের মনে। বিশেষ পাত্তা দেয়নি সে লোক-টাকে। তবু, প্রায়ই ফোন করত লয়েড। বলত, যদি কখনো কাউকে খুন করার দরকার হয়, তাকে আদেশ দিলেই সে কাজটা করে দেবে। কথাচ্ছলে একবার রুবল বলেছিল, হ্যাঁ খবরের কাগজের ওই ব্যাটা সম্পাদককে মেরে ফেললে মন্দ হয় না। প্রস্তাবটা ছিল লয়েডেরই,

রুবল শুধু ধারণাটার সাথে একমত পোষণ করেছিল। কিন্তু পরদিন খবরের কাগজ খুলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। কাগজের খবর পড়ে দেখল, সত্যি সত্যি সেই সম্পাদক লোকটা খুন হয়ে গেছে। সম্পাদকের গাড়িটা একটা খাদের নিচে অর্ধেক পানিতে ডোবা অবস্থায় পাওয়া গেছে। খাদে পড়ে যাবার আগে আগুন ধরে গিয়েছিল গাড়িতে। ঝড়ের মধ্যে পড়ে ভেসে গেছে লাশটা।

আরো দুটো বছর কাটার পর কর্ণেল রুবল বুঝেছিল, লয়েড একটা মারাত্মক অস্ত্র, এই অস্ত্রকে কাজে লাগাতে পারলে সোভিয়েট মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স জরুরী অবস্থায় অনেক বিপদ সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে। প্রথম খুন করার পর লয়েড আরো ছ'জন কম্যুনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিকে খুন করেছিল। তার ওপর থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল রুবলের।

মিলানেই ছিল লয়েড, কাজেই তার সাথে যোগাযোগ করতে বেগ পেতে হয় নি রুবলকে। খুন করার নির্দেশ পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠেছিল লয়েড। এখন সে রয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে।

ওয়াগন-লিট কমপার্টমেন্ট।

'তবু আমি এখনো মনে করি, আমাকে তোমার জানানো উচিত ছিল, রানা...'

ফার্স্ট-এইড কিট নিয়ে এসেছে রূপা। তুলো আর অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে মুছে দিল রানার মুখের রক্ত। গম্ভীর থমথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বাকি সবাই বসে আছে। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে কর্ণেল মেঙ্গারের চেহারা। আপন মনে রানার মুখের যত্ন নিচ্ছে রূপা, যেন আর কোনো ব্যাপারে

কিছু এসে যায় না তার। আর জেনারেল তুর্গেনিভ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। শান্ত অথচ দৃঢ় একটা ভাব ফুটে রয়েছে রানার চেহারায়, সেটাই অবাক করে তুলেছে জেনারেলকে।

'কৌশলটা কাজ দিয়েছে, নয় কি?' বলল রানা। 'রাশান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের লোক ছিল আমাদের ভেতর, তাকে আমি সনাক্ত করতে পেরেছি। তাছাড়া, অ্যাডমিরাল, আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনার সাথে কি কথা হয়েছিল আমার?'

'গোটা অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব তোমার হাতে থাকবে—না, ভুলিনি,' ভারি গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু তার মানে কি এই যে তুমি আমার ওপরও বিশ্বাস রাখবে না?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাস নয়। এমনিতেই অনেক ঝামেলায় হিমশিম খাচ্ছিলেন আপনি,' বলল রানা, 'আমার প্ল্যান নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে দিতে চাইনি আমি। তাছাড়া, যখন একটা ব্যাপার গোপন করার দরকার বলে মনে করি তখন সম্ভাব্য সবার কাছ থেকে গোপন করাই আমার নীতি। শুধু যাদেরকে না জানালেই নয় তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে ব্যাপারটা আমি জানতে দিইনি। যাই হোক, আমার মনে হয়, প্রসঙ্গটা নিয়ে আমরা শুধু শুধু সময় অপচয় করছি। অপারেশনের পরবর্তী পর্যায় শুরু করা দরকার এবার।'

'কি সেটা?' জানতে চাইলেন কর্ণেল মেঙ্গার।

'ফ্ল্যাট-কার থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠতে যাচ্ছি আমি। আমার সাথে রূপা থাকবে। থাকবে অতিরিক্ত রেডিও অপারেটর, যাকে আপনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন…'

'কোথায় যেতে চাও তুমি?' গম্ভীর ভাবে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

‘এখান থেকে এয়ারোলো পর্যন্ত রেলপথের সব ক'টা স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে ট্রুপস রেখেছি আমি,’ বললেন কর্ণেল মেঙ্গার। ‘তবু কি ’কপ্টার নিয়ে যাবার দরকার আছে?’

‘হয়ত ওই স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলোই চেক করে দেখব আমি,’ মুচকি হেসে বলল রানা। ‘কেন যেন মনে হচ্ছে, কর্ণেল রুবল তার পরবর্তী হামলা এই চালাল বলে।’

এতোক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, কিন্তু রানার মুখে তার সহকারী কর্ণেল রুবলের নাম শুনে নড়ে চড়ে বসলেন তিনি। এই খানিক আগে অ্যাডমিরাল তাকে জানিয়েছেন যে সন্দেহ করা হচ্ছে কর্ণেল রুবল এই মুহূর্তে জুরিখে আছে। ‘মিঃ রানার সাথে আমি একমত,’ শান্ত ভাবে বললেন তিনি। ‘অনেকক্ষণ হয়ে গেল ওদের তরফ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ওঁর মতো আমিও অনুভব করছি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে···’

পনের মিনিট পর রূপা এবং একজন সুইস রেডিও অপারেটরকে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ল রানা। স্কি প্যান্ট, আর একটা ফার জ্যাকেট পরেছে রূপা। কর্ণেল মেঙ্গারের একজন স্কি-ট্রুপারের কাছ থেকে এগুলো ধার করেছে ও। বসল রানার পাশে, কো-পাইলটের সীটে।

রাত আটটা পনেরোয় আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। চিবুকের নিচে মাইক্রোফোন, সুইচ অন করে জানতে চাইল রূপা, ‘ওই যে দূরে একটা শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে, উত্তর-পশ্চিমে, চেনো নাকি?’

‘ওটা,’ বলল রানা, ‘বাসারহর্ণ।’

আনডারম্যাট। রাত আটটা। পাঁচজন সহকারীকে নিয়ে সিকরস্কি

হেলিকপ্টারে চড়ল মাইকেল ফ্রে। কয়েক ডিগ্রী উত্তাপ বেড়েছে, তাই তুষার আর হিমবাহ পরিস্থিতি আরেকবার চেক করা দরকার জানিয়ে আগেই অ্যাভালান্‌শ ইন্সটিটিউটকে রিপোর্ট করেছে সে।

আনডারম্যাটের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে উড়ে চলল হেলি-কপ্টার। সোজা বাসারহর্ণের বিশাল শৃঙ্গের দিকে যাচ্ছে ওরা। ওখান থেকে গটহার্ড রেলপথ দেখা যাবে।

মাইকেল ফ্রে-র পাঁচজন সহকারীর মধ্যে একজন বিস্ফোরক বিশে-ষজ্ঞের পরামর্শ অনুসারে 'কপ্টারের পিছনে নেয়া হয়েছে প্রায় এক টনের মতো জেলিগনাইট।

•

হেলিকপ্টার নিয়ে বাসারহর্ণের উদ্দেশে রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে শহরে গিয়ে সুফিয়ার সাথে হোটেলে দেখা করেছিল মাইকেল ফ্রে। ঘরে ঢুকতেই সুফিয়া তাকে জানায়, দেরাজে ওর কিছু জুয়েলারী ছিল, সেগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। আঁতকে ওঠার অভিনয়ে কোনো খুঁত ছিল না মাইকেলের। সাথে সাথে সুফিয়াকে পরামর্শ দেয় সে, এমনি-তেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর দেরি না করে এখুনি ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো দরকার। সুফিয়াকে ইতস্ততঃ করতে দেখে তাকে এক রকম ঠেলেই ঘর থেকে বের করে আনে সে, রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখিয়ে দেয় থানাটা কোন্ দিকে, এবং বলে তার হাতে জরুরী একটা কাজ রয়েছে তা না হলে ওর সাথে সে-ও থানায় যেত।

অগত্যা একাই পুলিশ স্টেশনের দিকে রওনা হলো সুফিয়া। পিছনে, রেস্তোরাঁর দরজায় তখনও দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল, হাত দুটো গরম করবার জন্যে দ্রুত ঘষছে পরস্পরের সাথে।

কয়েক মিটার সামনে একটা চার-দরজার ফিয়াট গাড়ি আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাইকেল ফ্রে-কে হাত ঘষতে দেখে সিগন্যাল-টা বুঝে নিল ড্রাইভার। ফিয়াটের পাশ ঘেঁষে চলে গেল সুফিয়া। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ড্রাইভার। সুফিয়া একটা পাশের গলিতে ঢুকছে দেখে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিল সে।

গাড়ির আওয়াজ শুনে ঝট করে পিছন ফিরল সুফিয়া। পরমুহূর্তে ওর চোখে এসে লাগল হেডলাইটের আলো। সরু গলির ভেতর ঢুকছে ফিয়াট। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হলো না সুফিয়ার। বুকটা কেঁপে উঠল ওর। গলিটা শুধু সরু নয়, লম্বাও, দৌড়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে গেছে, দৌড়াতে চেষ্টা করলেই আছাড় খেয়ে পড়তে হবে। এই অবস্থায় পড়ে যাওয়া মানে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

দ্রুত ছুটে আসছে ফিয়াট। হেডলাইটের আলোয় একটা বাড়ির দরজার সামনে বড় কয়েকটা গোল পাথর পড়ে থাকতে দেখল সুফিয়া। ঝুঁকি নিয়ে কয়েক পা ছুটল ও। একটা পাথর তুলে নিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে দাঁড়াল গাড়ির দিকে মুখ করে। দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে হত-ভম্ব হয়ে গেল ফিয়াটের ড্রাইভার। গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিল সে, পরমুহূর্তে আঘাত থেকে মাথাটাকে বাঁচাবার জন্যে নিচু হলো। পাথরটা এসে উইণ্ডস্ক্রীনে লাগল, অসংখ্য চিড় ধরল সেটার গায়ে, রাস্তাটা ড্রাইভারের চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। হুইলটা স্থির রেখে জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে দিল সে। নাকের পাশ দিয়ে বাড়ি-ঘরের দেয়াল ছুটে যাচ্ছে পিছন দিকে, ওগুলোর কাছ থেকে একই দূরত্ব বজায় রেখে আন্দাজের ওপর গাড়ি চালাচ্ছে সে, জানে, মেয়েটার সাথে ধাক্কা খেলেই লাফিয়ে উঠবে গাড়ি।

দরজার গায়ের সাথে সেঁটে থেকে গাড়িটাকে পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যেতে দেখল সুফিয়া। গলির মাথায় গিয়ে মন্থর হয়ে গেল গতি, বাঁক নেবার সময় শিকারী বিড়ালের মতো গুটি গুটি এগোল। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই গলির উল্টো দিক ধরে দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করল সুফিয়া। হোটেলে ঢোকার সময় ক্ষীণ একটু রহস্যময় হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

রানা এজেন্সী থেকে মাত্র অল্প কিছুদিন সত্যিকার ট্রেনিং পেয়েছে সুফিয়া। কিন্তু এরই মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে সে। মাইকেল ফ্রে-কে সন্দেহ হলেও সত্যি সত্যি লোকটা রাশান স্যাবোটাজ অ্যাপারেটাসের সাথে জড়িত কিনা সে-ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল। নিজের জীবন বিপন্ন করে একটা ফাঁদ পেতেছিল সে, ফাঁদে টোপ রেখেছিল নিজেকেই। এখন নিশ্চিতভাবে জানে ও। ওকে খুন করার চেষ্টা করে মাইকেল ফ্রে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে।

রেস্তোরাঁয় খবর নিয়ে জানল, এই একটু আগে চলে গেছে মাইকেল। সন্দেহ নেই, ফার্মহাউসে ফিরে গেছে সে। নিজের কামরায় ফিরে এসে গসচেনেন স্টেশনে গত এক ঘণ্টার মধ্যে এবার নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো ফোন করল সুফিয়া। ওর প্রশ্নের উত্তরে স্টেশন মাস্টার জানাল, 'কি কারণে যেন একটু দেরি হবে। এখানে আমরা আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে আশা করছি আটটা উনপঞ্চাশে...'

'তাহলে এখান থেকে আমি যদি আটটা একত্রিশের ট্রেন ধরি, সময় মতো পৌঁছতে পারব?'

'অনায়াসে'

এরপর জুরিখে ফোন করল সুফিয়া। নাম্বারটা মুখস্থ করা ছিল। যোগাযোগ পেতে বেশ একটু সময় লেগে গেল। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে

এলো একটা মেয়ের গলা। 'আমি লরা বলছি,' দ্রুত বলল সুফিয়া। 'মিঃ হেরিঙকে চাই, আমি লরা বলছি! দিস ইজ ইমার্জেন্সী!'

'এক মিনিট, প্লীজ...'

কে ফোন করেছে শুনে চমকে উঠলেন কর্ণেল স্যাবর। মাসুদ রানার এজেন্ট এই প্রথম আনডারম্যাট থেকে তার সাথে যোগাযোগ করছে। 'সরাসরি লাইন দাও!' নির্দেশ দিলেন তিনি। লাইন দেয়া হলো সাথে সাথে। বললেন, 'ইয়েস, আমি হেরিঙ বলছি।'

'মিঃ হ্যারিসকে একটা মেসেজ দিতে চাই আমি,' দ্রুত বলল সুফিয়া। 'আপনার মাধ্যমে। ইট ইজ ভেরি আর্জেন্ট বুঝতে পেরেছেন? মেসেজটা হলো—মাইকেল ফ্রে। রিপিট করুন, প্লীজ।...হ্যাঁ, মাইকেল ফ্রে। হ্যাঁ...এটাই মেসেজ।'

যোগাযোগ কেটে দিল সুফিয়া।

ওদিকে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেছে কর্ণেল স্যাবরের। মিঃ হ্যারিস রানার ছদ্মনাম। কিন্তু রানার এজেন্ট মাইকেল ফ্রের নাম বলল কেন? সিগার ধরাতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর হাত দুটো কাঁপছে। মাইকেল ফ্রে সুইজারল্যাণ্ডের অত্যন্ত সম্মানিত নাগরিক। ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্য হলো না। কিন্তু তাই বলে রানার কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে দেরি করলেন না। ইণ্টারকমের বোতাম টিপে কমিউনিকেশন রুমের ডিউটি অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি। তিন মিনিটের মধ্যে আটলাণ্টিক এক্সপ্রেসের কমিউনিকেশন কমপার্টমেণ্টে পৌঁছে গেল মেসেজটা।

পাথুরে মালভূমির একটা প্রান্তে নেমেছে সিকরস্কি হেলিকপ্টার। এই মালভূমিই ক্রমশঃ উঠে গিয়ে পরিণত হয়েছে বাসারহর্ণের বিশাল

শৃঙ্গে। মাইকেল ফ্রে-র স্যাবোটাজ টীম 'কপ্টার থেকে নেমেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে বরফের স্তর তুলে ফেলছে ওরা। ওপরের বরফ ভঙ্গুর, ওদের দরকার নিচের কঠিন বরফ। বাসারহর্ণের চূড়া বাতাস আর তুষার-ঝড় ঠেকিয়ে রেখেছে, কাজ করতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ওদের। ঘুরে ফিরে সবার কাজ তদারক করছে মাইকেল, ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছে। 'তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো! দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে এর চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগবে আমাদের...'

পরস্পরের কাছ থেকে বেশ অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে পাঁচটা গভীর গর্ত করা হল বরফ খুঁড়ে। 'কপ্টারে পোর্টেবল জেনারেটর রয়েছে, ড্রিল মেশিনের শক্তি যোগাচ্ছে সেটা। সিকরস্কি থেকে লাইফ-লাইনের মতো টানা কেবল্ এগিয়ে এসেছে ড্রিল মেশিন পর্যন্ত। গর্তের ভেতর কোনো বরফ নেই, শুধু পাথর। পাহাড় চূড়ার গায়ে গভীর ভাবে ড্রিল করা হচ্ছে। এতে ঝুঁকি আছে, তবে কতোটা ঝুঁকি তাও হিসেব করা আছে ওদের। তাছাড়া, সতর্কতার সাথে অনেক দিক বিচার করে বেছে নেয়া হয়েছে ড্রিল করার জন্যে জায়গাটা। মালভূমির খাড়া গা থেকে নিরাপদ দূরে রয়েছে ওরা।

এই ড্রিলিং-সাইট অনেক আগেই নির্বাচন করে রেখেছিল মাইকেল। বাসারহর্ণ সম্পর্কে একটা তথ্য জানে সে, কিন্তু তথ্যটা সে অ্যাভালান্শ ইন্সটিটিউটকে জানায়নি। গটহার্ডের অনেক ওপরের ঢালে জমে থাকা তুষার আর হিমবাহ পরিস্থিতি পরীক্ষা করার জন্যে প্রায় প্রতিদিনই 'কপ্টার নিয়ে অভিযানে বেরুতে হয় তাকে। এই রকম একটা অভিযানে বেরিয়েই হঠাৎ করে ফাটলটা আবিষ্কার করে মাইকেল। গোপনে সিসমোলজিক্যাল ইকুইপমেন্টের সাহায্যে ফাটলের গভীরতাও

মেপে নিয়েছে সে। গটহার্ড রেলপথের ওপর এই যে আকাশ ছোঁয়া পাহাড় চূড়া, সবার ধারণা এর ভিত এতো শক্ত যে একে টলানো সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ জানে না, বাসারহর্ণের শৃঙ্গে ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে। জায়গা মতো খোঁচা দিতে পারলে দু'ফাঁক হয়ে আছাড় খাবে পাহাড়।

ড্রিলিং শেষ হলো। 'কপ্টার থেকে নামিয়ে আনা হলো এক্সপ্লোসিভ শেল। গহ্বরের ভেতর মাইকেল নিজে একটা একটা করে নামাল সেগুলো। ডিটোনেশনের জন্যে এখন শুধু ইলেকট্রিক সিস্টেমের সংযোগটা বাকি। আগেই ঠিক করা হয়েছে এক-সাথে নয়, বিস্ফোরণ ঘটানো হবে একটার পর একটা। মাইকেলের লক্ষ্য চেইন রিঅ্যাকশন—পাহাড়ের একটা অংশ সরে গিয়ে আরেকটা অংশের পতন ঘটাতে যেন সাহায্য করে, তারপর আরেকটা—যতোক্ষণ না গভীর ফাটলটা চওড়া হয়ে পাহাড়ের অর্ধেকটাকে নিচের রেলপথের ওপর ফেলে না দেয়। এই রকম দুর্ঘটনা এই এলাকায় আগে কখনো ঘটেনি। শুধু হিমবাহ আর তুষার-ধ্বস নয়, সেই সাথে আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়বে একটা পাহাড়ের বিশাল শৃঙ্গ।

'একটা 'কপ্টার আসছে!' হঠাৎ জানাল একজন সহকারী।

ঝট করে উপর দিকে তাকাল মাইকেল। ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। হ্যাঁ। বাসারহর্ণের দিকে সোজা এগিয়ে আসছে একটা হেলিকপ্টার।

আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ছাড়িয়ে অনেক উত্তরে চলে এসেছে আলোয়েট হেলিকপ্টার। তবে রেলপথের ওপরই রয়েছে ওরা। এখনও অস্বস্তি বোধ করছে রানা, জানে না কেন এসেছে ও, ঠিক কি খুঁজছে বা কি দেখতে পাবে বলে আশা করে। বেসরকারী গাড়ির আসা-যাওয়া,

লোকজনের গতিবিধি, যেখানে থাকার কথা নয় অথচ রয়েছে এমন কোনো বস্তু ? চাঁদের আলোয় সামনের দৃশ্যটা বিস্ময়কর, দূরে দেখা গেল মেইন আলপাইন লাইন। উত্তর গটহার্ডের ভয়াবহ আবহাওয়া আর মেঘে প্রায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে।

রানার পাশে বসে রয়েছে রূপা। চোখে নাইট গ্লাস তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকে চোখ বুলাল সে। বাসারহর্ণের ওপর চোখ পড়তেই হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার। কথা বলার আগে এক মিনিট ধরে ভালো করে দেখে নিল।

বাসারহর্ণে একটা 'কপ্টার ল্যাণ্ড করেছে···'

'ঠিক জানো ওটা বাসারহর্ণ ?'

'সন্দেহ নেই,' পিছন থেকে বলল সুইস রেডিও অপারেটর।

'কর্ণেল মেঙ্গারকে রিপোর্ট করো এখুনি,' দ্রুত বলল রানা। 'টপ প্রায়োরিটি চেক চাই আমি—এর মানে, কয়েক মিনিটের মধ্যে উত্তর আসা চাই। রিপিট, কয়েক মিনিটের মধ্যে···'

কোর্স বদল করল রানা। রেলপথকে পিছনে ফেলে সোজা এগোল চাঁদের আলোয় চকমকে চূড়ার দিকে। নিজের অটোমেটিকে একটা ম্যাগাজিন ভরে সেফটি ক্যাচ রিলিজ করে দিল রূপা। সুইস রেডিও অপারেটর সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করেছে। হাত বাড়িয়ে একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন নিল রূপা, কোলের ওপর ফেলে রাখল সেটা। চোখের চারদিক কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছে রানা ঠিক কি ঘটছে চূড়ায়। পুরো এক মিনিট পেরোবার আগেই বুঝতে পারল রূপা ভুল দেখেনি, সত্যি একটা 'কপ্টার রয়েছে বটে ওখানে। লোকজনের হাঁটাচলাও লক্ষ্য করল ও।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস। সিগন্যাল পেয়েই কাজে নেমে পড়লেন কর্ণেল মেঙ্গার। ডেভরিককে দিয়ে যোগাযোগ করালেন আনডারম্যাটের

আর্মি হেডকোয়ার্টারের সাথে। উত্তর পেতে দেরি হলো না।

প্রতিবারের মতো এবারও সিকরস্কি নিয়ে টেক-অফ করার আগে স্থানীয় সামরিক কমাণ্ডারকে নিজের ফ্লাইটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাতে ভুল করেনি মাইকেল ফ্রে। উত্তরটা পড়লেন কর্ণেল মেঙ্গার। এবং সাথে সাথে রানার কাছে ট্র্যান্সমিশনের জন্যে একটা সিগন্যাল তৈরি করলেন।

"বাসারহর্ণে ওটা মাইকেল ফ্রে-র হেলিকপ্টার। মাইকেল ফ্রে, অত্যন্ত দক্ষ এবং সম্মানিত একজন মাউন্টেনিয়ার। তুষার এবং হিমবাহ পরিস্থিতি চেক করার জন্যে আনডারম্যাটের মিলিটারী কমাণ্ডারের অনুমতি নিয়ে ওখানে গেছে সে। মেঙ্গার।"

'বাঁচা গেল,' সুইস রেডিও অপারেটরের কাছ থেকে সিগন্যালটা নিয়ে পড়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রূপা। 'ফলস্ অ্যালার্ম। খামোকা আমার কথায় রেললাইন থেকে এতো দূরে সরে এলে। দুঃখিত, রানা···'

'সন্দেহ হলে সেটা তো যাচাই করে দেখতেই হবে,' বলল রানা। 'এর মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই।'

রেললাইনের দিকে ফিরে যাবার জন্যে আবার হেলিকপ্টারের কোর্স বদল করল ও। সুইস রেডিও অপারেটর বলল, 'মাইকেল ফ্রে অত্যন্ত নামকরা একটা ব্যক্তিত্ব। ভদ্রলোকের সাথে একবার হাত-মেলাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার···

'লোকাল হিরো নাকি?' জানতে চাইল রূপা।

'দুনিয়ার সেরা মাউন্টেনিয়ারদের একজন,' বলল রানা। 'এসো, ট্র্যাক চেকিং শুরু করা যাক···'

'ফিরে যাচ্ছে 'কপ্টার,' পরম স্বস্তি অনুভব করায় কেঁপে গেল সহকারীর

গলা। 'আশ্চর্যের ব্যাপার, ওটা কিন্তু সামরিক 'কপ্টার নয়। কোনো রকম ছাপ নেই'

'নিশ্চয়ই কোনো বোকা সিভিলিয়ান পাইলট পথ হারিয়ে ফেলেছে,' বলল মাইকেল। 'হয়ত এয়ারস্ট্রিপ খুঁজছে ব্যাটা।'

'রাতের এই সময় ?' সন্দেহের সুরে বলল একজন সহকারী।

দস্তানা পরা হাত দিয়ে শরীরের এখানে সেখানে ঘুষি মেরে গা গরম রাখার চেষ্টা করছে মাইকেল। অসহ্য শীত, কিন্তু চারদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। যতোদূর দৃষ্টি যায় সারির পর সারি শুধু পাহাড়ের তুষার ঢাকা শৃঙ্গ। একটা বোল্ডারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে, অনেক নিচে দেখতে পাচ্ছে বিশাল বরফের স্তম্ভের ওপর চাঁদের প্রতিচ্ছবি। আরো নিচে প্রকাণ্ড জলপ্রপাত, মাঝপথে জমাট বেঁধে গেছে। কোথাও কোথাও গাঢ় ছায়া দেখতে পাচ্ছে সে, জানে, গভীর খাদ ওগুলো। 'সব ব্যাপারে এতো দুশ্চিন্তা করো না তো।' বিরক্তির সাথে বলল সে। 'নাও, হাত লাগাও কাজে।'

বোল্ডার থেকে নেমে এসে দুটো তার জোড়া লাগাল মাইকেল। কন্ট্রোল বক্সে সুইচ আছে, সেটা টিপে দিলেই একের পর এক ডিটোনেশন ঘটবে। রিস্টওয়াচ দেখল সে। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কারো সাধ্য নেই এখন আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে বাঁচায়।

স্মরণাতীত কালের এই ভয়ঙ্কর হিমবাহ বিশাল জনপদ ধ্বংস করবে, সন্দেহ নেই। ধ্বংসলীলার খবর শুনে শিউরে উঠবে সারা দুনিয়ার লোক। কিন্তু সে-কথা ভেবে এতোটুকু চিন্তিত নয় মাইকেল ফ্রে। তুষার এবং পাথর ধ্বসের কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব তার কাঁধেই চাপাবে বার্ণ সরকার। তাছাড়া, একবার যখন হিমবাহ নামতে শুরু

করবে, কারই বা মনে থাকবে শৃঙ্গের ওপর বিস্ফোরণের আওয়াজ হয়েছিল ? অবশ্য আওয়াজটা আদৌ নিচে থেকে কেউ শুনতে পাবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। আর, কোথাও যদি হঠাৎ কোনো গোলমাল দেখাই দেয়, পালাবার রাস্তাও ঠিক করে রেখেছে সে।

'আমি বোধহয় ওটাকে আসতে দেখছি, স্যার!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একজন সহকারী।

'কি!' উত্তেজনায় বিকৃত শোনাল মাইকেলের গলা। 'ভুল দেখছ না তো ?' একটা বোল্ডারে উঠে সহকারীর পাশে দাঁড়াল সে।

'ভুল কেন দেখব!'

'তাহলে কুইক! 'কপ্টারে চড়তে বলো সবাইকে।' গলায় ঝুলানো নাইট গ্লাসটা চোখে তুলে গটহার্ডের দিকে তাকাল মাইকেল। সহকারী ঠিকই বলেছে। অনেক নিচে একটা বাঁক ঘুরছে এক সার আলো। কোন সন্দেহ নেই, আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আলো ওগুলো।

রেলপথের ওপর চলে এসেছে আলোয়েট হেলিকপ্টার, এই সময় সুইস রেডিও অপারেটর জানাল, ট্রেন থেকে কর্ণেল মেঙ্গারের একটা জরুরী সিগন্যাল আসছে। মেসেজটা নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। সেটার ওপর চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল রানা। "লরার কাছ থেকে মেসেজ এসেছে," সিগন্যালটা আবার পড়ল ও, "মাইকেল ফ্রে, রিপিট মাইকেল ফ্রে।"

'বাসারহর্ণের ওপর ওরা তাহলে,' দ্রুত বলল রানা, 'স্যাবোটাজ টীম!'

কাত হয়ে গেল আলোয়েট, দ্রুত গতিতে কোর্স বদল করল রানা। সীটের হাতল ধরে ফেলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচল রূপা। ঘণ্টায় আশি

মাইল স্পীডে বাসারহর্ণের দিকে ছুটে চলল আলোয়েট। হতভম্ব সুইস রেডিও অপারেটর প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কিন্তু ও যে মাইকেল ফ্রে!'

'দক্ষ এবং সম্মানিত মাউন্টেনিয়ার,' ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা। 'রূপা, গুলি করার জন্যে তৈরি হও তুমি। প্রত্যেককে। শূট টু কিল...'

সাথে সাথে ছোঁ দিয়ে অটোমেটিকটা তুলে নিল রূপা। এক হাত দিয়ে জানালার শাটার নিচু করল ও। ছুরির মতো ধারাল ঠাণ্ডা বাতাস লাগল চোখে মুখে। জানালার কিনারায় অটোমেটিকের ব্যারেল ঠেকিয়ে স্থির হয়ে বসল ও। তীরের মতো প্রায় খাড়া, ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। বাসারহর্ণের মাথার আরো ওপরে উঠে যেতে চাইছে রানা। রূপা ভাবল, এই পরিস্থিতিতে গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করা সাংঘাতিক কঠিন হবে। রানার দিকে তাকাল ও। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আলোয় রঙচঙে দেখাল তার মুখ। রূপার দিকে না তাকিয়েও ওর মনের কথা যেন বুঝতে পারল রানা।

বলল, 'বুলেট স্প্রে করো ওদের ওপর! অটোমেটিকটা ওপর-নিচে, তারপর এদিক-ওদিক চুল পরিমাণ নাড়ো। বুলেট ছড়িয়ে না দিলে ওদেরকে ফেলা যাবে না...

বাসারহর্ণ চূড়ায় দৌড়াচ্ছে ওরা পাঁচ জন। চার জন এরই মধ্যে সিকরস্কি হেলিকপ্টারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু অপর লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, চরকির মতো ঘুরল আধপাক, পিস্তলটা উঁচু করে ধরল আকাশের দিকে।

গুলির আওয়াজ হলো। একটা। তারপর আরেকটা। চূড়ার দিকে দ্রুত নেমে আসছে আলোয়েট, একটা গুলিও লাগল না। ওপর থেকে ব্রাশ ফায়ার করল রূপা।

গুলি লেগে চারদিকে ছিটকে পড়ছে বরফ। যে-লোকটা ওপর

দিকে ফায়ার করছিল তার কপাল ফুটো করে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। বরফের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল সে। বিশ মিটার দূর থেকে ঘটনাটা দেখে দাঁতে দাঁত চাপল মাইকেল ফ্রে, ঝুঁকে পড়ল কণ্ট্রোল বক্সের ওপর, তারপর নামিয়ে দিল সুইচটা। এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। মুহূর্তের জন্যে এমন কি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মাইকেল ফ্রে-র মনেও সংশয় দেখা দিল, ইলেকট্রিক সার্কিট ফেল করেছে কিনা! পরমুহূর্তে অনুভব করল সে প্রথম কম্পনটা। বাসারহর্ণের জড় ধরে ঝাঁকি দিল যেন কেউ। সিকরস্কির দিকে ছুটল সে, তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব, দিশেহারা বোধ করল সে। চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে দেখেও প্রত্যয় হলো না।

মাইকেলের চারজন সহকারী ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে সিকরস্কিতে। নিচের পাথর ধ্বসে পড়তেই 'কপ্টারটা উল্টে গেল। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া হিসেব করতে ভুল হয়েছে মাইকেলের। ঝাড়া দু'সেকেণ্ড কিনারায় স্থির হয়ে থাকল 'কপ্টার, তারপর নিচে নেমে গেল ওটা। পাথরের গা ফুলে আছে এক জায়গায়, সেটার ওপর ড্রপ খেয়ে ভেঙে গেল রোটর সিস্টেম, পরবর্তী ধাক্কাটা খেল আরো কয়েকশো ফিট নেমে গিয়ে। তারপর ঝলসে উঠল উজ্জ্বল আলো, ওপরে উঠে এলো বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগুনের ঘুর্ণির মধ্যে সিকরস্কির কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। দুর্লভ ভাগ্য গুণে একমাত্র ছোট্ট একটা টিকে থাকা পাথরের ওপর জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল, মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আলোয়েট 'কপ্টারের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

রেডিও অপারেটরকে কিছু বলতে হয়নি রানার, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সে নিজেই কর্ণেল মেঙ্গারকে মেসেজ পাঠাতে শুরু করেছে।

"অ্যাটেনশন প্লীজ! অ্যাটেনশন প্লীজ! মহা বিপদ সংকেত! তুষার ধ্বস আসছে! ভয়াবহ হিমবাহ ছুটছে রেলপথের দিকে! অ্যাটেনশন প্লীজ! অ্যাটেনশন প্লীজ! মহা বিপদ সংকেত! বাসারহর্ণ শৃঙ্গ ধ্বসিয়ে দিয়েছে মাইকেল ফ্রে···বিশাল অ্যাভালান্‌শ সোজা রেল-পথের দিকে ছুটছে···বাসারহর্ণ থেকে···পাথরের ধ্বস নেমেছে··· অ্যাটেনশন প্লীজ! মহা বিপদ সংকেত···!" থরথর করে কাঁপছে সুইস রেডিও অপারেটর, সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে তার।

শূন্যে দাঁড়ানো আলোয়েট 'কপ্টার থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। প্রতিধ্বনির সাথে শোনা গেল পাথর ধ্বসের একটানা রোমহর্ষক শব্দ। এ এক অদ্ভুত আওয়াজ, ফাটলের কাছে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে বাসারহর্ণ। ধীর, অলস আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে বিশাল এলাকা জুড়ে হাজার হাজার টন বরফ আর পাথর ধ্বসে পড়ছে, ক্রমশঃ বাড়ছে পতনের গতি। আকাশ থেকে দেখে ওদের মনে হলো, একটা সাগরকে যেন কাত করে ধরা হয়েছে, হড় হড় করে নেমে যাচ্ছে সমস্ত পানি। পাহাড়ের অর্ধেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে নামতে শুরু করল দীর্ঘ অভিযানে, সেই অনেক নিচের গটহার্ডের দিকে।

'ওকে আমি জ্যান্ত ধরতে চাই,' বলল রানা। 'কিন্তু সাবধান, কোনো ঝুঁকি নেবে না!'

রশির মই নামিয়ে দিয়েছে রূপা। 'কোনো চিন্তা করো না। ওকে আমি সামলাতে পারব।'

মই বেয়ে উঠে এলো মাইকেল ফ্রে। রূপা ওকে নিরস্ত্র করলেও শার্টের আস্তিনে একটা ছুরি লুকিয়ে রেখেছিল সে, 'কপ্টারে উঠেই সেটা বের করে রূপার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু এরকম

কিছু একটা ঘটতে পারে তা আগেই আশংকা করেছিল রূপা। ছুরিটা বের করে আনছে মাইকেল, কারাতের একটা কোপ দিয়ে তাকে ফেলে দিল সে। কেবিনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারাল মাইকেল। এগিয়ে এসে তাকে বেঁধে ফেলল রেডিও অপারেটর।

অর্ধবৃত্ত রচনা করে আলোয়েট ঘুরিয়ে নিয়েছে রানা। গটহার্ড উপত্যকার ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের দিকে ছুটছে 'কপ্টার।

# ছয়

সুইজারল্যাণ্ডের ভেতর সোভিয়েট রাশিয়ার চীফ স্যাবোটাজ এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল মাইকেল ফ্রে। আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ধ্বংস করার জন্যে তার প্ল্যানে কোনো খুঁত ছিল না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত কোনো কারণে তা বানচাল হয়ে যেতে পারে মনে করে বিকল্প ব্যবস্থাও করে রেখেছিল সে। তুষার-ধ্বস নামিয়ে দিয়ে আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ধ্বংস করার প্ল্যানটার সাফল্য নিহিত ছিল চুলচেরা ভাবে হিসেব করা সময়ের ওপর। কোন্ সময়ে কোথায় থাকবে ট্রেনটা সে-হিসেব সামনে নিয়েই ধ্বস নামাবার আয়োজন করেছিল সে, যাতে ধ্বসের পুরো ধাক্কাটা লাগে ট্রেনের ওপর।

কিছু কিছু জায়গায় অস্বাভাবিক উঁচু ঢাল বেয়ে উঠে যেতে হবে ট্রেনকে, সে-সব জায়গায় মাইকেল তার স্যাবোটাজ অর্গানাইজেশনের লোক মোতায়েন করেছিল। ধ্বসের সম্ভাব্য গতিপথ, এবং রেলপথের কোন্ সেকশনটা তা ধ্বংস করবে, সে-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল তার।

ধ্বস যখন আঘাত করবে, ওই নির্দিষ্ট সেকশনে ট্রেনের উপস্থিতি একান্তভাবে জরুরী এবং কাম্য ছিল।

আলোয়েট হেলিকপ্টার থেকে সিগন্যাল পেয়েই ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'এই এখানে বাসারহর্ণ,' সহকারীকে বললেন তিনি। তারপর ম্যাপে আঁকা রেলপথের খানিকটা অংশে একটা বৃত্ত রচনা করলেন। 'আমার হিসেব যদি ভুল না হয়, ওই রিঙের মধ্যে কোথাও আঘাত করবে তুষার ধ্বস...'

'ট্রেন তো ওই বৃত্তের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে...'

'হ্যাঁ...ডেঞ্জার সেক্টরের উত্তর প্রান্তের দিকে এগিয়ে আছে একটু,' বললেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'ফোনে যোগাযোগ করো ড্রাইভারের সাথে —বলো, ম্যাক্সিমাম স্পীড চাই আমি।'

ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সহকারী। পিছনের ওয়াগন-লিটের কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্টে বিশেষ একটা টেলিফোন বসানো আছে, সরাসরি ড্রাইভারের কেবিনের সাথে সংযোগ রয়েছে ওটার।

সহকারী বেরিয়ে যেতে আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার পর্দা সরালেন কর্ণেল মেঙ্গার, জানালার কাঁচ নামিয়ে ক্ষুরের মতো ধারাল ঠাণ্ডা বাতাস উপেক্ষা করে বাইরে তাকালেন। চাঁদের আলোয় যা দেখলেন তিনি, সাথে সাথে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

নাটকীয় কোনো গর্জন নয়, বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে আসা নয়, গোটা পাহাড় একভাবে নেমে আসছে রেলপথের দিকে। স্লো মোশন সিনেমার মতো বিশাল একটা ঢেউ যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। সেই বিশাল ঢেউয়ের সাথে আসছে লক্ষ লক্ষ টন তুষার আর পাথর। কর্ণেল দেখলেন, ঢেউটা বৃক্ষ রেখার মাথায় পৌঁছুল। নিচের বিশাল ঢাল জুড়ে

রয়েছে এই ফার বন। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো চোখের পলকে গোটা ফার বনকে গ্রাস করল ঢেউটা। কর্ণেল অনুমান করলেন, শত বছরের পুরানো গাছগুলো ধ্বসের নিচে চাপা পড়ে ছাতু হয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে চমকে উঠলেন তিনি। প্রকাণ্ড একটা পাথরের সামনে পড়ে গেল ঢলটা। পাথর মানে ছোটখাট একটা পাহাড়। সেটাকে না টপকে, তাকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিল ঢেউয়ের প্রচণ্ড শক্তি। স্রোতের আগে আগে গড়িয়ে নেমে আসছে কয়েক হাজার টন ওজনের পাথরটা। এতোক্ষণে উপলব্ধি করলেন কর্ণেল, এটা সাধারণ কোনো ধ্বস নয়। ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে এই তুষার-ধ্বস। সহকারী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ হয়নি...'

'কেন?' নিজের অজান্তেই হুংকার বেরিয়ে এলো কর্ণেল মেঙ্গারের গলা থেকে।

'টেলিফোন ধরছে না সে...'

ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, আগেই মন্থর হয়ে গেছে তার গতি, এখন হঠাৎ আরো শ্লথ হয়ে গেল, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। বিমূঢ় কর্ণেল মেঙ্গার পাথর হয়ে গেলেন। কয়েক সেকেণ্ড নড়তে পারলেন না তিনি। তারপর অনুভব করলেন, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ট্রেন। পিছন দিকে, ডেঞ্জার সেক্টরের আরো গভীরে।

বো বো লোকোমোটিভের ক্যাবে মাত্র দু'জন লোক ছিল। একজন ড্রাইভার, আরেকজন তার সহকারী। সামনের সিগন্যাল আর গজ-এর ওপর নজর রাখা ছাড়া করার মতো তেমন কিছু ছিল না ওদের। মোটরের জোরালো আওয়াজে দূর থেকে আসা তুষার-ধ্বসের শব্দ শুনতে

পায়নি ওরা। কাপড়ে ঘষে হাত পরিষ্কার করছিল ড্রাইভার, এই সময় মাইকেল ফ্রে-র একজন লোক লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ক্যাবের ভেতর। শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাতেই ড্রাইভার দেখল, তার সহকারীর পেটে ঘ্যাচ করে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিল লোকটা। নাভির কাছ থেকে ছুরির পাতটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বুকের পাঁজর পর্যন্ত নিয়ে গেল সে, তারপর সেটা বের করে নিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো ড্রাইভারের দিকে। হতভম্ব ড্রাইভার একচুল নড়ার শক্তি পেল না। ছুরিটা তার গলায় চেপে ধরল লোকটা, কর্কশ গলায় আদেশ করল, 'ঘুরে দাঁড়াও!' পুতুলের মতো ঘুরে দাঁড়াল ড্রাইভার। ছুরিটা রেখে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল লোকটা। সেটা উল্টো করে ধরে বাঁট দিয়ে ড্রাইভারের মাথার পিছনে একটা ঘা বসিয়ে দিল। ব্যথায় ককিয়ে উঠে ক্যাবের মেঝেতে দড়াম করে পড়ে গেল ড্রাইভার।

কন্ট্রোলের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল লোকটা। একটা লিভার ধরে নামিয়ে দিল, তারপর ট্রেন থামার আগে আরো দুটো লিভার ঘোরাল সে। প্রথমে দাঁড়িয়ে পড়ল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, তারপর পিছন দিকে নামতে শুরু করল।

তুষার-ধ্বস আসছে, জানে লোকটা। সে-ব্যাপারে তার মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। রেলপথের পুব দিকে, কাছাকাছি এক জায়গায় ফিয়াট গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে আরেকজন লোক। কাজ শেষ হলেই গাড়িতে করে পুবদিকের গিরিখাদ পেরিয়ে হিমবাহের নাগালের বাইরে চলে যাবে তারা। নিচের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, উঁকি দিয়ে ক্যাবের পশ্চিম দিকে তাকাল লোকটা। ট্রেনের গা ঘেঁষে ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন লোক ছুটে আসছে তার দিকে। সবার আগে রয়েছে সাদা পোশাক পরা একজন লোক। তার দিকে

লক্ষ্য স্থির করে গুলি করল সে।

'ক্যাবে ট্রুপস্ পাঠাও!' সহকারীকে ধাক্কা দিয়ে করিডোরে বেরিয়ে এলেন কর্ণেল মেঙ্গার। কোচের শেষ মাথায় দরজা খুলে বাইরে তাকালেন তিনি। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। নিচের ধাপটায় নামলেন, তারপর সতর্কতার সাথে লাফ দিয়ে পড়লেন মাটিতে। লোকোমোটিভে পৌঁছুবার আগে চোদ্দটা কোচ পেরোতে হবে তাকে, তবে সুবিধে হলো, ট্রেনটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

মোটরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, এই সময় দেখলেন ক্যাব থেকে একটা ছায়ামূর্তি উঁকি দিল। মূর্তিটা নড়ে উঠতেই তিনি বুঝতে পারলেন, গুলি হবে। দৌড়ের মধ্যেই মাথা নিচু করে ট্রেনের দিকে আরো সেঁটে এলেন কর্ণেল, পরমুহূর্তে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। তার পাশের কয়েকটা নুড়ি পাথর গুঁড়ো হয়ে গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, হাতের পিস্তলটা দু'হাত দিয়ে তাক করে ধরলেন, তারপর টিপে দিলেন ট্রিগার। ছায়ামূর্তির হাত থেকে কি যেন ছিটকে পড়ে গেল ট্রেনের পাশে। পরমুহূর্তে ক্যাবের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

কর্ণেলের গুলি লোকটার রিভলভার ধরা হাতে লেগেছে। হাত থেকে রিভলভার এবং দুটো আঙ্গুল উড়ে গেছে। অসহ্য ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। টলতে টলতে ক্যাবের অপর দিকে চলে এলো। বাঁ হাত দিয়ে হাতল ধরে নিচের ধাপে নামল সে। তারপর লাফ দিয়ে পড়ল নুড়ি পাথরের ওপর! রাস্তাটা কাছেই, মাথা নিচু করে ছুটল সেদিকে। বারো মিটার দুরে ফিয়াট গাড়ির ভেতর ড্রাইভারকে বসে থাকতে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো তার।

নিঃশব্দে খুলে গেল ট্রেনের পুবদিকের একটা জানালা। ভেতরে আলো নেই। জানালায় আবছাভাবে দেখা গেল একটা মানুষের অর্ধেক ছায়া, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত। বেরিয়ে এলো একটা হাত। ফিয়াটের দিকে ছুটছে আহত লোকটা, এই সময় শোনা গেল গুলির একটা আওয়াজ। গাড়ির কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। সাথে সাথে মারা গেছে। আরেকটা গুলি হলো। গাড়ির ভেতর বসা ড্রাই-ভারের কপাল ফুটো করে দিল বুলেটটা। অন্ধকার জানালার সামনে থেকে সরে গেল ছায়াটা। বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

ট্রেন এখনো পিছিয়ে যাচ্ছে, এই সময় ক্যাবে উঠলেন কর্নেল মেঙ্গার। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েই সব বুঝে নিলেন তিনি। সহকারী বোধহয় মারা গেছে। এইমাত্র ফিরে আসছে ড্রাইভারের জ্ঞান। এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরলেন তিনি, একটু নির্দয়তার সাথেই ঝাঁকি দিলেন। 'খাড়া হও ইমার্জেন্সী···ট্রেনটাকে দ্রুত সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে একটা তুষার-ধ্বস আসছে! কুইক, ম্যান, ফর গডস সেক!' চোখ মেলে তাকাল ড্রাইভার। মাথা তুলে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। 'বুঝতে পারছ আমার কথা? ট্রেন পিছিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু ফুল স্পীডে সামনে যেতে হবে এখন! কিভাবে তা সম্ভব?'

দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় উঠে বসল ড্রাইভার। হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার দেখানো একটা লিভার টেনে নামিয়ে দিলেন কর্নেল মেঙ্গার। এইভাবে ড্রাইভারের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে আরো কয়েকটা লিভার নামিয়ে বা উঠিয়ে দিলেন তিনি। ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন, তারপর সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। কিন্তু প্রথম দিকে গতি একেবারে মন্থর দেখে অস্থিরতা বোধ করলেন, কর্নেল। লাফ দিয়ে ক্যাবে উঠল দু'জন সুইস সৈনিক। একটা কম্বল

দিয়ে সহকারী ড্রাইভারের লাশটা ঢেকে দিল তারা। তারপর ড্রাইভারের মাথার আঘাতটা পরীক্ষা করার জন্যে এগোল। কিন্তু ড্রাইভার হাত নেড়ে সরিয়ে দিল তাদেরকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। কর্ণেলকে সাহায্য করার জন্যে কন্ট্রোলের দিকে এগোল। 'আপনি কে?'

'মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স,' দ্রুত বললেন কর্ণেল। 'ফুল স্পীড চাই আমি। একটা তুষার-ধ্বস ছুটে আসছে আমাদের দিকে···'

'এদিকের লাইনের অবস্থা ভালো না, স্যার,' প্রতিবাদের সুরে বলল ড্রাইভার, 'বিপদ ঘটতে পারে···' কিন্তু সে-বিপদের চেয়ে তুষার-ধ্বস যে অনেক বেশি ভয়ংকর তা জানা আছে লোকটার। এরই মধ্যে তার হাত দুটো প্রজাপতির মতো উড়তে শুরু করেছে কন্ট্রোলের ওপর। অনেকক্ষণ পর আবার পায়ের নিচে প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিনের স্পন্দন অনুভব করলেন কর্ণেল। ট্রেনের গতি বাড়ছে। কিন্তু মন্থর ভাবে। উঁচু ঢাল বেয়ে উঠতে খুব যেন কষ্ট হচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের। সামনে একটা ব্রিজ। এদিক ওদিক দুলতে শুরু করল ট্রেন। ব্রিজ নয়, যেন সুতো—ট্রেনটাকে নিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। ওদিকে গজের কাঁটাগুলো কাঁপতে শুরু করেছে। কর্ণেল লক্ষ্য করলেন, কয়েকটা কাঁটা ওপরের লাল চিহ্ন পেরিয়ে গেছে। প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে ইঞ্জিনের ওপর। ক্যাবের পশ্চিম দিকের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

ফার গাছের বিশাল বন অদৃশ্য হয়েছে। তীব্র স্রোতের মতো ছুটে আসছে আকাশ ছোঁয়া ধ্বস। ট্রেনের সাথে একই লেভেলে রয়েছে ওটা। মাঝখানের দূরত্ব এখন এক কিলোমিটারও হবে না। পাথর আর তুষারের বিশাল ঢেউটা এতো উঁচু যে কর্ণেল মেঙ্গার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, বাঁচার কোনো উপায় নেই আটলান্টিক এক্সপ্রেসের।

অন্য কোনো পরিস্থিতিতে এই ধ্বস সরু উপত্যকার মেঝেতে এসে থেমে যেত। কিন্তু এবার তা হবার নয়। অনেক বেশি পাথর আর তুষার আসছে, অনেক জোরে, অনেক উঁচু হয়ে···

সর্বনাশ এগিয়ে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে গেল কর্ণেল মেঙ্গারের। প্রথমে মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। জুরিখের ফ্ল্যাটে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। তারপর মনে পড়ল ছেলেটার কথা। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ওদের সাথে আর কি দেখা হবে তাঁর? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো এই তুষার-ধ্বসের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলেন তিনি। মাইকেল ফ্রে মাত্র একজন লোককে খুন করার জন্যে এই ধ্বংসের আয়োজন করেছে, কিন্তু শুধু আটলান্টিক এক্সপ্রেসেই রয়েছে আরো সাড়ে তিনশো আরোহী! এরা সবাই মারা যাবে। তাছাড়া, হিমবাহ আরো কতো জনপদ, কতো লোকালয় নিশ্চিহ্ন করবে তার হিসেব কে জানে!

আতংক গ্রাস করছে গোটা ট্রেনকে। যে যার কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে আরোহীরা। করিডোরে ছুটোছুটি, কান্নার আওয়াজ। সুইস রেল স্টাফ আর সিকিউরিটি গার্ডরা শত চেষ্টা করেও তাদেরকে কমপার্টমেন্টে ফেরত পাঠাতে পারছে না। এই সময় ট্রেনের শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের আওয়াজ। এক সাথে যেন শত সহস্র বজ্রপাত ঘটছে। মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এলো করিডোরে, তাৎপরই অস্থির উন্মাদ হয়ে উঠল আরোহীরা। করুণ বিলাপে মুখর হয়ে উঠল ট্রেনের বাতাস। কেউ কেউ দরজা খুলে লাফ দিল ট্রেন থেকে। ট্রেনের পিছন দিকে ছুটল তারা, যেন ওদিকে পালাতে পারলে প্রাণে বেঁচে যাবে—অথচ আসলে তারা তুষার ধ্বসের

নাগালের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

ওদিকে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের পিছনের ওয়াগন-লিটে অস্থিরতার কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল তুর্গেনিভ আর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিল-টন। স্থির, শান্ত দেখাচ্ছে তাঁদেরকে। হঠাৎ একটা মেয়েকে দেখা গেল জানালার ঠিক নিচেই। মাথার লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে, ট্রেনের পিছন দিকে ছুটছে সে। মুখ নয়, যেন আতংকের একটা মুখোশ। ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন জেনারেল, ধরে ফেললেন লম্বা চুল। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা, আর্তনাদ বেরিয়ে এলো গলার ভেতর থেকে। দুই বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তুলে নিলেন তাকে জেনারেল। কমপার্টমেন্টের মেঝেতে নামিয়ে দিতেই মেয়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনারেলের ওপর। এগিয়ে এসে মেয়েটার গালে একটা চড় লাগালেন অ্যাডমিরাল। কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল বেন নেলসন। 'কি ব্যাপার, স্যার?'

'তেমন কিছু না,' তিক্ত, কঠিন স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'মেয়ে-টাকে নিয়ে যাও, ওর কমপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে এসো। গার্ডকে বলবে একে যেন বেরুতে দেয়া না হয়।'

রেললাইনের পশ্চিম দিকে রেল অফিসার আর কর্ণেল মেগারের লোকজন পলায়নপর আরোহীদেরকে ঘিরে ফেলেছে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে, ধমক দিয়ে, কাউকে কাউকে গায়ের জোরে ট্রেনে ফিরিয়ে আনছে তারা। ট্রেন এখনো ধীর গতিতে এগোচ্ছে, অন্যান্য আরোহীদের সাহায্যে কাজটা সুচারুভাবেই সম্পন্ন হলো।

জানালার সামনে ফিরে এসেছেন তুর্গেনিভ। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। সাথে সাথে একটা দৃশ্য দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল

তাঁর বুক। চাঁদের আলোয় বহু দূরে লোকজনকে ছুটতে দেখা গেল। তুষার-ধ্বসের পথ থেকে সরে আসার জন্যে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে তারা। ফাঁকা একটা মাঠে একটা শিশুকে দেখা গেল, অনেক পিছনে একজন বয়স্কা মহিলা, বোধহয় শিশুর মা।

বাচ্চাটা ছুটছে, এই সময় যেন আকাশ থেকে পড়ল একটা পাথর। বাচ্চাটার ওজন যদি ত্রিশ সের হয়, পাথরটার ওজন হবে কমপক্ষে ত্রিশ মন। পর পর কয়েকটা ড্রপ খেয়ে ছুটে এলো বোল্ডারটা। শেষবার পড়ল শিশুর মাথার ওপর। পড়ল, তারপর আর নড়ল না। ছুটে এলো মা। দিশেহারার মতো এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলো পাথরের সামনে, তারপর অসম্ভব জেনেও ত্ব'হাত দিয়ে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করল সেটাকে। কিন্তু পাথরটা একচুল নড়ল না দেখে সেটার ওপর নিজের মাথা ঠুকতে শুরু করল সে। জেনারেলের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। ভাবের কোনো চিহ্নমাত্র নেই জেনারেলের চেহারায়। অ্যাডমিরালের ইচ্ছে হলো, ভদ্রলোকের মুখে ত্বম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দেন।

জানালার সামনে থেকে সরে এলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'বাস্টার্ড!' বিড় বিড় করে বললেন তিনি।

'আপনাদের লোক!' অদ্ভুত একটা কাঠিন্য ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের চেহারায়।

'কর্ণেল মেঙ্গারকে একটু খবর দিন, প্লীজ,' শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'তাকে বলুন, সুইজারল্যাণ্ডে যতো কে.জি.-বি. এজেন্ট আছে তাদের সবার নাম মনে আছে আমার। তালিকাটা এখুনি আমি জানিয়ে দিতে চাই কর্ণেলকে। তবে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের লোকদের নাম-ঠিকানা জানা নেই আমার।'

---

ফার্স্ট-ক্লাস কোচের করিডোর। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তুষার-

ধ্বসের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ স্যাণ্ডো। চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে আছে তার, বড় নাকটা চকচক করছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা কালো পাইপ। চেহারায় অদ্ভুত একটা পশুসুলভ হিংস্রতা লক্ষ্য করার মতো। কি একটা ব্যাপার ধরতে পেরেছে সে। বিশাল তুষার-ধ্বসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে একটা হিসাব কষছে। বাসারহর্ণের পুব দিকের মুখ দুটো পরস্পরের দিকে ঝুঁকে আছে, মাঝ-খানে গভীর এবং প্রশস্ত একটা নালা, তাই পরস্পরের দিকে তুমুল গতিতে ধেয়ে আসছে দুটো আলাদা ধ্বসের স্রোত। এখন যদি সময় মতো দুটো স্রোতের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে, তাহলে হয়ত সমগ্র ল্যাণ্ডস্লাইড থেমে যেতে পারে।

তুষার-ধ্বসের পাঁচশো ফিট ওপরে আলোয়েট 'কপ্টার থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে রানাও। শূন্যে 'কপ্টার দাঁড় করিয়ে, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা কাজে হাত দিল ও। রানার অনুরোধে অন্যান্য ইকু-ইপমেন্টের সাথে 'কপ্টারে দুশো কিলো জেলিগনাইটও রেখেছেন কর্ণেল মেঙ্গার। বৈরী কোনো যানবাহন যদি আটলান্টিক এক্সপ্রেসের দিকে এগোয় তাহলে বোমার সাহায্যে সেটাকে বাধা দিতে হবে ভেবে জেলি-গনাইট চেয়েছিল রানা। কোলের ওপর এক্সপ্লোসিভ সিলিণ্ডারগুলো জোড়া লাগিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বোমা তৈরি করে ফেলল ও। তুষার-ধ্বসের ডান দিকের স্রোতটাকে যদি মন্থর করে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে হয়ত দ্বিতীয় স্রোতটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে।

'আরেকবার ভেবে দেখো!' আবেদনের সুরে বলল রূপা। 'আমরা মারা যেতে পারি। কাজটা বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে না তো? ফিউ-জটা খুব ছোটো—ছোটো হতে বাধ্য। সরে যাবার আগেই যদি

বিস্ফোরণ ঘটে···

'আটলান্টিক এক্সপ্রেসে কয়েকশো আরোহী রয়েছে,' শান্ত ভাবে বলল রানা, 'এখানে আমরা মাত্র তিনজন···' মাইকেল ফ্রে-কে গোণার মধ্যেই ধরল না ও।

'আমি নিজেদের কথা ভাবছি না,' বলল রূপা। 'কয়েকশো আরোহীর স্বার্থেই বেঁচে থাকা দরকার আমাদের···'

'বেঁচে থাকতে চাইলে ঝুঁকি নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে।'

জানালা খুলে ফেলল রানা। ফিউজ ইগনাইট করেই বোমাটা ফেলে দিল নিচে। পরমুহূর্তে ম্যাক্সিমাম স্পীডে 'কপ্টার নিয়ে ওপর দিকে উঠে আসতে শুরু করল রানা। মাটি স্পর্শ করেই, ডান দিকের তুষার ধ্বসের মাত্র কয়েক মিটার সামনে বিস্ফোরিত হলো বোমাটা। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া হলো সামান্য, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে মন্থর করে দিল স্রোতটাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাঁ দিকের বিশাল স্রোতটা তুমুল গতিতে এসে পড়ল দ্বিতীয় স্রোতটার ওপর। বেধে গেল ভয়াবহ সংঘর্ষ। শক ওয়েভের ধাক্কায় তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল আলোয়েট হেলিকপ্টার। সাদা ধোঁয়ার মতো ওপর দিকে উঠে এলো তুষার কণা, গ্রাস করল আলোয়েটকে। তারপর তুষার কণা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত ট্রেনের দিকে নামতে শুরু করল ওরা।

আর সব ধ্বসের মতোই এটার গতিও রুদ্ধ হলো। এক্সপ্রেসের পিছনে বরফের একটা ঝাপটা এসে লাগল, তিন মানুষ সমান উঁচু হলেও ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যার ছুঁতে পারল না একটুর জন্যে, তবে প্রায় সিকি মাইল রেললাইনের ওপর জমে থাকল তুষার। নিজ পথে বিজয়দর্পে এগিয়ে চলল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। সামনে এয়ারোলো, গটহার্ড টানেলে ঢোকার আগে ওখানেই শেষবার থামবে ট্রেন।

# সাত

এয়ারোলো স্টেশনে থামল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফ্ল্যাট-কারের ওপর নিরাপদে নামিয়ে আনল রানা আলোয়েট হেলি-কপ্টার। ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিলেন অ্যাডমিরাল এবং কর্নেল মেঙ্গার। তাঁদের যুক্তি ছিল, উত্তর গটহার্ডের আবহাওয়া ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, হেলিকপ্টার কোনো কাজেই লাগবে না। তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করার কোনো চেষ্টা করেনি রানা, কিন্তু হেলিকপ্টার ছেড়ে যেতেও রাজি হয়নি ও। অগত্যা ওর ইচ্ছের ওপর কথা বলেননি তাঁরা।

সম্মানিত মাউন্টেনীয়ার মাইকেল ফ্রে-কে হাতকড়া পরিয়ে তোলা হলো একটা পুলিশ কারে। স্টেশন ত্যাগ করে চলে গেল সেটা। এর একটু পরই ছেড়ে দিল ট্রেন।

সামনে গটহার্ড টানেল। দশ মিনিটের জার্নি।

পিছনের ওয়াগন-লিটে সবাইকে নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকল রানা। জেনারেল তুর্গেনিভের পাশে বসেছে রূপা। ওদের সামনে অ্যাডমিরাল আর কর্নেল। ডান পাশে বেন নেলসন। বাঁ দিকে রানা। প্রথম মুখ খুলে সভার কাজ শুরু করল রানা।

'আমার বিশ্বাস, এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে তা থেকে ধরে নেয়া যায়, বিপদ একের পর এক ঘটতেই থাকবে...'

গম্ভীর মুখে বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল। 'আমি তোমার কাছ থেকে কিছু আশার বাণী শুনব বলে আশা করেছিলাম, রানা।'

'দুঃখিত,' বলল রানা, 'অ্যাডমিরাল। কর্ণেল স্যাবরের রিপোর্ট থেকে আমরা জানি, রুবল জুরিখে পৌঁচেছে—সে আমাদেরকে সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

হঠাৎ মুখ খুললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'আমি আপনাকে কর্ণেল রুবলের চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারি, মিঃ রানা।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্ণেল মেঙ্গারের চেহারা। 'ভেরি গুড! খুব ভালো কথা!' তুষার-ধ্বস জেনারেলের মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে, এখন তিনি নিজে থেকেই অনেক তথ্য জানিয়ে দিতে চাইছেন। 'আমাদের পশ্চিমা জগতে তাকে আমরা মিঃ শ্যাডো বলে চিনি। কারণ, আজ পর্যন্ত কেউ আমরা তার ফটো তুলতে বা যোগাড় করতে পারিনি।'

'আপনার বর্ণনা শুনে আমি তার একটা স্কেচ আঁকতে পারি,' বলল রূপা।

'চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু প্রসঙ্গটা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকা যাক,' বললেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'জুরিখ পৌঁছুতে এখনও দু'ঘণ্টা দেরি আছে। তার আগে, আমি একটা রহস্যের সমাধান পেতে চাই।'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল কর্ণেল মেঙ্গারের দিকে।

'রহস্য!' নড়েচড়ে বসল রূপা।

'হ্যাঁ,' বললেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারিনি আমি।' ট্রেনের ড্রাইভারকে যে-লোকটা আক্রমণ করে তাকে গুলি করা হয়েছিল—একবার গুলি করেছিলাম আমি, কিন্তু আমার গুলি শুধু তার হাতে লাগে। ট্রেনের আরেক পাশ দিয়ে নেমে যায় সে। তার জন্যে আগে থেকেই একটা ফিয়াট গাড়ি অপেক্ষা করছিল রাস্তায়, ট্রেন থেকে নেমে সেটার দিকেই ছুটছিল সে। গাড়ির কাছে পৌঁছেও গিয়েছিল,

এই সময় ট্রেন থেকে কেউ গুলি করে খুন করে তাকে। সেই একই লোক ফিয়াটের ড্রাইভারকেও গুলি করে মেরে ফেলে।'

'কে? আপনার দলের কেউ?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'না। রহস্যটা সেখানেই। আমার একজন লোক, দূরের একটা উঁচু জায়গা থেকে নাইটগ্লাস এঁটে ওই সময় নজর রাখছিল ট্রেনের পুব-দিকে। তার রিপোর্ট, ট্রেনের একটা খোলা জানালা দিয়ে করা হয় গুলি ছুটো। কে গুলি করেছে তা দেখা সম্ভব ছিল না, কারণ জানালার ভেতর কোনো আলো দেখেনি সে।'

নিজের সীটে নড়েচড়ে বসল রানা। 'কতোটা দূর থেকে গুলি করা হয়, কোনো ধারণা দিতে পারেন?'

'পারি। রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, প্রথম গুলিটার রেঞ্জ ছিল পঁচিশ মিটারের মতো। ওই একটা গুলিতেই মারা যায় স্যাবোটর—মনে রাখতে হবে, লোকটা তখন দৌড়ের মধ্যে ছিল। দ্বিতীয় গুলির রেঞ্জ আরো বেশি ছিল—রাস্তার মুখ থেকে বেশ একটু ভেতরে ছিল ফিয়াটটা। ড্রাইভারকেও ওই একটা গুলিই করা হয়।'

'অসাধারণ দক্ষ একজন মার্কসম্যান, সন্দেহ নেই,' মন্তব্য করল রূপা।

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ট্রেনে, তিনশো পঞ্চাশ জন আরোহীর মধ্যে কেউ একজন অসাধারণ দক্ষ মার্কসম্যান আছে। কে সে? কেন সে উঠেছে ট্রেনে?'

টানেলে ঢুকল ট্রেন। ইঞ্জিনের আওয়াজ এতো বেড়ে গেল যে চিৎকার করে কথা বলতে হলো রূপাকে। 'কর্নেল রুবলের লোকদেরকে গুলি করে মেরেছে, তার মানে আমাদের মিত্র সে...'

'তা নয়,' বলল রানা। 'লোকগুলো ধরা পড়ে গেলে তার পরিচয়

ফাঁস করে দেবে ভেবেও ওদেরকে গুলি করে থাকতে পারে সে। এভাবে নিজেদের লোককে গুলি করা, এর আরো অশুভ তাৎপর্য আছে...'

'তাৎপর্য হলো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক সে,' শান্তভাবে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে নিজেদের লোককে খুন করার পর্যন্ত অধিকার রাখে।'

'অতোই যদি গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভাব্য নামের তালিকাটা খুব ছোটই হবে,' মন্তব্য করলেন কর্ণেল।

'করুন ছোটো,' আহ্বান জানালেন জেনারেল।

'বরিস ভলকভ। সিমোভিচ। পুব জার্মানীর লিটারম্যান। এরা সবাই কে.জি.বি-র অসাধারণ দক্ষ মার্কস্‌ম্যান।'

আড়চোখে রানার দিকে একবার তাকালেন জেনারেল তুর্গেনিভ। কিন্তু রানার চোখে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। হাসি গোপন করে রানা বলল, 'লিটারম্যান এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে, সম্ভবতঃ একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। বাকি দু'জনের কথা আমি জানি না, তবে জেনারেল নিশ্চয়ই জানেন।'

'শিফল থেকে প্লেনে ওঠার পর লিটারম্যানের ঠিকানা দেব আমি,' অ্যাডমিরালকে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'অনায়াসে গ্রেফতার করতে পারবেন ওকে।' এরপর রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'ভলক-ভের লিভারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে, মস্কোর একটা ক্লিনিকে চিকিৎসা হচ্ছে তার।'

'আর সিমোভিচ?'

'আঠারো মাস আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হাতে ব্রাসেলসে মারা গেছে সে।'

'তার মানে,' কর্ণেল মেঙ্গারের দিকে ফিরল রানা, 'আপনি যাদের কথা বললেন তাদের কেউ নেই এই ট্রেনে।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালেন কর্ণেল।

'একজনের কথা আপনারা সবাই ভুলে গেছেন,' শান্তভাবে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। রানার দিকে তাকালেন তিনি। জানতে চাইলেন, 'আপনি তো গ্রীসে কাজ করেছেন, তাই না, মিঃ রানা?'

'আপনি যদি বলেন!'

'তাহলে হয়ত আপনি নিকোলাস লয়েডের নাম শুনেছেন?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল।

'নিকোলাস লয়েড? না।'

'নিকোলাস লয়েড কর্ণেল রুবলের অত্যন্ত প্রিয় খুনী। কিন্তু যতোদূর জানি, লয়েড নিজের দেশ গ্রীসে ছাড়া আর কোথাও কাজ করেনি। তার চেহারার বর্ণনা আমার জানা নেই। এই ট্রেনে সে আছে কিনা বলা মুশকিল, তবে থাকতেও পারে...'

'তার অভ্যেস, রুচি, কোনো বৈশিষ্ট্য—কিছুই জানা নেই আপনার, জেনারেল?' প্রশ্ন করল রূপা।

'কিছুই জানা নেই,' গম্ভীর থমথমে মুখে কমপার্টমেণ্টের চারদিকে দৃষ্টি বুলালেন জেনারেল। 'তবে একটা ব্যাপারে আমি ওভারশিওর। এতো বেশি ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে কর্ণেল রুবলের যে আমি বেঁচে আছি শুনলে সে নিজেই এই এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়বে—জুরিখ থেকে।' হাত দুটো মুঠো পাকালেন তিনি। 'এ-ব্যাপারে আপনাদের কারো মনে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে।'

'এবার তাহলে তার চেহারার বর্ণনাটা দিন আমাকে,' বলল রূপা।

'সেটা কোনো উপকারে নাও লাগতে পারে—ছদ্মবেশ নেবার

ব্যাপারে তার মতো ওস্তাদ লোক আমি আর দেখিনি। কিন্তু ওই যে বললাম, এই ট্রেনে সে উঠবেই। শোন তাহলে…'

গসচেনেন আর বেশি দূরে নয়। ওয়াগন-লিটের কমপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে এগোল রানা। এর আগে হল্যাণ্ডগামী রাতের ট্রেনগুলো জুরিখকে পাশ কাটিয়ে লুসার্ণ হয়ে বাজ্‌লে যেত, কিন্তু নতুন আটলান্টিক এক্সপ্রেস উত্তর দিক ধরে সোজা জুরিখে পৌঁছুবে। রেল স্টাফরা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও হিমবাহ ঘটনার পর আরোহীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসেনি। ভয় আর চাপা উত্তেজনা রয়েছে সবার মধ্যেই। টানেল ছাড়া দেখার কিছুই নেই, তবু খোলা জানালার সামনে গুম মেরে বসে আছে অনেকে। গসচেনেন স্টেশনে পৌঁছুল ওরা। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ট্রেন। তুষার-ঝড়ের মাতামাতি চলছে বাইরে, প্ল্যাটফর্মে তুষারের একটা মোটা স্তর তৈরি হয়েছে। মাত্র একজন আরোহী উঠল ট্রেনে।

একটা ফার্স্ট-ক্লাস রিজার্ভেশন রয়েছে সুফিয়ার। কমপার্টমেণ্টটা খালি দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। পাশের কমপার্টমেণ্ট থেকে তাকে করিডোর ধরে এগোতে দেখল জর্জ স্যাণ্ডো। একা বসে আছে সে, পা দুটো সামনে মেলে দেয়া, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে কালো পাইপটা। আবার যখন ছাড়ল ট্রেন, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল সে, করিডোরে বেরিয়ে এসে পাশের কমপার্টমেণ্টের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। দেখল, গায়ের কোট খুলছে সুফিয়া, আটলান্টিক এক্সপ্রেসের নতুন আরোহী। হঠাৎ করিডোরে চোখ পড়তে স্যাণ্ডোকে দেখতে পেল সে। ভুরু নাচিয়ে একটা চোখ টিপল স্যাণ্ডো। তার দিকে পিছন ফিরল সুফিয়া। সোফায় বসল। খানিক পর পিছন

ফিরে তাকিয়ে দেখল, স্যাণ্ডো চলে গেছে। দু'মিনিট পর তার কমপার্টমেন্টে ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সামনের সোফায় বসল ও। 'ধন্যবাদ, সুফিয়া।'

'আমার মেসেজ পৌঁচেছিল তোমার কাছে?' রানার দেখাদেখি ফিসফিস করে কথা বলছে সুফিয়াও।

'একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণে, থ্যাংক গড। গোটা আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি।' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'ওদিকের খবর বলো। খুব ভুগিয়েছে মাইকেল ফ্রে?'

যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল সুফিয়া। গম্ভীর ভাবে মাথা দোলাল রানা। 'এখানে আমার কাজ কি হবে?' জানতে চাইল সুফিয়া।

'কাভার নিয়ে থাকো—তোমার কথা কাউকে বলছি না আমি। জরুরী পরিস্থিতিতে দরকার হতে পারে তোমাকে।'

'আমাকে কিছু জানাবার আছে বলে মনে করো?'

'আছে,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে কর্ণেল রুবল জুরিখে রয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে, ট্রেনে চড়বে সে।'

আঁতকে উঠল সুফিয়া। 'ভয়ংকর লোক!'

'আমরাও তো কম ভয়ংকর নই, সুফিয়া!' মৃদু হেসে বলল রানা।

"বিশাল বাসারহর্ণ হিমবাহ একটুর জন্যে ছুঁতে পারেনি আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে...ট্রেন এখন জুরিখের পথে রয়েছে..."

হোটেল সুইজারহফ। রাত আটটা চল্লিশ। দুশো সাত নম্বর কামরা। এইমাত্র পকেট সাইজ ট্র্যানজিস্টার রেডিওতে খবরটা শুনল কর্ণেল রুবল। চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। বোতাম টিপে

সেটটা বন্ধ করে দিল সে। ধীরে সুস্থে একটা চুরুট ধরিয়ে আপনমনে টানতে লাগল।

নিস্তব্ধতা যখন আর সহ্য হচ্ছে না, স্যাবোটাজ চীফ বাডি রিমলার মুখ খুলল, 'এখন কি করব আমরা, কমরেড ?'

'প্রথমে আমরা ওই ম্যাপটা পুড়িয়ে ফেলতে পারি...' ঠাণ্ডা গলায় বলল কর্ণেল রুবল।

বাথরূমে গিয়ে ম্যাপটা পুড়িয়ে ফিরে এলো রিমলার। এই সময় মস্কো থেকে জুরিখবার্গের প্রফেসর উডসেনের মাধ্যমে একটা সিগন্যাল আসতে শুরু করল। একটু পরই সিগন্যালটা কর্ণেল রুবলের হাতে ধরিয়ে দিল রেডিও অপারেটর অ্যাডলফ বয়লার।

নিঃশব্দে সিগন্যালটা পড়ল কর্ণেল রুবল। কারো দিকে না তাকিয়ে বাথরূমে চলে গেল সে। সিগন্যালটা পুড়িয়ে আবার যখন কামরায় ফিরে এলো, সহকারীরা দেখল, ঘামে ভিজে চক চক করছে তার কপাল।

'ছোটো সিগন্যালটা বাজ্‌লে পাঠাও,' বয়লারকে নির্দেশ দিল রুবল। 'পরেরটা আমস্টারডামে কংকাইট গ্রুপের কাছে যাবে।' ছোট সিগন্যালটা যাবে সোভিয়েট মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের এক্সিকিউশনার ইউরি গুস্তাফের কাছে। রুবলের মেসেজ পেয়ে আগেই মালহাউস থেকে বাজ্‌লে চলে এসেছে সে।

'আমস্টারডাম সিগন্যালটা আর একটু ছোটো করলে হতো না, স্যার ?' কুণ্ঠিত ভাবে জানতে চাইল বয়লার। 'এতো বড় সিগন্যাল, যদি কোনো বিপদ ঘটে ?'

চোখ গরম করে তাকাল রুবল। 'করা গেলে আমি তা করিনি কেন ?'

আর কোনো কথা বলার সাহস হলো না রেডিও অপারেটরের। বাজ্‌লে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল সে।

হোটেল সুইজারহফের পাশের রাস্তা। রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের অপারেটর ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রেডিও-ফোনের রিসিভার। কর্ণেল স্যাবরের হেডকোয়ার্টারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে এই ফোনের। অপরপ্রান্তে কর্ণেল স্যাবরই রিসিভার তুললেন।

'বেআইনী ট্রান্সমিশন, স্যার!' উত্তেজিত গলায় বলল অপারেটর। 'হোটেল সুইজারহফ। ইয়েস, স্যার। পজিটিভ।'

'শুনতে থাকো। আমি নিজে আসছি...'

পুলিশ পেট্রলের একটা দল জুরিখের হোটেল রেজিস্টার চেক করতে বেরিয়ে মিনিট ছয়েক আগে সুইজারহফ হোটেলে পৌঁচেছে। এই সময় ওভারকোটের পকেটে হাত ভরে রিসেপশনে ঢুকলেন কর্ণেল স্যাবর। তাঁর পিছু পিছু ঢুকল সাদা পোশাক পরা ছয়জন লোক, প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

'কিছু জানা গেল?' খোলা হোটেল রেজিস্টারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কর্ণেল স্যাবর।

'হেঞ্জ বোলচাক জার্মানীতে যায়ইনি, স্যার,' একজন পুলিশ অফিসার বলল। 'এই হোটেলে উঠেছে সে—দুশো এক নম্বর কামরা।'

'আই সি!' পাইপটা দাঁত থেকে নামালেন কর্ণেল স্যাবর। 'লাঞ্চের পর থেকে আর কেউ উঠেছে এখানে?'

'অ্যাডলফ বয়লার বাজ্‌লের একজন রেন্টিস্ট—দুশো সাত নম্বর কামরা। আরেকজন লোক, বাডি রিমলার, এও ভিয়েনা থেকে চারশো

তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইটে এসেছে। তিনশো ষোলো নম্বর কামরা।'

'আগে বোলচাকের কামরা,' নির্দেশ দিলেন কর্ণেল স্যাবর। রিসেপশনিস্টের দিকে ফিরে বললেন, 'পাস-কী, প্লীজ। কেউ যদি ফোন ব্যবহার করতে চায়, যেই হোক সে, বলে দিয়ো সুইচ বোর্ডে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে।' হোটেল পোর্টারের দিকে তাকালেন তিনি 'তুশো একে নিয়ে চল।'

রিসেপশন হলে রয়ে গেল তু'জন পুলিশ। নিজের তু'জন লোককে সাথে নিয়ে লিফটে চড়লেন কর্ণেল স্যাবর। বাকি চারজন সিঁড়ি বেয়ে উঠল। নিঃশব্দে তুশো এক নম্বর কামরার কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে ঘোরানো হল। সবার হাতে উদ্যত পিস্তল। পরমুহূর্তে এক ঝটকায় দরজা খুলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সবাই। সবার সামনে ঢুকলেন কর্ণেল স্যাবর। ঘরে কেউ নেই দেখে সাথে সাথে বেরিয়ে এল আবার সবাই। এরপর জড়ো হল তুশো সাত নম্বর কামরার সামনে। একই নিয়মে তালা খুলে ভেতরে ঢোকা হল। এই কামরাটা খালি নয়। এইমাত্র দীর্ঘ সিগন্যালটা আমস্টারডামে পাঠাবার কাজ শেষ করেছে অ্যাডলফ বয়লার। ট্র্যান্সমিটার লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছে সে, এই সময় কামরার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল কর্ণেল স্যাবরের দল। শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ঘুরে দাঁড়াতে যাবে বয়লার, এই সময় শিরদাঁড়ায় গুলি খেল সে। মেঝেতে পড়ে গেল শরীরটা। বোধহয় এরই মধ্যে মারা গেছে। লোকটার মুঠোর দিকে চোখ পড়ল কর্ণেল স্যাবরের। একটা কাগজের টুকরো রয়েছে মুঠোর ভেতর। এগিয়ে এলেন তিনি। চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠেছে। হাঁটু মুড়ে বসলেন লাশের পাশে। মুঠো থেকে কাগজটা বের করে নিলেন। কোড করা আমস্টারডাম সিগন্যাল এটা। ছোটো সিগন্যালটা, যেটা বাড়লে পাঠান

হয়েছে, আগেই সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিল বয়লার।

'লোকটাকে জেরা করা গেল না সেটাই দুঃখ,' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন কর্নেল। 'এর কোড ভাঙতে এক্সপার্টদের ক'ঘণ্টা সময় লাগবে বলা মুশকিল। আদৌ পারবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। এটা বোধহয় সোভিয়েট ওয়ান-টাইম কোড। কোড-বুকটা যদি এখানে না থাকে...'

খোঁজ করে কোনো কোড-বুক পাওয়া গেল না। কিন্তু বাথরূমে ঢুকে নাকের ফুটো কুঁচকে উঠল কর্নেল স্যাবরের। 'কিসের গন্ধ, বল তো ? হুঁ, বুঝেছি—কাগজ পোড়ার গন্ধ। তার মানে আগের সিগন্যাল-গুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।'

তিনশো ষোলো নম্বর কামরাটাও খালি পেল ওরা। রিসেপশনে নেমে এলেন কর্নেল স্যাবর। রিসেপশনিস্টকে বললেন, 'ওদের কামরায় বোলচাক আর রিমলার কেউ নেই। আমার লোকেরা গোটা হোটেল সার্চ করছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হোটেলে ওদেরকে পাওয়া যাবে না। জানতে চাই, ওরা যদি সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই তোমার চোখে তা ধরা পড়ার কথা ?'

'ইয়েস, স্যার !' একটু থতমত খেয়ে বলল রিসেপশনিস্ট। 'কিন্তু আমি মিনিট কয়েকের জন্যে একটু টয়লেটে গিয়েছিলাম, ওরা যদি তখন বেরিয়ে গিয়ে থাকে...'

'রিসেপশন তখন খালি ছিল ?' কঠিন সুরে জানতে চাইলেন কর্নেল স্যাবর।

'না, স্যার। আমার সহকারী ছিল...'

পনের মিনিটও হয়নি হোটেল ছেড়ে চলে গেছে হেঞ্জ বোলচাক

ওরফে কর্ণেল রুবল। কয়েক সেকেণ্ড পর বাড়ি রিমলারও হোটেল ত্যাগ করে। পায়ে হেঁটে কয়েক মিটার এগিয়ে এসকালেটরে চড়ে কর্ণেল রুবল, সেটা তাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড শপিং সেন্টারে পৌঁছে দেয়।

শপিং সেন্টারের একটা টয়েলেটে ঢুকে চশমাটা খুলে ফেলে কর্ণেল রুবল, পকেট থেকে একটা পুরানো ক্যাপ বের করে পরে নেয়। এ-ধরনের ক্যাপ সাধারণত শোফাররা পরে থাকে। আরেকটা এসকালেটরে চড়ে উল্টো দিক দিয়ে শপিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসে সে। একটা ট্যাক্সি ডেকে চড়ে বসে তাতে, ড্রাইভারকে জার্মান ভাষায় বলে, 'পেলিক্যান-প্লাজ, প্লীজ।'

পেলিকান-প্লাজে নেমে ট্যাক্সিকে বিদায় করে দিল কর্ণেল রুবল। তারপর রাস্তা টপকে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। একটার পর একটা গলি পেরিয়ে অবশেষে চারশো একান্ন নম্বর লিনডেনগাসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। গলির শেষ মাথায় চারশো একান্ন নম্বর লিনডেনগাস একটা ভিলা, গলির এদিকের মুখ থেকে বেরুবার রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল সে। ভেতরে ঢুকে সোজা সিঁড়ির দিকে এগোল। দোতালার প্রথম কামরায় দেখা হল একটা মেয়ের সাথে। বছর ত্রিশেক বয়স হবে মেয়েটার, হাতে একটা পিস্তল রয়েছে। কর্ণেল রুবলকে দেখে পিস্তলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সে। তার হাতে হেঞ্জ বোলচাকের পাসপোর্টটা ধরিয়ে দিল কর্ণেল রুবল। মেয়েটা তাকে বড় একটা কামরায় নিয়ে গেল। জানালা-দরজা সহ ঘরের পুরোটা দেয়াল ভারি পর্দা দিয়ে ঢাকা। গায়ের কোট আর ক্যাপ খুলে তুষার ঝাড়ল কর্ণেল রুবল। একটা আরাম কেদারায় বসে ভিজে জুতোটা খুলল। 'এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও,' হুকুম করল সে। তারপর জানতে চাইল, 'কখন পৌঁছুবে আটলান্টিক

এক্সপ্রেস ?'

'দশ মিনিট আগে হপ্টবাহানহফে ফোন করেছিলাম—ওরা বলল, ছ'হাজার দুশো তেত্রিশ ঘণ্টায় পৌঁছুবার কথা। ছ'হাজার তিনশো ঘণ্টায় আবার রওনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

'তাহলে আর বসে থাকার উপায় নেই, অনেক কাজ বাকি রয়েছে,' শান্ত গাম্ভীর্যের সাথে বলল কর্ণেল রুবল। 'আমি আটলান্টিক এক্সপ্রেস ধরতে যাচ্ছি।'

'কিন্তু!' চোখ কপালে উঠে গেল মেয়েটার। 'কিন্তু হপ্টবাহানহফে কড়া সিকিউরিটি কর্ডন থাকবে, মিঃ ভেগার···!'

'আমাকে জ্ঞান দান করার দরকার নেই, ইলা।'

কর্ণেল রুবল এখন আর হেঞ্জ বোলচাক নয়, তার নতুন নাম এডওয়ার্ড ভেগার। এডওয়ার্ড ভেগার নামে আসলেও একজন লোক আছে এই শহরে, সে এখন ছুটি কাটাচ্ছে তার গ্রামের বাড়িতে। ভিজে কাপড়চোপড় আর জুতো নিয়ে চলে গেল ইলা, একটু পরই একটা স্লিপিং গাউন আর স্লিপার নিয়ে ফিরে এল সে। ইলার সামনেই উলঙ্গ হল কর্ণেল রুবল, গাউনটা পরে একটা ডেস্কের সামনে বসল। 'সবাই হাজির হয়েছে তো?' জানতে চাইল সে। মাথা ঝাঁকাল ইলা। 'গুড। ডাকো ওদেরকে। দেখি কর্ণেল স্যাবরের কড়া সিকিউরিটি কর্ডনের বিরুদ্ধে কি করা যায়।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ইলা। ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করল কর্ণেল রুবল। জুরিখবার্গ হয়ে মস্কো থেকে যে মেসেজটা এসেছে সেটার কথা মন থেকে সরাতে পারছে না সে। মেসেজের অক্ষরগুলো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে—"সমস্ত কী এজেন্টকে পশ্চিম ইউরোপ ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে···"

মেসেজটা কর্নেল রুবলের জন্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত। এর মানে হল, মস্কো ধরেই নিয়েছে জেনারেল তুর্গেনিভকে হত্যা করতে ব্যর্থ হবে সে। মেসেজটায় কারো সই নেই দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার, খোদ ফার্স্ট সেক্রেটারী লিউনিদ তালিন তৈরি করেছে ওটা। নিশ্চয়ই রেডিও খবর শুনে জানতে পেরেছে তারা, বাসারহর্ণ হিমবাহ আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে।

রাত আটটা চল্লিশে জুরিখে বসে কর্নেল রুবল রেডিওতে যখন তুষার ধ্বসের কবল থেকে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের রক্ষা পাবার খবর শুনছে, মস্কো সময় দশটা চল্লিশে ফার্স্ট সেক্রেটারী লিউনিদ তালিন তখন তাঁর দু'জন পলিটব্যুরো সহকর্মীর সাথে মিটিং করছেন। তুর্গেনিভ সংকট সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পলিটব্যুরো সদস্য মার্শাল সুখনভ এবং আনাতোলি ফেরুবিনের ওপর। সচরাচর দেখা যায়, সব ব্যাপারেই আক্রমণাত্মক একটা ভঙ্গি নিয়ে থাকেন মার্শাল সুখনভ। আজ কিন্তু ঠিক তার উল্টো ভাব লক্ষ্য করা গেল জেনারেলের আচরণে। চেহারাটা ম্লান, কথা বলছেন কম, গলার আওয়াজেও আগের সেই তেজ নেই। রেডিওর খবরটা তিনি মাথা নিচু করে শুনলেন। কিন্তু তাঁর এই ম্রিয়মান ভাব-ভঙ্গি দেখেও ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিনের মনে এতোটুকু দয়ার উদ্রেক হল না। তিনি কঠোর ভাষায় দায়ী করলেন মার্শালকে।

'এই চরম সংকটে আপনার পোষা লোক তার গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারেনি,' বললেন ফেরুবিন। 'কর্নেল রুবল যে কোনো কাজেরই নয়, এরপরও কি তা প্রমাণ করার দরকার আছে? কাজের মধ্যে এইটুকু করেছে সে—সুইজারল্যাণ্ডের ভেতর আমাদের আণ্ডারগ্রাউণ্ড

স্যাবোটাজ অ্যাপারেটাস ধ্বংস করে দিয়েছে…'

'সাধ্যমতো চেষ্টা করছে সে,' মৃদু গলায় বললেন মার্শাল সুখনভ। 'এইটুকুই তার কাছ থেকে আশা করতে পারি আমরা।' নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে আসা একটা লোম ধরে টান দিলেন তিনি।

'না,' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললেন ফেরুবিন। 'আমরা তার কাছ থেকে সাফল্য আশা করেছিলাম। আপনিই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, কর্ণেল রুবল আজ পর্যন্ত কোনো দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়নি। এখন আপনার সুর পাল্টে যাচ্ছে কেন? প্রশ্ন হল, আর কতো ক্ষতি করতে দেয়া যায় তাকে? যতো সময় যাবে, ততই দুঃসংবাদের জন্ম দেবে ওই লোক। আমাদের এজেন্টদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, এর তাৎপর্য আপনি কি বুঝতে পারছেন না, মার্শাল সুখনভ? ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ইনফিলট্রেট করাতে কয়েক বছর সময় লেগেছে, খরচ হয়েছে কোটি কোটি রুবল—এই যে ভয়ংকর ক্ষতি, কে তা পূরণ করবে? কোত্থেকে আসবে এতো টাকা? আমি বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীর কথা ভাবছি। ওখান থেকে আমাদের লোককে যদি ফিরিয়ে আনতে হয়, সর্বনাশ হয়ে যাবে…'

'আগেও বলেছি আমি, এখনও বলছি, কর্ণেল রুবল চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না। তার ওপর এখনও পরিপূর্ণ আস্থা আছে আমার। নিশ্চয়ই একটা না একটা উপায় বের করবে সে।' রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন মার্শাল।

'কিন্তু যদি কোনো উপায় করতে না পারে?' প্রশ্ন করলেন ফার্স্ট সেক্রেটারী লিউনিদ তালিন। ঠাণ্ডা হিম দৃষ্টিতে মার্শালের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'ফ্রান্স, বেলজিয়াম আর পশ্চিম জার্মানী থেকে আমাদের সমস্ত কী-এজেন্টকে ডেকে নেবার এটাই কি শেষ সময় নয়?'

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'পরে আবার ফিরে যেতে পারে তারা।'

'খবর পেয়েছি,' শুরু করলেন মার্শাল সুখনভ, হাতে সময় পাবার জন্যে তথ্যটাকে কাজে লাগাতে চাইছেন তিনি, 'পশ্চিম জার্মানীর বর্ডার কন্ট্রোলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, সাংঘাতিক কড়া প্রহরার ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা। তাছাড়া, আবহাওয়ার যা অবস্থা, তাতে সীমান্ত টপকে পুব জার্মানীতে পালিয়ে আসা আমাদের এজেন্টের পক্ষে আরো কঠিন হয়ে উঠেছে।'

'তাহলে ওদেরকে জানিয়ে দেয়া হোক যেন ওরা সাইবেরিয়া সিক্স-নাইনে ওঠার জন্যে তৈরি থাকে। বালটিক থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন, ডাচ উপকূলের কাছে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় নেবে না...'

'এটাই কি আপনার পরামর্শ?' মৃদু গলায় জানতে চাইলেন মার্শাল সুখনভ।

'অসম্ভব, না!' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারী। 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আমরা আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাইছি।'

তিনি যে ফাঁদে পড়ে গেছেন, বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না মার্শাল সুখনভের। সুইজারল্যাণ্ডে বিপর্যয় যা ঘটার ঘটে গেছে, সেজন্যে তাঁকেই দায়ী করা হবে। এখন তাঁর সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। তিনি যদি বলেন, না; এবং তুর্গেনিভ যদি আমেরিকায় পৌঁছায়, পশ্চিম ইউরোপের সোভিয়েট আণ্ডারগ্রাউণ্ড অ্যাপারেটাস সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তিনি যদি বলেন, হ্যাঁ; তাহলে এজেন্টরা বেশিরভাগ, পালিয়ে আসতে পারবে বটে কিন্তু পরে আবার তাদেরকে ইনফিলট্রেট করানো মস্ত একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। সে যাই হোক, গা বাঁচা-

নাটা এখন সবচেয়ে বেশি জরুরী। মৃদু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। ওদেরকে ডেকে পাঠাবার পরামর্শই আমি দিচ্ছি।'

# আট

জুরিখ। রাত ন'টা দশ।

লিনডেনগাস ভিলা। নিজের কামরায় বসে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল কর্ণেল রুবল। সামনে তিনটে ফটো, প্রত্যেকটা গভীর মনোযোগের সাথে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল সে। ইতিমধ্যে তার চার জন লোককে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে, দু'দলে ভাগ হয়ে ভিলা থেকে বেরিয়ে গেছে তারা। রুবল আর ইলা ছাড়া আর কেউ নেই ভিলায়। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো অস্থির করে তোলে রুবলকে, তার ভেতর উত্তেজনা বাসা বাঁধছে। তবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে চমৎকার একটা প্ল্যান তৈরি করেছে সে, কাজেই দুশ্চিন্তার কিছুই নেই।

সুইজারহফ হোটেল থেকে রুবল বেরিয়ে আসার কয়েক সেকেণ্ড পর বাডি রিমলারও হোটেল ত্যাগ করে। সোজা হপ্টবাহানহফে চলে গেছে সে, লোকাল ট্রেন ধরে পৌঁছে গেছে বাজ্‌লে। রুবলের বিশ্বাস, অ্যাডলফ বয়লার তার ট্র্যান্সমিশন শেষ করার পরপরই সুইজারহফ হোটেল ঘিরে ফেলবে পুলিশ। আমস্টারডামে পাঠাবার জন্যে যে মেসেজটা তাকে দিয়ে এসেছে সে, সেটা নিরাপদ ট্র্যান্সমিশনের জন্যে বিপজ্জনক, এতো বড় যে সুইস রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের অপারেটর অনায়াসে ট্র্যান্সমিটারের হদিস বের করে ফেলবে। রুবল তাকে এক রকম পুলিশের হাতে তুলে দিয়েই এসেছে। পুলিশকে ওর চেহারার

বর্ণনা দিতে পারে বয়লার, কাজেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত তার।

ঘরে ঢুকে ইলা দেখল, এখনো গভীর মনোযোগের সাথে ফটো-গুলো দেখছে কর্ণেল রুবল। 'শুধু তো ছবি! এতো কি আছে দেখার?'

'শত্রুদেরকে ভাল করে চিনে নিচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল রুবল। 'ওদের চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করছি, চাপের মুখে কি ধরনের আচরণ করবে ওরা...'

প্রথম ফটোটা বেশ পুরানো, তাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ওটা কর্ণেল মেঙ্গারের ছবি। তাঁর হ্যাটের কার্ণিশটা নিচু হয়ে আছে, ফলে কপালটা দেখা যাচ্ছে না। দূরের একটা জানালা থেকে টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে তোলা হয়েছে ফটোটা। দ্বিতীয় ছবিটা ঝাপসা, তবে প্রথম-টার মতো নয়। এটা ডাচ কাউন্টার এসপিওনাজ চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটনের ছবি। দান হেগেনে, রেলওয়ে স্টেশনের উল্টোদিকের হোটেল অ্যাস্টোরিয়ার বাইরে থেকে তোলা হয়েছে। তৃতীয় ফটোটা, কয়েক বছর আগে এথেন্সে তোলা হয়েছে, মাসুদ রানার। এই ফটোটার গায়ে টোকা দিল রুবল।

'মানে?' রুবলের ঘাড়ের ওপর থেকে জানতে চাইল ইলা।

'এদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে ডেঞ্জারাস...'

'আসলে আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন,' রুবলের মাথার চুলে কয়েকটা আঙ্গুল সেঁধিয়ে দিল ইলা। তারপর আরো একটু ঝুঁকে পড়ে রুবলের মাথার সাথে চেপে ধরল বুক। ফিসফিস করে বলল, 'আমার কামরায় যাবেন?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পোশাকের চেইন ধরে সামনেটা ফাঁক করে ফেলল ইলা।

ইতস্তত করছে রুবল। 'এখন সময় নেই...'

'তাহলে এখানেই। কই, আসুন।'

নিকেল আর অটো। রুবলের ছ'জন বিশ্বস্ত চর। বসের নির্দেশ নিয়ে ভিলা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তার মোড়ে একটা সিট্রন অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। ছ'জনেই পুব জার্মানীর লোক, কিন্তু ছ'জনের কাছেই পশ্চিম জার্মানীর জাল কাগজ-পত্র আছে। সিট্রন নিয়ে স্টেশনের দিকে চলল ওরা।

স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা ছায়ার মধ্যে গাড়ি দাঁড় করাল অটো। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল ওরা। মেইন গেট দিয়ে না ঢুকে সাইড এন্ট্রান্স দিয়ে, ব্যাগেজ কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে স্টেশনে ঢুকল ওরা। অকারণে ঘুর ঘুর করছে না বোঝাবার জন্যে হাতে একটা স্যুটকেস ধরে আছে অটো। রাতের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে রেল-পোর্টাররা, তাদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে থাকল ওরা, যদিও ওই পোর্টারদের ওপরই তীক্ষ্ণ নজর ওদের। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরাল নিকেল। নিচু গলায় অটোকে বলল, 'তিনজনের দলটা থেকে সরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওই যে নাকের পাশটা চুলকাচ্ছে—ওকে দিয়েই আমাদের কাজ চলবে। আকার, আকৃতি এবং গড়ন সব মিলে যাচ্ছে। তুমি কি বল?'

বিশ গজ দূরে দাঁড়ান পোর্টারকে ভাল করে দেখল অটো। 'নাহ্! তোমার চোখ বটে!' প্রশংসার সুরে বলল সে। 'ঠিক ওকেই দরকার আমাদের।'

অটোকে রেখে পোর্টারের দিকে এগিয়ে গেল নিকেল। পোর্টার লোকটা মাঝারি আকৃতির, কাঠামোটা শক্তিশালী, কর্ণেল রুবলের

আকৃতি এবং গড়নের সাথে মিলে যায়। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিকেল। বলল, 'ইণ্ডিকেটর বোর্ডে দেখলাম, এগারটার আগে আটলান্টিক এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম ছাড়বে না। আমার সময়ের হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে, কাজেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। বোর্ডের লেখাটা ভুল নয় তো?'

'না, স্যার। এক্সপ্রেস যে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছুবে সেটাই তো একটা আশ্চর্য ঘটনা। খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি, স্যার?'

'খবর? কিসের খবর?'

'শোনেননি! গটহার্ডের দক্ষিণে একটা হিমবাহ আঘাত করেছিল। সবাই বলছে, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় তুষার-ধ্বস। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস...'

'বলো কি! গড! কই, শুনিনি তো। যাই হোক, এখান থেকে বাজ্‌লের মধ্যে হিমবাহ নামার কোনো ভয় নেই।' পোর্টারকে একটা সিগারেট অফার করল নিকেল। 'রাত জাগতে হয়, কষ্ট হয় না? যাই বল, কাজটা কিন্তু একঘেয়ে, এই রাত জেগে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করা। কতক্ষণ ডিউটি করতে হয় তোমাদের?'

একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতা পেয়ে মনে মনে খুশি হল পোর্টার। 'ডিউটি শেষ হতে রাত কাবার হয়ে যায়, স্যার। খাটুনির তুলনায় রোজগার তেমন ভাল নয়। রাত আটটা থেকে সেই সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি...'

ছ'মিনিট গল্প করে ঘুরে দাঁড়াল নিকেল, বাঁ হাতটা ভরল কোটের পকেটে, সরে গেল ধীরে ধীরে। দূরে দাঁড়িয়ে এই সিগন্যালটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল অটো। এগিয়ে এল সে, পোর্টারের সামনে দাঁড়াল। 'আমার অন্যান্য ব্যাগ গাড়িতে রয়েছে, নিয়ে এসে দেবে? স্টেশনের

শেষ মাথায় পার্ক করা আছে ওটা।' হাতের স্যুটকেসটা পোর্টারের ট্রলিতে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। তাকে অনুসরণ করল পোর্টার।

ব্যাগেজ স্টোরেজ ডিপার্টমেন্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। লোকজনও নেই। সিট্রনের কাছে এসে দ্রুত চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল অটো। নেই কেউ। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বলল, 'এদিকে··· সাবধান, একটা ব্যাগ ভীষণ ভারি···' তার পাশে এসে ঝুঁকে পড়ল পোর্টার। ইতিমধ্যে পকেট থেকে ভারি হাতুড়িটা বের করে ফেলেছে অটো। সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই পোর্টারের মাথার পিছনে প্রচণ্ড একটা ঘা বসিয়ে দিল সে। পড়ে গেল পোর্টার। মারা গেছে। ছায়া থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে লাশটাকে গাড়িতে তোলার কাজে অটোকে সাহায্য করল নিকেল। 'ট্রলি···' লাশের ওপর মোটা কম্বল চাপা দিয়ে অটোকে মনে করিয়ে দিল সে। ট্রলিটা ঠেলে একটা দেয়াল ঘেঁষে ছায়ার মধ্যে রেখে এল অটো। পরে এটা দরকার হবে। গাড়িতে উঠে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করল ওরা। স্টার্ট দিল অটো। লিম্মাট ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি। কোয়াইবুরস্ক ছাড়িয়ে লেকের নির্জন প্রান্তে চলে এল ওরা। একটা গাছের নিচে, লেকের তীরে গাড়ি থামাল। অফ করল হেডলাইট আর ইঞ্জিন। দু'জন মিলে পোর্টারের শরীর থেকে ইউনিফর্ম, ক্যাপ আর বুট খুলে নিতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা। পোর্টারের ওয়ালেটটা পরীক্ষা করল অটো। ভেতরে রেল পাসটা আছে দেখে স্বস্তিবোধ করল সে। বলল, 'হয়েছে, এবার ঘাড় থেকে বোঝা নামানো যাক···'

গাড়ির ভেতর থেকে মোটা, ভারি চেইন বের করল নিকেল। লাশের গায়ে জড়ান হল সেটা। তারপর দু'জন ধরাধরি করে কিনারায় নিয়ে এল লাশটাকে, ফেলে দিল নিচের লেকে। কয়েক সেকেণ্ড

পর বরফের ওপর দড়াম করে পড়ল সেটা। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বরফের স্তর, নিচের পানিতে ডুবে গেল লাশ। সাথে সাথে চারপাশ থেকে বরফ এসে জুড়ে দিল গর্তটাকে।

গাড়ি নিয়ে লিনডেনগাসে ফিরে আসছে ওরা। দু'জনেই খুশি, কাজটা নিরাপদে সারা গেছে। যা যা দরকার, সব যোগাড় হয়েছে— রেল পাস, ইউনিফর্ম, বুট, ক্যাপ এবং একটা ট্রলি। পোর্টার লোকটা যদি বিবাহিত হয়, তার স্ত্রী পুলিশকে স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার খবর অবশ্যই দেবে, কিন্তু সকাল আটটার আগে নয়। তার অনেক আগেই আটলান্টিক এক্সপ্রেস স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে।

লিনডেনগাস ভিলা থেকে দু'জনের দ্বিতীয় দলটা আরেকটা গাড়ি নিয়ে শহরের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছুল। একটা প্রকাণ্ড গ্যারেজের ভেতর ঢুকে থামল গাড়ি। ভেতর থেকে টিনের দরজাটা বন্ধ করে দিল ড্রাইভার। তার সঙ্গী লোকটা গাড়ি থেকে নেমে পাশে দাঁড়ান ফার্ণিচার ভ্যানের ক্যাবে উঠে বসল। 'আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, সময় হলে উঠিয়ে দিয়ো,' বলে সীটের পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজল সে।

ভ্যানের ওপর পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে কাঠের আসবাব-পত্র। পিছনের টেইল-বোর্ডটা বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম করেছে, তবে একটা ক্যাবল আর পুলি ডিভাইস গোটা ভ্যানটাকে ক্যাব পর্যন্ত জড়িয়ে রেখেছে, ক্যাবলে ঢিল না পড়লে টেইল-বোর্ড ভেঙে গিয়ে আসবাবগুলো পড়ে যাবার ভয় নেই। আসবাবগুলোর ওপর একটা ক্যানভাসের পর্দা চাপা দেয়া রয়েছে।

ভ্যানের পিছন দিকে চলে এল ড্রাইভার। দরজা খুলে একটা কামরায় ঢুকল সে। ঘরের আলো জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল, তার-

পর এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের ওপর থেকে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। ডায়াল করে বলল, 'কিনো বলছি, ডেলিভারি দেবার জন্যে তৈরি আছে মাল।'

'চমৎকার!' বলেই অপরপ্রান্তে রিসিভার রেখে দিল ইলা।

ক্যাবে উঠে বসল ড্রাইভার। চোখ বুঁজে বসে থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল একবার, তারপর রিস্টওয়াচ দেখল। সিগারেটটা শেষ করে আরেকটা ধরাল সে। কিছুক্ষণ পরপর হাতঘড়ি দেখা ছাড়া আপাততঃ তার আর কোনো কাজ নেই।

লিনডেনগাসে পোর্টারের ইউনিফর্ম ইত্যাদি ডেলিভারি দিয়েই গাড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল অটো আর নিকেল। দ্বিতীয় বার কোয়াই-বুরস্ক পেরোল ওরা, কিন্তু লেকের তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে এবার লিম্মাট নদীর পাড় ধরে উত্তর দিকে ছুটল গাড়ি। তারপর বাঁক নিয়ে সোজা জুরিখবার্গের দিকে এগোল। অভিজাত এলাকার ভেতর দিয়ে, সুদৃশ ভিলা আর সযত্নলালিত বাগানের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে ওরা, এই সময় গাড়ি ঘুরিয়ে একটা খোলা গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল অটো। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল দু'জন। 'লিমুসীনটা চেক করো—ইঞ্জিনটা ভাল করে দেখবে,' নিকেলকে পরামর্শ দিল অটো।

দরজাটা খোলাই ছিল, কবাট উন্মুক্ত করে হলঘরে ঢুকল অটো। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল একটা মেয়ে। 'তোমার কাপড়চোপড় যা লাগবে সব শোবার ঘরে আছে,' অটোকে বলল সে।

'এটা পুড়িয়ে ফেলো,' মেয়েটার হাতে নিজের আইডেনটিটি কার্ডটা ধরিয়ে দিল অটো। 'পাসপোর্টটা দাও।' বিশুদ্ধ রাশান ভাষায় কথা বলছে ওরা।

শোবার ঘরে এসে পোশাক বদল করল অটো। অন্তর্বাস, শার্ট, টাই, জুতো এবং হ্যাট সবই রাশিয়ায় তৈরি। হলঘরে ফিরে এল অটো। পোশাক পাল্টে নিকেলও হাজির হয়েছে এখানে। একজন রাশান শোফারের ইউনিফর্ম পরেছে সে।

'গাড়িটা আমি নিজে একবার চেক করতে চাই,' বলল অটো। নিকেলকে অনুসরণ করে ভিলার পিছন দিকের একটা গ্যারেজে চলে এল সে। ভেতরে ইস্পাতের নীলচে ডিমের মতো একটা মার্সিডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাম্বার প্লেটটা ডিপ্লোমেটিক। বার্নের সোভিয়েট দূতাবাসের প্লেট এটা। হুইলের পিছনে বসে ইগনিশন কী ঘোরাতেই স্টার্ট নিল মার্সিডিজ। সন্তুষ্ট হল অটো। নিকেলকে নিয়ে হলঘরে ফিরে এল সে। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

চারশো একান্ন নম্বর লিনডেনগাসের ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল ইলা। অপরপ্রান্ত থেকে নিজের ছদ্মনাম বলল অটো, 'বিটো বলছি, আমাদের কালেকশন ডেলিভারির জন্যে তৈরি আছে...'

'চমৎকার!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ইলা।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' পোশাকের চেইন লাগিয়ে কর্নেল রুবলকে বলল ইলা। 'সবাই যে যার পজিশনে পৌঁছে অপেক্ষা করছে। আপনাকে হপ্টবাহানহফে নিয়ে যাবার জন্যে আমিও তৈরি।'

শুধু একটা শার্ট পরে আরাম কেদারায় বসে আছে কর্নেল রুবল। ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে গেল তার। বিড়বিড় করে বলল, 'আর বেশি দেরি নেই, মাসুদ রানা!'

উত্তর গটহার্ড থেকে তুমুল গতিতে বিরতিহীন নেমে যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। বেশ খানিক সময় অপচয় হয়ে গেছে, সেটা পুষিয়ে

নেবার চেষ্টা করছে ট্রেনের ড্রাইভার। তাকে সাহায্য করার জন্যে শক্তিশালী বো বো লোকোমোটিভের ক্যাবে একজন সহকারী দেয়া হয়েছে। ড্রাইভার অবশ্য আপত্তি করেছিল। 'মাথায় ছু' একটা বাড়ি খেলে আমার কিছু হয় না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। আমার একটা সুনাম আছে, ঠিক সময়ে শিফলে পৌঁছে সেটা আমাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কারো সাহায্য ছাড়াই আমি তা পারব।' কিন্তু তার কথায় কান দেননি কর্ণেল মেঙ্গার। এয়ারোলো থেকে একজন সহকারী ড্রাইভা-রকে ট্রেনে তুলে নিয়েছেন তিনি।

পিছনের ওয়াগন-লিটের কমপার্টমেন্টে জেনারেল তুর্গেনিভকে আগের মতোই কড়া গার্ড দিয়ে রাখা হয়েছে। ট্রেন যতই জুরিখের দিকে এগোচ্ছে, ততই উত্তেজনাকর হয়ে উঠছে পরিবেশ। এবার নিয়ে তিনবার সেই পুরানো ধারণাটা ব্যক্ত করলেন জেনারেল, 'কোনো সন্দেহ নেই!' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমি জানি রুবল এই ট্রেনে উঠবেই!'

'উঁহু,' ভুল সংশোধন করার সুরে বলল রূপা। 'বলুন, ওঠার চেষ্টা করবে।' জেনারেলের বর্ণনা থেকে কর্ণেল রুবলের একটা স্কেচ এঁকেছে সে, সেটা উল্টো করে দেখাল তাঁকে। 'এই প্রথম বারের মতো আমরা জানি কর্ণেল রুবল কেমন দেখতে।'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'ওতে কোনো কাজ হবে না। আমি তো আগেই বলেছি, চেহারা বদল করার ব্যাপারে সে একটা প্রতিভা...'

'এতো পেসিমিস্টিক হবার দরকার নেই,' বাধা দিয়ে বলল রূপা। 'আমিও বলছি আপনাকে, কর্ণেল রুবল যদি ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করে, আমার চোখে তাকে ধরা পড়তেই হবে!'

রূপা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে লক্ষ্য করে হেসে ফেললেন জেনারেল। কিন্তু সবাই তাঁর হাসির মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করল। তবে অ্যাডমিরাল আর কর্ণেল মেঙ্গার রূপার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখছেন। কাজেই ঠিক হল, হপ্টবাহানহফে ট্রেন থামলে রূপা টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি নতুন আরোহীকে কাছ থেকে দেখবে।

মনে মনে সবচেয়ে সন্তুষ্ট বোধ করছেন কর্ণেল মেঙ্গার। সুইজারল্যাণ্ডকে রাশান-মুক্ত করার মোক্ষম হাতিয়ার পেয়ে গেছেন তিনি। অসাধারণ স্মরণশক্তি জেনারেল তুর্গেনিভের. তিনি রাশান এজেন্টদের লম্বা একটা তালিকা দিয়েছেন তাঁকে। শুধু নাম নয়, ঠিকানাও আছে তাতে। এখন শুধু ওদেরকে টপাটপ ধরে হাতকড়া পরানো বাকি। তবে এই আনন্দের মধ্যে একটু খুঁত খুঁত করছে তাঁর মন। কে.জি. বি এজেন্টদের মতো যদি জি-আর-ইউ এজেন্টদের তালিকাও পাওয়া যেত। কিন্তু তা পাবার কোনো উপায় নেই, জেনারেল তুর্গেনিভ ওদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জানে শুধু একজন, কর্ণেল রুবল। তাই, রুবল ট্রেনে উঠবে শুনে খুশিই হয়েছেন তিনি ঠিক, উঠলে তাকে ধরা পড়তেই হবে। কিন্তু এই কমপার্টমেন্টের ভেতরই আরেকজন ঠিক উল্টো কথা ভাবছে।

'রাশিয়ার বাইরে আর কোথায় কোথায় কাজ করেছে কর্ণেল রুবল ?' জানতে চাইল রানা।

স্মরণ করার কোনো রকম চেষ্টা না করেই উত্তর দিতে শুরু করলেন জেনারেল তুর্গেনিভ. যেন প্রশ্নের উত্তরগুলো তার মুখস্থ করা আছে। 'প্যারিসে ছয় মাস। লণ্ডনে ছয় মাস। দু'বছর ওয়াশিংটনে। সবশেষে কোপেনহেগেনে এক বছর।'

'তাহলে গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ এবং আমেরিকান ভাষা জানে সে ?'

'শেষের দুটো কি একই ভাষা নয় ?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন জেনারেল।

'সবাই আমরা ভ্রান্তির শিকার হই,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমার ধারণা ঠিক, জেনারেল ?'

'ঠিক,' বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'রুবলের প্রশংসা আমি শুধু শুধু করি না। সে একটা প্রতিভা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে-সব ভাষার কথা বললেন সেগুলো সে অনর্গল বলতে এবং লিখতে পারে। তাছাড়া রাশান ভাষায় অসাধারণ দখল তার। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এমন কোনো বিষয় নেই যেটা সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই তার। প্রচুর, প্রচুর পড়াশোনা আছে। তদবিরের জোরে নয়, নিজের যোগ্যতা ছিল বলেই আমার ডিপুটির পদে উঠে এসেছিল সে। সন্দেহ নেই, আমার অনুপস্থিতিতে সেই হবে কে. জি. বি-র প্রধান।'

মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কিছু করার নেই,' বললেন তিনি। 'জুরিখে পৌঁছাক ট্রেন, দেখা যাবে কি ঘটে...' রিস্টওয়াচ দেখলেন। 'অবশ্য, তার আর বেশি দেরিও নেই।'

'তাকে আমি চিনি,' গম্ভীর স্বরে আবার কথাটা বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'এই ট্রেনে সে উঠবে।'

'তাহলে আশা এবং প্রার্থনা করুন,' মাঝখান থেকে বলল রূপা, 'দেখার সাথে সাথে আমি যেন চিনতে পারি তাকে।' কথাটা বলে মাথা নিচু করল সে, মনোযোগ দিয়ে আবার দেখতে শুরু করল স্কেচটা।

# নয়

জুরিখ হপ্টবাহানহফ।

মাথায় সাদা তুষারের চাদর নিয়ে স্টেশনের ভেতর ঢুকল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। কর্নেল স্যাবরের সিকিউরিটি রিঙ চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে গোটা স্টেশন। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে থামল ট্রেন। ভারি একটা কোট আর চওড়া কার্ণিশের হ্যাট পরে টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকছেন কর্নেল স্যাবর। আরোহীরা নামছে এক্সপ্রেস থেকে, সবাই ক্লান্ত এবং সন্ত্রস্ত। কিন্তু এদের দিকে ভুলেও একবার তাকালেন না কর্নেল স্যাবর। তাঁর দৃষ্টি পড়ে আছে টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে অপেক্ষারত ভিড়টার ওপর। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, এক্সপ্রেসে উঠবে। ভাবলেন, এদের মধ্যে কি কর্নেল রুবল আছে? পরমুহূর্তে অসহায় বোধ করলেন তিনি। রুবল যদি থাকেও, তাকে দেখে চিনতে পারবেন না তিনি। তবে জেনারেল তুর্গেনিভের কাছ থেকে বর্ণনা শুনে মিস রূপা তার একটা স্কেচ তৈরি করেছে, রেডিও-ফোনের সাহায্যে কর্নেল মেঙ্গারের কাছ থেকে খবরটা তিনি আগেই পেয়েছেন।

হপ্টবাহানহফের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় ত্রিশজন সশস্ত্র সিকিউরিটি অফিসার সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। কনকোর্সের চারদিকে ইউনিফর্ম পরা পুলিশের সংখ্যা আরো বেশি। এছাড়াও আছে

টহল পুলিশ। বাইরে তুষার-ঝড়ের মধ্যে স্টেশন থেকে দেখা যায় এমন সব ক'টা রাস্তার মোড়ে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় অপেক্ষা করছে দু'ডজন পেট্রলকার। সবগুলোর সাথে কর্ণেল স্যাবরের একজন সহকারীর রেডিও যোগাযোগ রয়েছে। সহকারী এই মুহূর্তে হাতে একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে কথা বলছে কর্ণেল স্যাবরের সাথে।

হাতের মুঠো খুলে আইডেনটিটি কার্ড দেখালেন কর্ণেল মেঙ্গার, টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে কর্ণেল স্যাবরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'ওখানের অবস্থা কি, কর্ণেল ?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন স্যাবর।

'গরম। তবে আয়ত্বের মধ্যে। আমাদের ভি. আই. পি-র বিশ্বাস, এক্সপ্রেসে ওঠার চেষ্টা করবে রুবল...'

'মনে হয় না। কারণ এখন আপনাদের হাতে তার চেহারার বর্ণনা রয়েছে—সে ও তা জানে,' বললেন স্যাবর। 'এদিকে, আমরা এখনও মেইন সোভিয়েট কন্ট্রোল বেসের হদিশ বের করতে পারিনি।'

ব্যারিয়ারে অস্বাভাবিক কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকেট কালেক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীরদর্শন পাসপোর্ট কন্ট্রোলের অফিসাররা। আরোহীদের পাসপোর্ট চেক করছে তারা। তাদের ঠিক পিছনেই রয়েছে ইউনিফর্ম পরা পুলিশের একটা ভিড়। কয়েক মিটার ডানে আরেকটা ব্যারিয়ার তৈরি করা হয়েছে। এটা পোর্টারদের জন্যে, ট্রেনে লাগেজ নিয়ে যাবার সময় চেক করা হবে ওগুলো। প্রত্যেকটি পোর্টারকে দাঁড় করানো হল, লাগেজে কোনো বিস্ফোরক আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে একটা ট্রেনিং পাওয়া অ্যালসেশিয়ান কুকুর প্রতিটি লাগেজ শুঁকে গন্ধ নিল।

'ফার কোট পরা সুন্দরী মেয়েটা কে ?' জানতে চাইলেন স্যাবর।

'টিকেট ব্যারিয়ারের ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?'

'আমাদেরই একজন। রূপা। রুবলকে দেখলে ও হয়ত চিনতে পারবে···'

ব্যারিয়ারের অপর প্রান্তে ঠায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে রূপা। কোনো রকম রাখ-ঢাক না করে সরাসরি লাইনে দাঁড়ান আরোহীদের দিকে তাকিয়ে আছে ও, যেন দেখা করার কথা ঠিক হয়ে আছে এমন কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। মেকআপ সম্পর্কে ট্রেনিং আছে ওর, অভিজ্ঞতা থেকে জানে, একজন লোক কত সহজে তার চেহারা বদলে ফেলতে পারে। আরোহীদের দৈর্ঘ্য আর গড়নের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ও। মাঝারি আকারের শক্তিশালী কাঠামোর একজন লোককে খুঁজছে। গোঁফ, দাড়ি, পোশাক, বয়স ইত্যাদি সব ভুলে যাও—নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও—এমন সব জিনিসের ওপর নজর দাও যেগুলো সহজে বদলান যায় না। একজন সিকিউরিটি অফিসার অলস ভঙ্গিতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। সিগারেট ধরাবার সময় হাতের পিছন থেকে নিচু গলায় বলল, 'সিকিউরিটি। কর্ণেল মেঙ্গার পাঠিয়েছেন আমাকে। যাকে খুঁজছেন তাকে যদি চিনতে পেরে থাকেন, বলুন আমাকে। কিংবা কাউকে যদি শুধু সন্দেহ হয়ে থাকে, তাও বলুন। আবার তার দিকে তাকাবেন না···'

'আমাকে শেখাতে হবে না,' চাপা গলায় উষ্মা প্রকাশ করল রূপা।

'দুঃখিত। আরেকটা কথা, তাকে দেখিয়ে দিয়েই আমার কাছ থেকে সরে যাবেন, গোলাগুলি হতে পারে···'

রুমালের আড়াল থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর দিল রূপা, 'সাবধান করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।' নতুন আরোহীদের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায় নি ও।

নিজের ফার্স্ট-ক্লাস কোচের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে এখনো সেই কালো টোব্যাকো পাইপটা টানছে জর্জ স্যাণ্ডো। অদ্ভুত একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেল তার অভ্যাসে, কিন্তু তাকে যারা ভাল করে চেনে শুধু তারাই ব্যাপারটা ধরতে পারবে।

টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে দাঁড়ান নতুন আরোহীদের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ স্যাণ্ডো। টোব্যাকো পাইপটা সাধারণতঃ তার মুখের বাঁ দিকে দেখা যায়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ডান দিকে। তার কাছ থেকে কয়েক হাত দুরে ট্রেনের একটা দরজা খুলে গেল, প্ল্যাটফর্মে নেমে এল রানা। ফাঁকা একটা জায়গায় পজিশন নিল ও, যেখান থেকে কাভার দেয়া যায় রূপাকে; ওভারকোটের পকেটে ঢোকান ডান হাতে ধরে আছে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তলটা।

ব্যারিয়ারের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল নতুন আরোহীরা। দু'দিকে দাঁড়ান সিকিউরিটি অফিসাররা অস্থিরতা বোধ করছে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে প্রত্যেকের পাসপোর্ট আর টিকেট। আলাদা ব্যারিয়ার দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে পোর্টাররাও। প্রত্যেককে ট্রলি নিয়ে থামতে হল অ্যালসেশিয়ান কুকুরের সামনে। ঠিক এই সময় একটা ফার্ণিচার ভ্যান দ্রুত গতিতে ছুটে এল লিম্মাট নদীর তীর ঘেঁসে। রিস্টওয়াচ দেখল ড্রাইভার। সামনে বাঁক এবং ব্রিজ। ব্রিজে উঠে এল ভ্যান। স্পীড বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সোজা হপ্টবাহানহফের দিকে ছুটল ভ্যান।

'এখন পর্যন্ত কিছু ঘটল না,' বিড় বিড় করে বললেন স্যাবর।

তাঁর সহকারী এইমাত্র ওয়াকি-টকিতে একটা মেসেজ রিসিভ করতে শুরু করেছে। 'হোয়াট! মাই গড! তুমি শিওর? যোগাযোগ কর বার্ণের সাথে, চেক কর। টপ প্রায়োরিটি!'

দ্রুত এগিয়ে এলেন কর্ণেল মেঙ্গার।

'কি ব্যাপার?' শান্ত গলায় জানতে চাইলেন স্যাবর।

'এইমাত্র মার্সিডিজে চড়ে একজন আরোহী এসেছে,' বলল সহকারী। 'সোভিয়েট দূতাবাসের গাড়ি···ওই যে আসছে লোকটা···'

দৃঢ় সামরিক ভঙ্গিতে দ্রুত হেটে এল. দীর্ঘকায় লোকটা পিঠটা খাড়া, চোখ দুটো সতর্ক, প্রশস্ত বুক, মাথাটা পিছন দিকে একটু হেলে আছে। পরনে ফার কোট, মাথায় হ্যাট। তার পিছন থেকে স্যাবরের একজন লোক নিজের মাথার হ্যাটটা নামিয়ে সতর্ক হবার সিগন্যাল দিল চীফকে। লাইনে না দাঁড়িয়ে সোজা টিকেট কালেক্টরের সামনে এসে দাঁড়াল রাশান লোকটা।

'ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে বল তো!' হিস হিস করে উঠল কর্ণেল মেঙ্গারের কণ্ঠস্বর।

'ভাল ঠেকছে না আমার,' চাপা গলায় বললেন স্যাবর।

'সাবধান, নিশ্চয়ই কিছু ঘটতে যাচ্ছে···'

ডিপ্লোম্যাটিক গাড়ির আরোহী তার পাসপোর্ট বের করে দিল। ঝুঁকে পড়ে দেখল সেটা কয়েকজন অফিসার। একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল সবার মধ্যে। কি নিয়ে যেন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। একজন সিকিউরিটি অফিসার ভিড়ের ভেতর থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল। চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে কর্ণেল স্যাবরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কি করব আমরা, স্যার? ভদ্রলোকের কাছে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট রয়েছে। বার্ণের সোভিয়েট দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাচী। ক্যাপ্টেন বরিস ভলকভ···'

'কে?' আঁতকে উঠলেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'বরিস ভলকভ! গড অলমাইটি, রক্ষে কর! ও তো ট্রেনিং পাওয়া সেরা খুনীদের একজন!

ডিপ্লোম্যাটিক কেন, স্বর্গ থেকে ফেরেশতার দেয়া পাসপোর্ট থাকলেও বাধা দিতে হবে ওকে। অজুহাত দেখিয়ে ব্যারিয়ারের কাছে ঠেকিয়ে রাখ...' স্টেশনের সামনে প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ হল, থমকে গেলেন তিনি।

স্টেশনের বাইরে প্রকাণ্ড ফার্ণিচার ভ্যানটা রাস্তা থেকে ফুটপাথের ওপর উঠে পড়েছে। ভ্যানের ক্যাবে বসা ড্রাইভার টেইল-গোর্ডের সাথে জড়ান কেবলটা খুলে দিল। সাথে সাথে ফুটপাথে দাঁড়ান পথিকদের গায়ের ওপর হুড়মুড় করে পড়ল কাঠের ভারি আসবাব-গুলো। আসবাবের নিচে চাপা পড়া নারী-পুরুষ-শিশুদের আর্তচিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল আশপাশের সবাই। একটা ওয়ারড্রোবের নিচ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েলি একটা হাত, কয়েক সেকেণ্ড নড়ল সেটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। স্টেশনের ভেতর থেকে প্রায় সবাই তাকিয়ে আছে অকুস্থলের দিকে। শুধু রানা আর রূপা, কয়েকজন সিকিউরিটি আর পাসপোর্ট কন্ট্রোলের অফিসার কোনো দিকে না তাকিয়ে যার যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ক্যাপটেন বরিস ভলকভের ছদ্মবেশধারী লোকটা, অটো, গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারিয়ারের সামনে। অফিসাররা আরো ভাল করে পরীক্ষা করছে তার পাসপোর্ট।

দ্বিতীয় ব্যারিয়ারের ভেতর দিয়ে এগোল একজন পোর্টার। মাঝারি আকারের লোক, কাঠামোটা শক্তিশালী। অ্যালসেশিয়ান কুকুর তার ট্রলি পরীক্ষা করে বিস্ফোরক বা ওই ধরনের কিছু পায়নি। ক্যাপটা কপালের দিকে নেমে এসেছে পোর্টারের, মুখের বেশির ভাগটাই দেখা গেল না। প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোল সে, ট্রলিটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। জর্জ স্যাণ্ডোর পাশ দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে তার দিকে তাকাল

পোর্টার, কিন্তু ঠিক ওই সময় স্টেশনের বাইরে তাকিয়ে দুর্ঘটনাটা চাক্ষুষ করছে জর্জ স্যাণ্ডো।

'আমার কাছে এটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট, দেখেও চিনতে পারছেন না?' জার্মান ভাষায় উত্তেজিত গলায় চিৎকার করছে অটো। 'আমি সোভিয়েট দুতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাচী! আমাকে অকারণে দেরি করিয়ে দিলে তার পরিণাম ভাল হবে না। আমার দুতাবাস...'

তার পাসপোর্টটা নিয়ে এগিয়ে এল একজন অফিসার। সোজা কর্ণেল মেঙ্গারের সামনে এসে দাঁড়াল সে, পাসপোর্টটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখে তো স্যার এটাকে জেনুইন বলেই মনে হচ্ছে...'

'ওটা সোনা দিয়ে তৈরি হলেও কিছু আসে যায় না,' প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল কর্ণেল মেঙ্গারের। 'এক্সপ্রেসে ওকে উঠতে দেয়া হবে না। যাও, গিয়ে বল, সন্দেহ হচ্ছে পাসপোর্টটা জাল। বল, বার্ণের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাপাপটা চেক করা হচ্ছে।' স্যাবরের দিকে তাকালেন তিনি। 'বার্ণের সাথে যোগাযোগ পেতে অবিশ্বাস্য সময় লাগলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। রিপোর্ট আসতে আসতে স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস...'

'হঠাৎ নরক গুলজার হয়ে উঠল কেন?' ফার্ণিচার ভ্যানের দিকে ছুটছে সহকারী, সেদিকে তাকিয়ে বললেন স্যাবর। 'কোনো কিছু থেকে আমাদের দৃষ্টি সরাবার জন্যে নয় তো?'

'নিশ্চয়ই ভলকভকে ট্রেনে ওঠার সুযোগ করে দেবার জন্যে,' বললেন কর্ণেল মেঙ্গার। পরমুহূর্তে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'উঁহুঁ, তা হতে পারে না। এই লোক ভলকভ হলে নিজের নাম ব্যবহার করত না। ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা রহস্য আছে, কিছুই বুঝতে পারছি না...'

স্টেশনের সামনে মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে কৌতূহলী মানুষ। ফার্ণিচারের নিচে এখনো চাপা পড়ে রয়েছে লোকজন, তাদের আর্তনাদের সাথে দর্শকদের চেঁচামেচি আর পুলিশ কারের হর্ণের আওয়াজ মিলেমিশে নরক গুলজার। বিকট শব্দে ছুটে এল একটা অ্যাম্বুলেন্স, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। ভ্যানের ড্রাইভার আর তার সঙ্গী ভ্যানটাকে ফুটপাতে তুলে দিয়েই নেমে পড়েছে, ভিড় ঠেলে ছুটে পালাবার সময় পকেট থেকে পিস্তল বের করল দু'জনেই। পথ করে নেবার জন্যে ফাঁকা গুলি করল কয়েক রাউণ্ড। লোকজন আতংকে যে যেদিকে পারছে ছুটছে। স্টেশনের উঁচু সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ অফিসার দৃশ্যটা দেখে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। হোলস্টার থেকে রিভলভা-রটা বের করে ড্রাইভারের দিকে তাক করল সে। পিঠে বুলেটের ধাক্কা খেয়ে রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল ড্রাইভার। দুই সেকেণ্ড পর তার সহকারীও হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার পাশে।

স্টেশনের ভেতর এখনো সোভিয়েট মিলিটারী অ্যাটাচির ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে অটো। ছুটে এসে কর্ণেল মেঙ্গারের হাত থেকে পাসপোর্টটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল সে। চিৎকার করে বলল, 'এর জন্যে ভুগতে হবে আপনাদের! সোভিয়েট দূতাবাসের কাছে আপনাদের আমি মাফ চাইয়ে তবে ছাড়ব…'

চরকির মতো আধপাক ঘুরে হন হন করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল অটো। বাইরে মার্সিডিজ নিয়ে অপেক্ষা করছে নিকেল। পিছনের দরজা খুলে উঠে বসল অটো, সাথে সাথে স্টার্ট দেয়া গাড়ি ছেড়ে দিল নিকেল।

অকুস্থল থেকে ফিরে এল কর্ণেল স্যাবরের সহকারী। ফার্ণিচার ভ্যান

অ্যাক্সিডেন্টের রিপোর্ট দেবার জন্যে মুখ খুলবে, এই সময় তাঁর হাত থেকে ওয়াকি-টকিটা কেড়ে নিলেন কর্নেল মেঙ্গার। দ্রুত নির্দেশ পাঠাতে শুরু করলেন তিনি। এখন তাঁর ভাষা এবং গলার আওয়াজ দৃঢ় এবং শান্ত।

'প্রাইভেট কার এবং ভ্যান নিয়ে মার্সিডিজকে অনুসরণ কর। কিন্তু বাধা দেবার দরকার নেই। সমস্ত রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের জন্যেও এই নির্দেশ।'

স্যাবরের সহকারীকে ওয়াকি-টকি ফিরিয়ে দিলেন কর্নেল মেঙ্গার।

রিস্টওয়াচ দেখলেন কর্নেল স্যাবর। 'আর তো...'

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'সময় নেই। আমি চললাম। এদিকে কি করতে হবে না হবে তুমি তো জানো।'

মার্সিডিজকে কোনো গাড়ি অনুসরণ করছে না দেখে স্বস্তি বোধ করল অটো আর নিকেল। ওদের সামনে একটা লণ্ড্রি ভ্যান রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ওই লণ্ড্রি ভ্যান থেকেই রেডিও-টেলিফোন ব্যবহার করে পুলিশের গাড়িগুলোকে মার্সিডিজের গতিপথ জানিয়ে দেয়া হল।

লিনডেনগাস ভিলায় ফিরে এলো অটো আর নিকেল। হলঘরে ঢুকল ওরা, ইলার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা উঠে গেল দোতালার একটা কামরায়। টেলিভিশনের ভেতর থেকে একটা ট্র্যান্সমিটার বের করে আগেই তৈরি করে রাখা মেসেজটা পাঠাতে শুরু করল নিকেল।

জুরিখবার্গে মোবাইল ক্যারাভ্যানে বসে মেসেজটা রিসিভ করল প্রফেসর উডসেন; মেসেজটা মস্কোয় পাঠাতে হবে। কর্নেল রুবল যে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে পৌঁছেচে, এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি

হতে যাচ্ছে সে-বিষয়ে বিস্তারিত খবর দেয়া হয়েছে মেসেজে।

দশ মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের ওপর, জুরিখবার্গে পৌঁছুল ছুটো রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান। প্রখ্যাত মিটিওরোলজিস্ট প্রফেসর উডসেন মস্কোয় মেসেজটা পাঠানো শেষ করেছে, এই সময় নক হলো দরজায়। দরজা খুলেই সামনে সিকিউরিটি অফিসারের ইউনিফর্ম আর পিস্তল দেখতে পেল সে। কোনোরকম বাধা দেবার চেষ্টা না করে গ্রেফতার হল প্রফেসর।

জুরিখ হপ্টবাহানহফ থেকে বাজ্ল হয়ে পশ্চিম জার্মানীর উদ্দেশে আবার রওনা হল আটলান্টিক এক্সপ্রেস কাঁটায় কাঁটায় ত্ব'হাজার তিনশো ঘণ্টায়। প্রায় প্রতিটি কোচেই নতুন মুখ দেখা গেল, এরা সবাই জুরিখ থেকে উঠেছে ট্রেনে। মিলান থেকে ওঠা আরোহীদের মুখে কথার খই ফুটছে, পথে কি কি ঘটেছে সেই গল্প শোনাচ্ছে তারা। জানালা দিয়ে মাথা বের করে এখনো বাইরে তাকিয়ে আছে জর্জ স্যাণ্ডো। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে আসছে ট্রেন, এই সময় হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা খালি ট্রলির ওপর। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের কোথাও কোনো পোর্টারকে দেখল না সে। জানালাটা বন্ধ করে দেয়ার সময় মুখের চেহারা কঠোর হয়ে উঠল তার। করিডোরের দিকের প্রায় সব জানালাই বন্ধ করে রেখেছে আরোহীরা। রাত তো আর কম হয়নি। নিজের ফার্স্ট ক্লাশ কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জর্জ স্যাণ্ডো। দেখল, কোণের একটা সিঙ্গেল সোফায় একজন লোক বসে রয়েছে। লোকটার দিকে পিছন ফিরল স্যাণ্ডো, বন্ধ করে দিল দরজাটা। তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। হাতের পাইপটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে।

'কেমন আছেন, বস?'

'বসো, নিকোলাস,' বলল রানা। 'সিরিয়াস অবস্থা, এখন আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে।'

'জ্বী,' বলল স্যাণ্ডো। 'কর্নেল রুবল ট্রেনে উঠেছে।'

# দশ

নিকোলাস লয়েড ওরফে জর্জ স্যাণ্ডো রানা এজেন্সীর অত্যন্ত যোগ্য ও বিশ্বস্ত একজন অপারেটর। বছর কয়েক আগে সোভিয়েট মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে অনুপ্রবেশ করার পরামর্শটা রানাই তাকে দিয়েছিল। কর্নেল রুবল যে এথেন্সের সোভিয়েট দূতাবাসে ছদ্ম পরিচয়ে কাজ করছে, এ-তথ্যটাও লয়েড রানার কাছ থেকে পায়। কিভাবে অনুপ্রবেশ করতে হবে সে-ব্যাপারে রানা একটা প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছিল, লয়েড সেটা সাফল্যের সাথে কাজে লাগায়।

ঠিক হয়, রুবলের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে কয়েকটা লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ লয়েডকে কয়েকটা খুন করে প্রমাণ করতে হবে যে সে একজন সাচ্চা কম্যুনিস্ট।

এক এক করে তিনটে ঘটনা সাজায় লয়েড।

ঠিক হয়, প্রথম ঘটনায় মারা যাবে এথেন্সের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের একজন মালিক। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, অবসর নেবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। তাঁর সাথে রানার অনেক দিনের হৃদ্যতা। একজন কম্যুনিস্ট-বিরোধী হিসেবে সারা দেশে তাঁর সুনাম দুর্নাম দুটোই আছে। প্রস্তাবটা তাঁকে রানাই দিল। ভদ্রলোক রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর রাজি হবার আরেকটা কারণ,

বেশ কিছুদিন থেকে আশংকা করছিলেন তিনি, সোভিয়েট গুপ্তচরেরা যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর প্রাণ সংহারের চেষ্টা করতে পারে। তাঁর এ আশংকা অমূলক ছিল না। মাত্র কিছুদিন আগে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যদিও কে বা কারা বোমাটা ছুঁড়েছিল তা জানা যায়নি। কিন্তু বৃদ্ধ সম্পাদক ধরেই নিয়েছিলেন, কাজটা সোভিয়েট গুপ্তচরদেরই। বিয়ে থা করেননি, বন্ধনহীন জীবন, রানার প্রস্তাব মেনে নিয়ে উপকূল ছাড়িয়ে দূর এক দ্বীপে জীবনের বাকি সময়টা কাটাবার জন্যে চলে গেলেন তিনি। তিনি চলে যাবার দিনই খবরের কাগজে খবর বেরুল, সম্পাদক ভদ্রলোক নিহত হয়েছেন। তাঁর গাড়িটা পাওয়া গেল একটা খাদের নিচে। কিন্তু লাশ পাওয়া গেল না। সাংবাদিক এবং পুলিশ জানাল, ঝড়ের মধ্যে পড়ে লাশটা ভেসে গেছে সাগরে।

পরের ঘটনা দুটোও প্রায় একই ভাবে সাজান হল। তবে, দ্বিতীয় ঘটনায় নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেল। যদিও সনাক্ত-করণের কোনো উপায় ছিল না, গাড়ির ভেতর আগুন ধরে যাওয়ায় লাশটা পুড়ে গিয়েছিল। লাশটা লয়েড হাসপাতালের মর্গ থেকে চুরি করেছিল। কিন্তু সবাই জানল, এথেন্সের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি খুন হলেন। তৃতীয় ঘটনায় যিনি নিহত হলেন তিনি একজন প্রাক্তন সিকি-উরিটি চীফ। এই ভদ্রলোকেরও অবসর গ্রহণের সময় হয়ে এসেছিল। একটা প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন তিনি। তদন্তে জানা গেল প্লেনে বোমা ছিল, সেটাই দুর্ঘটনার কারণ। ধ্বংসাবশেষ বা লাশ কিছুই পা-ওয়া যায়নি, কারণ প্লেনটা বিস্ফোরিত হয়ে মাঝ-দরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আসলে প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্টই করেনি, নিরাপদে ফিরে গিয়ে-ছিল ঘাঁটিতে।

তিনজন 'নিহত' ব্যক্তিই এখন সেই নির্জন দ্বীপে বসবাস করছেন।

বলাই বাহুল্য, সমস্ত আয়োজনের পিছনে গ্রীক সরকারের নেপথ্য সহ-যোগিতা পেয়েছিল রানা এজেন্সী, তা না হলে লয়েডের কাভার এমন নিশ্ছিদ্র হতে পারত না।

আংকেলকে উদ্ধার করার জন্যে কানাডা, মন্ট্রিল ত্যাগ করার আগে রানাই টেলিগ্রাম করে মিলানে আসতে বলেছিল লয়েডকে। মিলানে পৌঁছে টেলিফোনে কর্ণেল রুবলের সাথে যোগাযোগ করে লয়েড। রুবল তাকে চিয়াসসো স্টেশন থেকে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়ার নির্দেশ দিয়ে বলে সুযোগ পেলেই খুন করতে হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে।

'রুবল এখনো ভরসা করছে আমার ওপর,' মুচকি একটু হেসে রানাকে বলল লয়েড।

'তুমি জানলে কিভাবে এইমাত্র ট্রেনে উঠেছে সে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ওপর নির্দেশ ছিল, ট্রেন জুরিখে পৌঁছুলে সিগন্যাল দিয়ে জানাতে হবে জেনারেল বেঁচে আছেন কিনা,' বলল লয়েড। 'সহজ একটা সিগন্যাল—মুখের ডান দিকে ধরে রাখতে হবে টোব্যাকো পাই-পটা...'

'উঠতে দেখেছ তাকে? কোন্ কোচে উঠেছে...'

'তাকে তো আমি চিনিই না, বস্!' বলল লয়েড। 'জানালা থেকে প্রত্যেকটি নতুন আরোহীকে দেখেছি আমি—কেউ আমার দিকে বিশেষ ভাবে তাকায়নি...তবে...'

'কি ব্যাপার, লয়েড?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'ট্রেন ছেড়ে দেবার পর প্ল্যাটফর্মে একটা খালি ট্রলি পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। আমার সন্দেহ, পোর্টারের ছদ্মবেশ নিয়ে ব্যারিয়ার

পেরিয়ে এসে ট্রেনে উঠেছে রুবল। একজন পোর্টার কখনই তার ট্রলি প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে যাবে না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে আবার তার ছদ্মবেশ বদল করে নিয়েছে। নতুন আরোহী তো আর দু'চারজন ওঠেনি, তাদের মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'যাই হোক, এরপর কি কি করব আমি? দেখলাম, পাশের কমপার্টমেন্টে সুফিয়াও উঠেছে…'

'তোমরা দু'জনেই আণ্ডার কাভারে থাক,' বলল রানা। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, জেনারেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে নাটকীয় কোনো পদক্ষেপ নিতে হতে পারে আমাকে, তখন হয়ত তোমাদেরকে আমার দরকার হবে।' থামল রানা, একটা সিগারেট ধরাল। হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে ও। 'লয়েড,' মৃদু কিন্তু গম্ভীর গলায় ডাকল ও।

'ইয়েস, বস্!' রানার চেহারা এবং গলার আওয়াজ বদলে যেতে দেখে ঘাবড়ে গেছে লয়েড।

'আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি মস্ত একটা অন্যায় করেছ,' বলল রানা। 'তোমার কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ আমি আশা করিনি।'

বিমূঢ় দেখাল লয়েডকে। 'এ আপনি কি বলছেন? আমি অন্যায় করেছি? আপনার অনুমতি না নিয়ে… আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না…'

'তুষার-ধ্বসের সময় ট্রেন যখন থেমেছিল, দু'জন লোককে ট্রেন থেকে গুলি করোনি তুমি?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ করেছি, কিন্তু ওরা আমাদের শত্রু…'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'ওখানেই ভুল করেছ তুমি। ওরা আমাদের শত্রুও নয়, বন্ধুও নয়—অন্ততঃ এই অ্যাসাইনমেন্টে নয়।

মানবতার খাতিরে এবং নিজেদের জন্যে কিছু সুবিধে আদায়ের স্বার্থে জেনারেল তুর্গেনিভকে আমরা পালিয়ে আসতে সাহায্য করছি মাত্র, এর মধ্যে কারো সাথে শত্রুতার কোনো ব্যাপার নেই। যাদের সাথে হাত মিলিয়ে জেনারেলকে সাহায্য করছি আমরা, তারাও আমাদের বন্ধু নয়—অন্তত আমাদের বিপদের সময় নয়। কথাটা ভুলো না। এরপর আমার হুকুম ছাড়া খুন করার জন্যে কাউকে গুলি করো না।'

'ভুল করেছি, বস্, আমি বুঝতে পারিনি—আমি ঠিক...

'আমার হুকুম কর্ণেল রুবল সম্পর্কেও প্রযোজ্য,' বলল রানা। 'যদি দেখো সে কাউকে খুন করতে যাচ্ছে শুধু তখনই তাকে গুলি করবে তুমি, তাও খুন করার জন্যে নয়, আহত করার জন্যে। মনে থাকবে ?'

'থাকবে, বস্।'

লুগানো থেকে ম্যাট রাইকিন নামে একজন আমেরিকানের জন্যে রিজার্ভ করা হয়েছে একটা সিঙ্গেল স্লিপার কমপার্টমেন্ট। জুরিখ থেকে কমপার্টমেন্টে উঠেই কর্ণেল রুবল তার পোর্টারের ইউনিফর্ম, ক্যাপ, জুতো ইত্যাদি খুলে ফেলে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে জানালা গলিয়ে একটা নালায় ফেলে দিল সেটা। নতুন পোশাক পরে ম্যাট রাইকিন সাজতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না তার। চেক স্পোর্ট শার্ট, আর আমেরিকান কাট স্ল্যাকস পরল সে। এখন তার মাথায় একটাও চুল নেই, চারশো একান্ন নম্বর ভিলায় থাকতেই সেটা কামিয়ে দিয়েছে ইলা। শিঙের তৈরি চশমাটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। পুলওভারটা চড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে একটা সিগারেট ধরাল। র‍্যাকে ঝোলানো কোটের পকেট থেকে নতুন পাসপোর্টটা বের করে দেখে নিল আরেকবার। পাসপোর্টের ছবির সাথে তার চেহারা মিলে যাচ্ছে।

এখন সে ম্যাট রাইকিন, বোস্টনের একজন পেইন্টিং ডিলার।

নক হলো দরজায়। সবজান্তার মতো ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল রুবল আপন মনে। তারপর দরজা খুলে দিল। কমপার্টমেন্টে ঢুকল একজন। স্লিপিং-কার অ্যাটেনড্যান্ট। 'আপনি, স্যার ?' জানতে চাইল লোকটা। 'এই কমপার্টমেন্টে মিঃ ম্যাট রাইকিন নামে এক ভদ্রলোকের ওঠার কথা ছিল লুগানো থেকে···'

অ্যাটেনড্যান্টকে বাধা দিয়ে বিশুদ্ধ আমেরিকান উচ্চারণে রুবল বলল, 'আমিই ম্যাট রাইকিন। অন্য একটা ট্রেন ধরে গতকাল জুরিখে পৌঁছেছিলাম—শিডিউলের গোলমাল আর কি !'

পাসপোর্ট আর টিকেট চেক করল অ্যাটেনড্যান্ট। ইতিমধ্যে তার পিছনে একজন সুইস পাসপোর্ট কন্ট্রোলের অফিসার এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যাটেনড্যান্টের হাত থেকে পাসপোর্টটা নিয়ে পরীক্ষা করল সে। রুবল লক্ষ্য করল, অফিসার তার নাম এবং পাসপোর্ট নাম্বার টুকে নিল। মুখ তুলে রুবলের দিকে তাকাল সে। 'আপনার বাড়ির ঠিকানা, স্যার ?' বেকন হিল, বোস্টনের ঠিকানা দিল রুবল। বিদায় নিয়ে চলে গেল অ্যাটেনড্যান্ট আর পাসপোর্ট অফিসার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে জোরে একটা টান দিল রুবল সিগারেটে। আগেই সন্দেহ করেছিল সে, নতুন আরোহীদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে প্রত্যেকের বাড়ির ঠিকানায় খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করবে মাসুদ রানা। তার মানে, একটু পরই তার সম্পর্কে খবর চাওয়া হবে এফ. বি. আই-এর কাছে।

আপনমনে মুচকি একটু হাসল কর্ণেল রুবল।

জর্জ স্যাণ্ডো ওরফে নিকোলাস লয়েডের কমপার্টমেন্ট থেকে ফেরার সময় ঠিক করল রানা, প্রত্যেকটি নতুন আরোহী সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত

খোঁজ নিতে হবে। বিশ মিনিটের মধ্যে নতুন আরোহীদের একটা তালিকা পেয়ে গেল ও। এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের লোক হলো ম্যাট রাইকিন। ঠিক হলো, তার ব্যাপারটাই সবার আগে চেক করা হবে। সাথে সাথে কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্ট থেকে প্যারিসে, ইন্টারপোল হেডকোয়ার্টারে ম্যাট রাইকিন সম্পর্কে তথ্য চেয়ে পাঠানো হলো। কর্ণেল স্যাবরের অনুরোধে একজন স্টাফ রাত জেগে অপেক্ষা করছিল ওখানে। প্যারিস থেকে সাথে সাথে অনুরোধ পাঠানো হলো এফ. বি. আই. সদর দফতর ওয়াশিংটনে। মার্কিন রাজধানীতে তখন স্থানীয় সময় ভোর পাঁচটা পনের। ওখান থেকে একটা টেলিফোন গেল এফ. বি.আই-এর বোস্টন শাখায়। কালবিলম্ব না করে দু'জন এজেন্ট বেরিয়ে পড়ল অনুসন্ধানে। ঠিকানা মিলিয়ে ম্যাট রাইকিনের ফ্ল্যাটে এলো তারা। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে দেখেও ক্ষান্ত হলো না, কারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে-কোনো ভাবে ম্যাট রাইকিন সম্পর্কে যা কিছু জানার সব জেনে যেতে হবে। নিজেদের চাবি দিয়ে তালা খুলল তারা। এটা সেটা খুঁজতে খুঁজতে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে এক টুকরো কাগজ পেল তারা, তাতে ম্যাট রাইকিনের বিদেশ ভ্রমণের শিডিউল লেখা রয়েছে।

"শনিবার আটই জানুয়ারী, জুরিখ; রোববার নয়ই জানুয়ারী, আমস্টারডাম; সোমবার দশই জানুয়ারী, প্যারিস; মঙ্গলবার এগারোই জানুয়ারী, ব্রাসেলস..."

খবরটা পৌঁছে গেল আটলান্টিক এক্সপ্রেসে: "আটলান্টিক এক্সপ্রেসের ম্যাট রাইকিন নকল চরিত্র নয়।"

প্রয়োজনের সময় ম্যাট রাইকিনের পরিচয়টা কাজে লাগতে পারে ভেবে রুবল তাকে আমেরিকার বোস্টনে চাকরীতে বহাল করেছিল।

এই মুহূর্তে আসল ম্যাট রাইকিন অন্য এক পরিচয়ে লাস ভেগাসের একটা হোটেলে আমোদ-ফুর্তি করছে।

বাজ্‌ল থেকে সাড়ে তিনশো মাইল দূরে সতেরো হাজার টনী সোভিয়েট জাহাজ সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন বালটিক থেকে অ্যাঙ্গোলার উদ্দেশে রওনা হলেও হঠাৎ সেটা এখন কোর্স বদল করছে। সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন একটা স্পাই শিপ, অত্যাধুনিক সফিসটিকেটেড ইলেকট্রোনিক ডিভাইস রয়েছে এতে। জাহাজের ক্যাপ্টেন তার হোম পোর্ট লেলিনগ্রাড থেকে একটা আর্জেন্ট কোডেড সিগন্যাল পেয়েছে এইমাত্র, তাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, রটারডামের কাছে রাইন নদীর মুখে নোঙর ফেলতে হবে। জাহাজে একজন কমিশার রয়েছে, সে-ও আলাদা একটা সিগন্যাল পেয়েছে এইমাত্র। তার সিগন্যালটা এসেছে সরাসরি মস্কো থেকে।

'রাইন নদীতে কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন। 'আবহাওয়ার যা অবস্থা...'

'কয়েক শো সোভিয়েট নাগরিকের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে,' উত্তরে গম্ভীর গলায় বলল কমিশার। 'দরকার হলে চব্বিশ অথবা আটচল্লিশ ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হতে পারে। তারপর আমরা ফুল স্পীডে আবার ফিরে যাবো লেলিনগ্রাড।'

'ফুল স্পীডে? এই আবহাওয়ায়? সাগরের অবস্থা দেখেছেন...?'

'ওটা দেখবার দায়িত্ব আপনার,' বলল কমিশার। 'কয়েক শো কী এজেন্টকে জাহাজে তুলে নেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আপনাকে। এক সাথে নয়, পাওয়ার বোট নিয়ে দু'জন চার জন করে আসবে তারা —এবং হয়ত ডাচ টর্পেডো-বোটগুলো তাড়া করবে ওগুলোকে।'

'কিন্তু ডাচ টেরিটোরিয়াল ওয়াটারে থাকবো আমরা ! কোস্টগার্ড পেট্রল যদি জাহাজে উঠতে চায় ?'

'ওদেরকে বাধা দেয়া হবে,' বলল কমিশার। 'আমি তো এরই মধ্যে অর্ডার দিয়েছি, মেশিনগানগুলো তৈরি রাখতে হবে।'

'আপনি পাগল হয়েছেন,' বিমূঢ় দেখাল ক্যাপ্টেনকে। 'ডাচ শিপকে লক্ষ্য করে আমরা ফায়ার ওপেন করতে পারি না…'

'যদি দরকার হয়, পারি,' গর্বিত ভঙ্গিতে বলল কমিশার। 'হাজার হোক, হল্যাণ্ড একটা পুতুল রাষ্ট্র, ক'টা ট্যাংকই বা তারা নামাতে পারবে ?'

মাঝরাত। বাজ্‌লের কাছাকাছি চলে এসেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

ডাচ কাউন্টার এসপিওনাজ হেডকোয়ার্টারেও এখন মাঝরাত। চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটন এবং তাঁর সহকারী রাত জেগে বসে আছেন অফিসে।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আটলান্টিক এক্সপ্রেস বাজ্‌লে পৌঁছাবে,' বসকে জানাল সহকারী।

'জার্মানী আর ফ্রান্স থেকে যে-সব রিপোর্ট আসছে তার তাৎপর্য এখন বোঝা গেল,' বললেন জেনারেল পলটন। 'সোভিয়েট এজেন্টরা পালাতে শুরু করেছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এদিকেই আসছে তারা।'

'ওদিকে খবর এসেছে, কংকাইট গ্রুপও নাকি আমাদের সীমান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকছে !' চিন্তিত দেখাল সহকারীকে। 'দুটোর মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই তো ?'

হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে উঠল লাল টেলিফোনটা। দ্রুত রিসিভার তুলল সহকারী। কোনো কথা না বলে অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনে গেল

সে। 'রিসিভার নামিয়ে রেখে চীফকে বলল, 'আমাদের রাডারে এইমাত্র সোভিয়েট জাহাজ সাইবেরিয়া সিক্স নাইন ধরা পড়েছে। কোর্স বদল করে সোজা রাইন নদীর মুখের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা…'

ওয়াল-ম্যাপের দিকে তাকালেন জেনারেল পলটন। পশ্চিম ইউ-রোপের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'একটা প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে —সোভিয়েট স্পাই শিপ আর আটলান্টিক এক্সপ্রেসের সাথে কিছু একটা সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। শোনো, আমি আট-লান্টিক এক্সপ্রেসে মাসুদ রানার সাথে কথা বলতে চাই—ইমিডিয়েটলি।'

'কিন্তু স্যার। আটলান্টিক এক্সপ্রেসের সাথে সাইবেরিয়া সিক্স-নাইনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? ট্রেনটা তো ম্যাসের মুখের কাছে-পিঠে দিয়েও যাবে না। রাইনল্যাণ্ড হয়ে সরাসরি আমস্টারডাম পৌঁছবে।'

'সমস্ত টর্পেডো-বোট পেট্রলকে সতর্ক করে দাও…'

আটলান্টিক এক্সপ্রেস বাজ্‌লে পৌঁছুবার আগেই রেডিও-টেলিফোনে জেনারেল ম্যাক্স পলটনের সাথে কথা হলো রানার। অল্প কথায় অনেক কথা বোঝাতে পারে দু'জনেই, কাজেই আলাপটা ক্ষণস্থায়ী হলো। ওদিকে ট্রেন জুরিখ ছাড়ার পর থেকে একের পর এক সিগন্যাল পাঠিয়ে যাচ্ছে রেডিও অপারেটর ডেডরিক। রানার নির্দেশে বিভিন্ন আবহাওয়া দফতরের সাথে যোগাযোগ করে নতুন রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে সে। সে-সব রিপোর্টের কথা একমাত্র রানা ছাড়া আর কাউকে জানায়নি। একটা সিগন্যাল গেল জার্মান বি.এন.ডি.র চীফ ওয়ালথার ফিচারের কাছে। এই মুহূর্তে বাজ্‌ল ব্যাড বাহানহফে অপেক্ষা করছেন তিনি। বাজ্‌ল ব্যাড বাহানহফ মেইন স্টেশনের আগের একটা স্টেশন, জার্মান-

গামী সমস্ত ট্রেনে এখান থেকেই পাসপোর্ট কন্ট্রোল আর কাস্টমস্ অফিসাররা ওঠে। সিগন্যালে বলা হলো—"ইউজিন আটলান্টিক এক্স-প্রেসে রয়েছে। প্লীজ, জার্মান মাটিতে ট্রেন প্রবেশ করামাত্র গ্রেফতা-রের ব্যবস্থা করুন।" সিগন্যালের অর্থ হলো—ইউজিন অর্থাৎ জেনারেল তুর্গেনিভ এখনো বহাল তবিয়তে ট্রেনে আছেন, সুইসদের হাত থেকে তাঁর নিরাপত্তার ভার নিতে হবে।

ছ'মিনিট পর বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফের ভেতর থামল ট্রেন। নিজের কমপার্টমেন্টে আলো নিভিয়ে দিয়ে খোলা জানালার সামনে বসল ম্যাট রাইকিন ওরফে কর্ণেল রুবল। তার জানালার ঠিক সামনে, প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা প্রকাণ্ড খাঁচা দেখা গেল। খাঁচার ভেতর আরোহীরা অপেক্ষা করছে। কাস্টমস্ এদেরকে চেক করেছে, এখন এরা আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়বে। খাঁচার ভেতর নিজের ছ'জন লোককে চিনতে পারল রুবল। বাডি রিমলার ফ্রেঞ্চ পোশাক পরেছে। দ্বিতীয় লোকটা ইউরি-গুস্তাফ, নামজাদা খুনীদের মধ্যেও 'তারকা' হিসেবে খ্যাতি আছে তার। গুস্তাফের বৈশিষ্ট্য হল কোনো বাধাকেই সে বাধা বলে মনে করে না। প্রাণ বিপন্ন করে ঝুঁকি নেয় সে, সিকিউরিটি কর্ডন ভেদ করে অকুতো-ভয়ে এগিয়ে গিয়ে যাকে খুন করার তাকে খুন করে পালিয়ে আসে। এ পর্যন্ত পালিয়ে আসাটা তার জন্যে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। সবাই যখন ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব, পালিয়ে আসা তখন পানির মতো সহজ—অন্ততঃ বেশ কয়েকবার সে তা প্রমাণ করেছে।

ইউরি গুস্তাফ তেমন লম্বা নয়, বুকটা ড্রামের মতো, লম্বা চুল কাঁধ ছুঁয়ে আছে। কেন যেন, এতো থাকতে তার ওপরই দৃষ্টি আটকে গেল কর্ণেল মেঙ্গারের।

'কে লোকটা?' একজন সিকিউরিটি অফিসারকে প্রশ্ন করলেন

তিনি।

'একজন ডাচ, নাম স্টোয়েল···'

যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে এক পা নড়লেন না কর্ণেল মেঙ্গার। খাঁচাটা মাত্র কয়েক মিটার দূরে, সেদিক থেকে চোখ দুটোও সরালেন না তিনি। আরো ত্রিশ সেকেণ্ড গুস্তাফের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুললেন। ডাচ ভাষায় সরাসরি প্রশ্ন করলেন গুস্তাফকে, 'কিছু যদি মনে না করেন. আপনি হল্যাণ্ডে যাচ্ছেন কেন? আপনার পেশা? সুইজারল্যাণ্ডে ক'দিন ধরে আছেন?'

ডাচ ভাষায় অক্ষরজ্ঞানও নেই গুস্তাফের। কর্ণেল কি বলছেন কিছুই বুঝল না। জার্মান ভাষায় জানতে চাইল, 'আমাকে কিছু বল-ছেন? আচ্ছা, বলুন তো, কতোক্ষণ এই খাঁচার ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমাদের?'

'রয়েলবেঙ্গল টাইগার যেমন বিড়াল নয়, এই লোকও তেমনি ডাচ নয়,' বিড় বিড় করে বললেন কর্ণেল মেঙ্গার।

'কিন্তু ওর ব্রীফকেস চেক করা হয়েছে, কর্ণেল,' বলল অফিসার। 'বডিও সার্চ করা হয়েছে—কোনো অস্ত্র নেই।'

গুস্তাফের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলালেন কর্ণেল মেঙ্গার। 'আপনার জুতো জোড়া খুলুন,' জার্মান ভাষায় নির্দেশ দিলেন তিনি।

আশ্চর্য ধীর এবং শান্ত ভঙ্গিতে পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে পড়ল গুস্তাফ। ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের জুতোটা খুলতে শুরু করল। জুতোর গোড়ালি ধরে হঠাৎ টান দিয়েই ভেতর থেকে ছোটো একটা পিস্তল বের করে ফেলল সে। দুটো আওয়াজ শোনা গেল গুলির, সাথে সাথে ছিটকে খাঁচার জালের ওপর গিয়ে পড়ল গুস্তাফ। কর্ণেল মেঙ্গারের হাতে একটা ব্রাউনিং দেখা গেল, ধোঁয়া বেরুচ্ছে

এখনো। অন্ধকার কমপার্টমেন্ট থেকে গোটা দৃশ্যটা দেখল কর্ণেল রুবল। তারের জালের ওপর ঝুলছে গুস্তাফ, সরাসরি তাকিয়ে আছে তার চোখে। তারপর ধীরে ধীরে লাশটা পড়ে যেতে শুরু করল।

তখুনি খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বের করে আনা হলো অন্যান্য আরোহীদের। কোনো রকম বিপদের মুখোমুখি না হয়ে ট্রেনে চড়ল বাড়ি রিমলার। অন্ধকার কমপার্টমেন্টে একটা সিগারেট ধরাল রুবল। গুস্তাফের মৃত্যু প্রচণ্ড একটা আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে তার জন্যে। লোকটার ওপর বিরাট ভরসা ছিল তার। সিকিউরিটি কর্ডন ভেদ করে ট্রেনের ওপরই জেনারেল তুর্গেনিভকে খুন করার একটা চেষ্টা করত সে। হাতে থাকল এখন শুধু বাড়ি রিমলার, কিন্তু রিমলার তো আর ট্রেনিং পাওয়া খুনী নয়! আর নিকোলাস লয়েড, যাকে এই প্রথম দেখেছে সে, তার ওপর বেশি ভরসা রাখার কোনো মানে হয় না। লোকটা কাজের, কিন্তু এই রকম পরিস্থিতিতে তার বোধহয় করার কিছুই নেই। তা না হলে এখনো সে জেনারেল তুর্গেনিভকে খুন করার কোনো চেষ্টা চালায়নি কেন?

বাজল ব্যাড বাহানহফের উদ্দেশে রওনা হলো ট্রেন। কর্ণেল মেঙ্গার স্টেশনেই রয়ে গেছেন।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কর্ণেল রুবল। হাতে আর মাত্র একটা প্ল্যান রয়েছে। কংকাইট গ্রুপের সাহায্যে গোটা আটলান্টিক এক্সপ্রেস-কে উড়িয়ে দেয়া। তবেই যদি জেনারেল তুর্গেনিভকে খতম করা যায়। সেটা অবশ্য সব দিক থেকে ভালো হবে। জেনারেলের সাথে তার শুভানুধ্যায়ীরাও খতম হয়ে যাবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কর্ণেল রুবল। জানে, নিরাপদ দূরত্ব থেকে নাইট গ্লাস চোখে নিয়ে ট্রেনের গতিবিধি লক্ষ্য করছে তার

লোকেরা। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের সাহায্য কোনো কাজে আসবে না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে উড়িয়ে দেবার প্ল্যানটাকে আরো নিখুঁত করার কাজে মন দিল সে।

## এগার

জার্মানী।

'আরে, আরে—ব্যাপারটা কি। এই দুপুর রাতে কুকুর প্রদর্শনী।' সবিস্ময়ে বলল রূপা। 'তাও রেলওয়ে স্টেশনে!' বাজ্‌ল ব্যাড বাহানহফে এইমাত্র থামল ট্রেন। তুষার মোড়া প্ল্যাটফর্মের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ও। দু'একটা নয়, চল্লিশটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডগ-হ্যাণ্ডলাররা। কুকুরগুলোর গলায় চেইন পরানো রয়েছে, অস্থির হয়ে উঠেছে তারা, হ্যাণ্ডলারদের টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ট্রেনের দিকে।

'তাই তো! ব্যাপারটা কি বলুন তো?' রূপার পাশ থেকে বলল বেন নেলসন। তিনটে ওয়াগন-লিটের দরজা খুলে দেয়া হলো, কুকুর নিয়ে হ্যাণ্ডলাররা উঠে পড়ল ট্রেনে।

জেনারেলের পাশের কমপার্টমেন্টে উঠলেন জার্মান বি.এন.ডি-র চীফ ওয়ালথার ফিচার। রানার সাথে শুধু হ্যাণ্ডশেক করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সাথে অ্যাডমিরালের পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

হ্যাণ্ডশেক এবং কুশল বিনিময়ের পর অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ট্রেনে সারমেয় বাহিনী কেন, মিঃ ফিচার?'

ইঙ্গিতে রানাকে দেখালেন ওয়ালথার ফিচার। 'ওর অনুরোধে।'

'এইমাত্র মাঝরাত পেরিয়েছে,' বলল রানা, 'জার্মানীর ভেতর দিয়ে বেশিরভাগ সময় রাতেই যাবে ট্রেন—তার মানে, ট্রেনে ঘুরঘুর করার সঙ্গত কোনো কারণ নেই আরোহীদের। প্রতিটি কোচের করিডোরে তিনটে করে কুকুর টহল দেবে। কুকুর দেখলে সহজে কেউ বেরুবে না কমপার্টমেন্ট থেকে। সাহস করে কেউ যদি বেরোয়, মনে করতে হবে নিশ্চয়ই তার কোনো বিশেষ মতলব আছে। ডাচ বর্ডার না পেরোনো পর্যন্ত আরোহীদের গতিবিধির ওপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল রাখতে চাই আমি।'

শুকনো একটু হেসে অ্যাডমিরাল বললেন, 'কথাটা তুমি আমাকে আগেও জানাতে পারতে। সে যাই হোক, আরোহীরা কিন্তু অভিযোগ করতে পারে। অন্ততঃ কিছু আরোহী।'

অভিযোগ সামলাবার দায়িত্ব আমি নিতে পারব,' বললেন ওয়ালথার ফিচার। 'বলব, সন্দেহ করা হচ্ছে ট্রেনের কোথাও বোমা ফিট করা হয়ে থাকতে পারে, তাই গন্ধ শুঁকে বোমার অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্যে কুকুর আমদানী করা হয়েছে।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার কোনো আপত্তি নেই তো, রানা?'

'নেই,' বলল রানা। 'অনেক দিন পর আজ রাতে আমরা সবাই হয়ত একটু ঘুমাতে পারব।'

'নন-স্লিপার কমপার্টমেন্টের কিছু আরোহী ল্যাভাটরিতে যেতে চাইবে···' শুরু করলেন অ্যাডমিরাল।

'আমরা তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, এবং পৌঁছেও দেব—সাথে অবশ্যই একটা করে কুকুর থাকবে···'

প্রচলিত গুজব, পশ্চিমের বেশির ভাগ সন্ত্রাসবাদী দলগুলোকে পরোক্ষ-

ভাবে উৎসাহ এবং সাহায্য দিয়ে থাকে সোভিয়েট গোয়েন্দা সংস্থা কে.জি.বি অথবা জি.আর.ইউ। মনে করা হয়, দলগুলোর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হলো পুব জার্মান। সন্ত্রাসবাদী কংকাইট গ্রুপ সম্পর্কেও এই গুজব শোনা যায়।

রলফ কংকাইট একজন আর্মেনিয়ান। পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড শরীরের অধিকারী সে। তার দলে যারা কাজ করে তারা সবাই যমের মতো ভয় করে তাকে। দলটা হল্যাণ্ডে ঢুকতে যাবে, এই সময় জুরিখের হোটেল সুইজারহফ থেকে পাঠানো কর্ণেল রুবলের একটা মেসেজ পেল রলফ কংকাইট—"আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্যে প্ল্যান তৈরি করো···নতুন সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করো..."

আমস্টারডাম। কংকাইট গ্রুপের নতুন হেডকোয়ার্টার।

ওয়্যারহাউসের ভেতর মস্ত একটা বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে দলটা। ছোটো একটা কামরায় পায়চারী করছে কংকাইট, তার একজন সহকারী কথা বলছে টেলিফোনে। রিসিভার নামিয়ে রেখে লিডারের দিকে তাকাল সে। বলল, 'ওরা আশা করছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস সকাল দশটায় এখানে এসে পৌঁছবে।'

পায়চারী থামিয়ে কংকাইট বলল, 'গুড। তেরেসাকে পাঠিয়ে দিয়ে রেডিও-অপারেটরের সাথে নিচের তালায় থাকো তুমি—যতোক্ষণ না আবার ডাকি আমি।'

একটু পরই মেয়েটা ঢুকল কামরায়। মাত্র বছর বিশেক বয়স তেরেসার, দেখতে ভালো।

'আমাদেরকে যদি অ্যাকশনে যেতে হয়, সব রেডি তো?' জানতে

চাইল কংকাইট।

'সব রেডি,' বলল তেরেসা। 'প্রথম কাজ আটলান্টিক এক্সপ্রেসের গতিপথ বদল করা, যাতে বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে যেতে বাধ্য হয়ঃ অর্থাৎ ম্যাস ব্রিজ পেরোতে বাধ্য হয়। এই কাজের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।'

'আবার ব্যাখ্যা করো,' একটা চেয়ারে বসে চোখ বুঁজল কংকাইট।

'চারজন লোককে বিস্ফারক সহ পিছনে, উইলিচে রেখে আসা হয়েছে, ডুসেলডর্ফের উত্তরে রেলওয়ে লাইন উড়িয়ে দেবে ওরা। তার মানে কোলনে পৌঁছে ট্রেনের পথ বদল করতে হবে ওদেরকে, ব্রাসেলস্ হয়ে যেতে হবে···এর পর ম্যাস ব্রিজ হয়ে আমস্টারডামের দিকে যাবে ট্রেন।'

'আর মেইন গ্রুপটা?'

'ইতিমধ্যেই ডোরডরেচে পৌঁছে গেছে,' বলল তেরেসা। 'জায়গাটা ম্যাস ব্রিজের কাছে। ওদের সাথে প্রচুর বিস্ফোরক রয়েছে, তিনটে ব্রিজকে উড়িয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। গোটা আটলান্টিক এক্সপ্রেস পড়ে যাবে নদীতে। অবশ্যই আস্ত অবস্থায় নয়।'

'এখন তাহলে শেষ সিগন্যালটার জন্যে অপেক্ষা।' অনেকটা আপনমনেই কথাটা বলল কংকাইট।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জার্মানীর ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। ট্রেনের সামনে থেকে ধীর পায়ে পিছনের ওয়াগন-লিটে ফিরে আসছে রূপা, চেহারায় চরম ক্লান্তির ছাপ, মনেও এতোটুকু শান্তি নেই। সবার সামনে বড় মুখ করে বলেছিল সে, কর্ণেল রুবল ট্রেনে উঠলে তাকে সে চিনতে পারবে। কর্ণেল রুবল ট্রেনে ঠিকই উঠেছে, কিন্তু সে তাকে

চিনতে পারেনি। আরোহীদের ওপর আরেকবার চোখ বুলাবার জন্যে বেরিয়েছিল সে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে আবার। পরবর্তী ওয়াগন-লিটে ঢোকার সময় জুরিখ থেকে ওঠা একজন আরোহীকে তার নিজের কমপার্টমেন্টে ঢুকতে দেখল রূপা। অ্যাটেনড্যান্টকে মোটা বখশিশ দিয়ে পিছন ফিরল লোকটা, হাতে একটা ব্র্যাণ্ডি ভর্তি গ্লাস। রূপা জানে না, এই লোকটাই ম্যাট রাইকিন, ওরফে কর্ণেল রুবল। তাকে পিছন থেকে দেখল সে, কমপার্টমেন্টে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রুবল। পাশ দিয়ে যাবার সময় অন্যমনস্কভাবে কমপার্টমেন্টের নম্বরটা লক্ষ্য করল রূপা—উনিশ। বি. এন. ডি চীফ ওয়ালথার ফিচারের একজন ডগ-হ্যাণ্ডলারকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় নিচু হয়ে একটা কুকুরের মাথায় আদর করে হাত বুলাল ও। পিছনের ওয়াগন-লিটের খালি একটা কমপার্টমেন্টে পৌঁছে দেখল ওখানে পাহারায় রয়েছে বেন নেলসন।

'আপনার একটু ঘুম দরকার,' রূপার চেহারায় ক্লান্তি লক্ষ্য করে বলল বেন।

'ঘুমাতেই তো যাচ্ছি,' বলল রূপা। 'রানা কি জেনারেলের সাথে রয়েছে, জানেন?'

'না,' বলল বেন। 'খানিক আগে কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্টে ঢুকেছে। বলে দিয়েছে, কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে। নিশ্চয়ই আপনার কথা বোঝাতে চায়নি…'

'আমি নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে আছি, কাউকে বিরক্ত করব সে শক্তি নেই,' বলে আর দাঁড়াল না রূপা। চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

রাত আড়াইটা। কার্লসরুয়ে স্টেশন আর বেশি দূরে নয়। অল্প কিছুক্ষ-

ণের জন্যে থামবে ওখানে ট্রেন। উনিশ নম্বর কমপার্টমেন্টে বাভি রিমলারের সাথে কথা বলছে কর্ণেল রুবল। করিডোরে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত ছিল ডগ-হ্যাণ্ডলাররা, সেই সুযোগে কর্ণেল রুবলের কমপার্টমেন্টে চলে এসেছে রিমলার।

'মেসেজটা তোমাকে যেভাবেই হোক ট্র্যান্সমিট করতে হবে,' রিমলারকে বলল কর্ণেল রুবল। 'সামনে কার্লসরুয়ে, নেমে যাও তুমি। স্টেশনের বাইরে তোমার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে, সোজা আস্তানায় চলে যাবে। কাউকে দায়িত্ব দেবে না, তুমি নিজে মেসেজটা পাঠাবে আমস্টারডামে। কোনো প্রশ্ন?'

'মেসেজটা অতিরিক্ত বড়,' রুবলের দেয়া মেসেজটার ওপর চোখ রেখে বলল রিমলার। 'জার্মানরা যদি রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান ব্যবহার করে···'

'এই পর্যায়ে আমরা সবাই মারা গেলেও কিছু এসে যায় না,' চাপা, হিংস্র কণ্ঠে বলল রুবল। 'আমি নিজেও মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি।'

'আপনি তাহলে ট্রেনেই থেকে যাবেন?'

'সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কখনো পাল্টাই না আমি,' বলল রুবল। 'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আছি আমি ট্রেনে—যদি নিজেই কাজটা করার সুযোগ পাই এই আশায়। তবে, বোধহয় সে-সুযোগ আমি পাবো না, কুকুরগুলো মস্ত একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কার্লসরুয়ে মাত্র কয়েকজন আরোহী নামল। তাদের মধ্যে বাভি রিমলার একজন। বাইরে একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, রিমলারকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে এলো ড্রাইভার। পিছন পিছন বি.এন.ডি-র একটা রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান এলো, কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

চার তালার একটা ফ্ল্যাটে ঢুকল রিমলার। দেরি না করে লুকিয়ে

রাখা ট্র্যান্সমিটারটা বের করে আমস্টারডামে মেসেজ পাঠাল সে। মেসেজ লেখা কাগজটা মাত্র পুড়িয়ে ফেলেছে, এই সময় নক হলো দরজায়। ড্রাইভার নক করছে ভেবে দরজা খুলে দিল রিমলার। দেখল, জার্মান পুলিশ, তার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু পুলিশ তার কাছ থেকে একটা কথাও আদায় করতে পারল না।

রাত চারটে বিশ। মেইঞ্জ ত্যাগ করে কোলনের পথে রয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। এই সময় পিছনের ওয়াগন-লিটের সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জেনারেল তুর্গেনিভের কমপার্টমেন্টে জড়ো হতে অনুরোধ করলেন ওয়ালথার ফিচার। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন অবশ্য জেগেই ছিলেন, তাঁর চোখ ছুটো ঘুমের অভাবে টকটকে লাল হয়ে আছে। তবে, এরই মধ্যে রূপা এবং রানা ছোট্ট একটু ঘুম দিয়ে নিয়েছে।

'ব্যাপারটা আপনাদের সবাইকে এখুনি জানানো দরকার বলে মনে হলো,' বললেন বি.এন.ডি চীফ ওয়ালথার ফিচার। 'কোলনে পৌঁছে রুট বদল করতে হবে আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে। নতুন রেলপথ ধরে আচেন আর ব্রাসেলস হয়ে আমস্টারডাম যেতে হবে...'

'কেন?' জানতে চাইল রানা। এক নিমেষে সমস্ত তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে সতর্ক হয়ে উঠেছে ও।

'ডুসেলডর্ফের উত্তরে রেললাইন উড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' বললেন ওয়ালথার ফিচার। 'কাজেই সরাসরি আমস্টারডামে যেতে পারছেন না। কাজটা নিশ্চয়ই কংকাইট গ্রুপের, ওরা ছাড়া এ ধরনের স্যাবোটাজের কাজ আর কারা করবে।'

'আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি...'

রানাকে বাধা দিয়ে ওয়ালথার ফিচার বললেন, 'কিসের বিপদ ? এর সাথে আটলান্টিক এক্সপ্রেস বা জেনারেল তুর্গেনিভের কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। ভেবে দেখো না, খানিকটা রেললাইন তুলে ফেললে কি এতো বড একটা ট্রেনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব ? কয়েকটা কোচ উল্টে যেতে পারে, কিন্তু পিছনের কোচগুলো লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তার মানে, লাইন উড়িয়ে দিয়ে ট্রেনকে অ্যাক্সিডেন্ট করালেও জেনারেল মারা যাবেন না। এটা ওরাও জানে। কাজেই ওদের নয়, এটা কংকাইট গ্রুপের কাজ।'

'হুঁ,' গম্ভীর গলায় শব্দটা করে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'জেনারেল পলটনের সাথে এখুনি কথা বলা দরকার।'

রেডিও-টেলিফোনে ডাচ এসপিওনাজ চীফ জেনারেল পলটনের সাথে ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে কথা বলল রানা। তারপর কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল ভর্জ স্যাণ্ডো ওরফে নিকোলাস লয়েডের কমপার্টমেন্টে। দরজা বন্ধ করে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল ও। সবশেষে বলল... 'কাজেই আমার জন্যে তৈরি থেকো তুমি।' লয়েডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশের কমপার্টমেন্টে ঢুকল রানা। সুফিয়ার সাথে দু'মিনিট কথা বলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

শিফল এয়ারপোর্ট। গোটা পশ্চিম ইউরোপে এই একটি মাত্র এয়ারপোর্ট মার্কিন ফ্লাইটের জন্যে খোলা আছে। দূর প্রান্তের একটা হ্যাঙ্গারে ডাচ ট্রুপস পাহারা দিচ্ছে বোয়িং সাতশো সাতকে। হ্যাঙ্গারটাকে ঘিরে মেশিনগান ফিট করা দুটো জীপ চক্কর দিচ্ছে অনবরত। ইতিমধ্যে ফুয়েল ভরা হয়েছে বোয়িংডে। ক্রুরা সবাই ঘুমাচ্ছে হ্যাঙ্গারের ভেতরই, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে সাথে সাথে পাওয়া যায় তাদেরকে।

# বার

সকাল ছ'টা পনের। কোলন ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে বাঁক নিল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, রওনা হলো আচেনের দিকে। ট্রেনের এটা নতুন গতিপথ, বেলজিয়াম হয়ে আমস্টারডাম যাচ্ছে ওরা। পিছনের ওয়াগন-লিটে অ্যাডমিরাল আর জেনারেলের সাথে বসে আছে রূপা, চেহারার বর্ণনা শুনে আঁকা কর্ণেল রুবলের মূল স্কেচটা থেকে একের পর এক আরো অনেকগুলো স্কেচ তৈরি করছে ও। ইতিমধ্যে দাড়িওয়ালা, গোঁফওয়ালা, চোখে রিমলেশ চশমা পরা, দাড়ি কামানো এবং হ্যাটে চুল ঢাকা রুবলের স্কেচ এঁকেছে ও।

'এই আঁকুবুঁক কাটার অর্থ কি?' অস্বস্তির সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করেননি তিনি, মেজাজের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়।

'জেনারেল বলেছেন, কর্ণেল রুবল ছদ্মবেশ নিতে ওস্তাদ,' বলল রূপা। 'তাই নানা ভাবে আঁকছি স্কেচগুলো, ট্রেনের কোনো আরোহীর সাথে এগুলোর যে কোন একটা মিলে যেতে পারে...'

'ধূ আশা মরীচিকা!' তিক্ত স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল।

বিদ্রূপে কান না দিয়ে নিজের কাজে আবার মন দিল রূপা। এই সময় সীমান্ত শহর আচেনে পৌঁছুল ট্রেন। জার্মান বি.এন.ডি চীফ ওয়ালথার ফিচার আটলান্টিক এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার দায়িত্ব বেলজিয়ানদের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। ট্রেন থেকে নেমে যাবার

আগে রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন তিনি, বললেন, 'এ সেফ জার্নি টু শিফল। আমি জানি, তুমি পারবে…'

'নিরাপদে জার্মানী পার করে দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। লাইনবন্দী হয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছে কুকুরগুলো, সেদিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'ওদেরকেও আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন।'

রানাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন ওয়ালথার ফিচার।

মুখে কাউকে কিছু না বললেও অনেকেই বুঝতে পারছে, কি যেন একটা বুদ্ধি করেছে রানা। কামউনিকেশন কমপার্টমেন্টে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছে সবাইকে, সেটাই সবার মনে সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করেছে। ডাচ এসপিওনাজ চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটনের সাথে রেডিও টেলি-ফোনে ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে আলাপ করেছে ও, কিন্তু আলাপের বিষয়টা কাউকে জানায়নি। অ্যাডমিরাল জানেন, জিজ্ঞেস করলেও মুখ খুলবে না রানা, তাই আর ঝামেলা বাড়াতে যাননি।

আচেন আর ব্রাসেলস নর্ডের মাঝখানে ব্রেকফাস্টের জন্যে ডাইনিং কার খোলা হলো। সবার আগে চেক স্পোর্টসস্যুট আর শিঙের তৈরি চশমা পরে সেখানে ঢুকল মাট রাইকিন ওরফে কর্ণেল রুগাল। ডাইনিং কারের শেষ প্রান্তের একটা সীট বেছে নিল সে। ওখান থেকে প্রত্যেক-টি ডাইনারকে দেখতে পাবে। বিশুদ্ধ আমেরিকান উচ্চারণে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল সে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে মুখের সামনে মেলে ধরল টাইম ম্যাগাজিনের একটা কপি।

পিছনের ওয়াগন লিটে রানার সাথে তর্ক বেধে গেছে রূপার। রূপা ডাইনিং কারে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সারতে চায়, তাতে অবশ্য রানার কোনো

আপত্তি নেই। কিন্তু রূপা একা যাবে না, রানাকেও সাথে করে নিয়ে যাবে, সেখানেই ওর আপত্তি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জেনারেল তুর্গেনিভের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে গেল।

'এই রকম একটা রূপসী মেয়ে নিঃসঙ্গ থাকবে, তা হতে পারে না,' জেনারেল বললেন, 'মিঃ রানা যদি এই সুবর্ণ সুযোগটা হারান, আমি খুশিই হবো। তাহলে আমি নিশ্চিন্ত এই সুন্দরী রমণীর সাথে যেতে পারি।'

'কি!' কৃত্রিম আতংকে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ব্রেকফাস্টের জন্যে আপনি ডাইনিং কারে যাবেন?'

'অগত্যা!' অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল।

'আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, রূপার দিকে তাকাল, বলল, 'চলো, আমিই যাবো।'

'সেটা দেখতেও ভালো লাগবে,' ওদের পিছন থেকে ফোড়ন কাটলেন জেনারেল। 'আমি বুড়ো মানুষ, আমার পাশে ওকে দেখে লোকে ভাববে ও বুঝি আমার মেয়ে…'

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো ওরা।

ডাইনিং কারে ঢুকে রূপার পরামর্শ মেনে নিয়ে কিচেনের ধারে, কোণের একটা টেবিল দখল করল ওরা। কয়েকটা টেবিল পর সুফিয়ার দিকে মুখ করে বসে আছে নিকোলাস লয়েড, যদিও পরস্পরের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না ওরা।

'স্বাধীন স্বাধীন লাগছে নিজেকে!' বলল রূপা। 'যেন কতদিন খোলা জায়গায় লোকজনের সাথে বসিনি।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। 'আবার উপভোগ করছি মানুষের সঙ্গ, ভিড়…'

'তেমন কিছু নেই দেখার…' মন্তব্য করল রানা।

আরডেনেস বনভূমির ভেতর দিয়ে ছুটছে ট্রেন। গাছের মাথায় জমে আছে সাদা ধবধবে তুষার, কিন্তু এই মুহূর্তে তুষারপাত হচ্ছে না।

'আবহাওয়ার অবস্থা কি ভালর দিকে?'

'গড নোজ!' মিথ্যে কথা বলল রানা।

ব্রেকফাস্টের ওপর হামলা চালাল রূপা, কিন্তু তারই ফাঁকে উপস্থিত আরোহীদের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দৃষ্টি।

ডাইনিং কারের দূরপ্রান্ত থেকে রানাকে দেখতে পেল কর্নেল রুবল। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো সে। ভাবল, আর বেশি দেরি নেই, মাসুদ রানা। এ-যাত্রায় তোমাকেও মরতে হবে।

ব্রেকফাস্ট সেরে রানা আর রূপা যখন ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, নিজের সীটে তখনও বসে আছে কর্নেল রুবল। রানা তার দিকে একবারও তাকাল না লক্ষ্য করে তাচ্ছিল্যের একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

সকাল সাতটা পনেরোয় রানা আর রূপা যখন আটলান্টিক এক্সপ্রেসে ব্রেকফাস্ট সারছে, রলফ কংকাইট তখন তার আমস্টারডাম হেডকোয়ার্টার থেকে ম্যাস ব্রিজের উদ্দেশে রওনা হলো। ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে মার্সিডিজ, পাশে বসে রয়েছে তেরেনা। সন্ত্রাসবাদী দলটার একটা গ্রুপ আগেই রওনা হয়ে গেছে ম্যাস ব্রিজের উদ্দেশে, তাদের সাথে গ্রেনেড ছোঁড়ার রাইফেল, বাজুকা, ভারি মেশিনগান এবং অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান আছে। ম্যাস ব্রিজ উড়িয়ে দেবার দায়িত্ব পড়েছে যাদের ওপর তাদের সাথে যোগ দেবে এরা। তবে বিশেষ পরিস্থিতি দেখা না দিলে এদেরকে কাজে লাগাবে না কংকাইট।

ম্যাস ব্রিজের কাছাকাছি একটা ফার্মহাউসের ভেতর ঢুকল মার্সি-ডিজ। গাড়ি থেকে নেমেই কংকাইট দেখল অ্যাকশন গ্রুপের লিডার দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়।

'সব রেডি?' জানতে চাইল কংকাইট।

'রেডি, স্যার। বোমাগুলো ফিট করা হয়ে গেছে। মিসফায়ার করতে পারে, তাই টাইমার ডিভাইস ব্যবহার করার প্ল্যানটা বাতিল করে দিয়েছি। বিস্ফোরণ ঘটানো হবে দূর থেকে, ইলেকট্রোনিক ডিটো-নেশন...'

'ভেরি গুড। ব্রিজের গার্ডদের ব্যাপারে কি ভেবেছ?'

'মাত্র দু'জন, পিষেই মেরে ফেলব,' বলল অ্যাকশন গ্রুপের লিডার। ওদিকে এস্কেপ বোটও তৈরি হয়ে আছে...'

'আটলান্টিক এক্সপ্রেস ব্রিজের মাঝখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিস্ফোরণ ঘটানো চলবে না, মনে আছে তো?'

'মনে আছে, স্যার।'

'তোমরা তাহলে রওনা হয়ে যাও।'

'ইয়েস, স্যার।'

তেরেসার দিকে ফিরল কংকাইট। 'আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে কর্নেল রুবলকে তুলে নেবার জন্যে যেতে হবে আমাদেরকে...'

রাইন নদীর মুখে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েট স্পাই শিপ সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন। একের পর এক পাওয়ার বোট এসে ভিড়ছে তার গায়ে। প্রায় প্রত্যেকটি পাওয়ার বোটকে ধাওয়া করে কিছুদূর এসে আবার ফিরে যাচ্ছে ডাচ পেট্রলের টর্পেডো বোটগুলো। টর্পেডো ছুঁড়ে মাত্র একটা পাওয়ার বোটকে ডুবিয়ে দিতে পেরেছে

ওরা, তাও আরোহীরা কেউ ডুবে যাবার আগেই স্পাই শিপের বোট উদ্ধার করেছে তাদেরকে। পশ্চিম জার্মানী এবং ফ্রান্সের সোভিয়েট কী এজেন্টরা সাফল্যের সাথে পিছু হটছে।

রানা আর রূপা ব্রেকফাস্ট সেরে ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে যাবার দু'মিনিট পর উঠে দাঁড়াল নিকোলাস লয়েড। ডাইনিং কার থেকে এসে করিডোর ধরে নিজের কমপার্টমেন্টে ফিরছে সে। তার পিছু পিছু ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে এলো কর্নেল রুবলও, নিঃশব্দে অনুসরণ করল লয়েডকে।

নিজের কমপার্টমেন্টে ঢুকতে যাবে লয়েড, এই সময় পিছন থেকে নিচু গলায় ডাকল কর্নেল রুবল, 'জর্জ স্যাণ্ডো।'

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল লয়েড, ম্যাট রাইকিনকে দেখেই অনুমান করল সে, এ লোকই কর্নেল রুবল। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল লয়েড, তারপর ফাঁকা করিডোরের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের কমপার্টমেন্টে। তাকে অনুসরণ করে কর্নেল রুবলও ঢুকল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল লয়েড। ঘুরে তাকাল রুবলের দিকে। 'আপনিই কি কমরেড...?'

'হ্যাঁ, আমিই কর্নেল রুবল,' বলল রুবল। 'ম্যাস ব্রিজ উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি আমরা। তার আগেই ট্রেন থেকে নেমে যাবো আমি। খবরটা তোমাকে দিতে এলাম। তা না হলে ওদের সাথে তোমাকেও মরতে হবে...'

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' উদ্বেগের সাথে বলল লয়েড। 'কিন্তু, কমরেড, ম্যাস ব্রিজ যে উড়িয়ে দেয়া হবে তা ওরাও অনুমান করতে পেরেছে।'

'হোয়াট!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রুবল। 'তুমি তা জানলে

কিভাবে?'

'সে অনেক কথা,' দ্রুত বলল লয়েড। 'সংক্ষেপে বলছি। পাশের কামরায় মাসুদ রানার একটা মেয়ে-এজেন্ট আছে, সোফিয়া। রানার কাছে মাইকেল ক্রে র পরিচয় ওই সোফিয়াই ফাঁস করে দিয়েছে। ডেঞ্জারাস মেয়ে, বুঝলেন? ওর সাথে খাতির জমিয়ে ফেলেছি। আমার প্রেমে পড়ে গেছে একেবারে। ওর কাছ থেকেই জেনেছি সব।'

'সব?'

'ম্যাস ব্রিজ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাসুদ রানা। যদি কোনো ঘাপলা দেখে, ডাচ সামরিক হেলিকপ্টারে করে শিফল এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে।'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল রুবলকে। একটু পরই নিজেকে সামলে নিল সে। লয়েড মিথ্যে কথা বলছে? সে কি ডাবল এজেন্ট? চিন্তাটা মাথায় এলেও সেটাকে উড়িয়ে দিল রুবল।

'হেলিকপ্টার করে নিয়ে যাবে জেনারেলকে?' একটু অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল সে। 'এই আবহাওয়ায়?'

'আবহাওয়া ভালর দিকে, চারদিক থেকে সেই রিপোর্টই আসছে,' বলল লয়েড। 'খবরটা গোপন রেখেছে ওরা।'

দ্রুত চিন্তা করল রুবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ট্রেন থামলে আমিও তাহলে নেমে যাবো। কংকাইট গ্রুপকে খবরটা দিতে হবে আমার। ওদের কাছে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান আছে। ট্রেন থেকে যেখানেই নামি না কেন, আমার লোকের সাথে দেখা হবে। সাথে সাথে মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিতে পারবো কংকাইটকে। সামরিক হোক আর যাই হোক, একটা হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামানো ওদের জন্যে কোনো সমস্যাই নয়।'

'কিন্তু আমি? আমার কি হবে?'

'তুমি ট্রেনেই থাকবে,' নির্দেশ দিল রুবল। 'ট্রেন খালি থাক, তা আমি চাই না, নিজেদের অন্ততঃ একজন লোক থাকা দরকার। যদি শেষ মুহূর্তে ওরা ওদের প্ল্যান বদল করে, জেনারেল যদি ট্রেনেই রয়ে যায়, তাহলে তোমার ওপর দায়িত্ব থাকবে...'

'কর্ণেল রুবলকে কোথায় দেখেছি...কোথায় দেখেছি...মাই গড!' আঁতকে উঠল রূপা। 'মনে পড়েছে! রানা, দেখে চিনতে পারিনি, কিন্তু এখন ঘটনাটা স্মরণ করতে গিয়ে চিনতে পারছি ওকে!'

ব্রাসেলসের অনেক উত্তরে চলে এসেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, রোজেনডাল পেরিয়ে এসে ঝড়ের গতিতে ছুটছে গ্রেট ম্যাস ব্রিজের দিকে। কর্ণেল রুবলের মূল স্কেচটা আরেকবার পরীক্ষা করতে গিয়ে পেন্সিল দিয়ে একটু রদবদল করেছে ও। স্কেচে এখন মাথা কামানো, চশমা পরা রুবলকে দেখা যাচ্ছে।

কথাটা শুনে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু সাথে সাথে জানতে চাইল রানা, 'কোথায়? কখন?'

'ব্রেকফাস্টের সময়, ডাইনিং কারের এক কোণে,' উত্তেজিত ভাবে বলল রূপা। 'কিন্তু এর আগেও তাকে দেখেছি, মাঝরাতের দিকে। উনিশ নম্বর কমপার্টমেন্টে ঢুকছিল, একটা কোচ ছাড়িয়ে...'

'চলো,' রূপার হাত ধরল রানা।

'বেলজিয়ান সিকিউরিটির দু'জন লোককে সাথে নাও,' সতর্ক করে দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল।

করিডোরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'কাউকে সাথে নিচ্ছি না আমরা। তুমি শুধু কমপার্টমেন্টটা দেখিয়ে দাও আমাকে

—রুবলের কাছে যাবার আগে অন্য দু'জনের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।'

'অন্য দু'জন?' অবাক হলো রূপা।

'সুফিয়া আর নিকোলাস লয়েড। ছদ্মবেশ নিয়ে আছে দু'জনেই।'

'মাই গড! ওরা এই ট্রেনে?'

'এসো,' রূপার হাত ধরে টানল রানা। করিডোর ধরে দ্রুত এগোল ওরা। রুবলের কামরা চিনে নিয়ে সুফিয়ার কমপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। নক করতেই দরজা খুলে দিল সুফিয়া। ভেতরে ঢুকল ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে রূপাকে জড়িয়ে ধরল সুফিয়া। কমপার্টমেন্টের এক কোণে বসে ছিল লয়েড, রানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। 'বস্…'

'কথা বলার সময় নেই,' বলল রানা। 'সুফিয়া আর তুমি রূপার সাথে পিছনের ওয়াগন-লিটে চলে যাও।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'কি করতে হবে তা তো তোমাদের জানাই আছে। কুইক! রূপা তোমাদের সাথে অ্যাডমিরালের পরিচয় করিয়ে দেবে।'

রানার কথার ওপর কথা বলল না কেউ, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন কমপার্টমেন্ট থেকে।

ম্যাস ব্রিজ থেকে আর মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। দ্রুত কমে আসছে মাঝখানের ব্যবধান, ঝড়ের বেগে ব্রিজের দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন।

লয়েড আর সুফিয়াকে দেখে বিস্মিত হলেন অ্যাডমিরাল। রূপা তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনি জেনারেল তুর্গেনিভকে বললেন, 'ইংরেজীতে লোন উলফ বলে একটা কথা আছে না? রানা

আসলে তাই। নিঃসঙ্গ নেকড়েই বটে। কাউকে কিছু না জানিয়ে কতো কি প্ল্যান করে রেখেছে, গড নোজ!' তিক্ত একটু হাসলেন তিনি। 'আমাকে পর্যন্ত জানাচ্ছে না কিছু। তা না জানাক, আপনাকে যদি নিরাপদে শিফল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে ও, তাতেই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো ওর প্রতি।'

'একটা কথা তো ঠিক যে,' বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'কে.জি.বি এবং জি.আর.ইউ. একজোট হয়ে চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। ওদের সাথে যেখানে সারা দুনিয়ার এসপিওনাজ নেট-ওয়ার্ক পেরে ওঠে না, সেখানে একা একজন লোক সবাইকে নাকানি চুবানি খাইয়ে দিচ্ছে—এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার, অ্যাড-মিরাল!'

'আমি তা স্বীকার করি,' অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কথাটা বললেন অ্যাডমিরাল।

অ্যাডমিরাল থামতেই একটা ঝাঁকি খেল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, হঠাৎ করে গতি মন্থর হয়ে এলো ট্রেনের। ঝাঁকিতে ট্রেনের প্রায় সব আরোহী টলে উঠেছে। প্রতিটি কোচ থেকে ভেসে আসছে চেঁচামেচি। লয়েড আর রূপা সবার আগে উঠে দাঁড়াল, তারপর সুফিয়া। অ্যাড-মিরাল আর জেনারেলকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওরা।

'কোথাও লাগেনি তো?'

দু'জনেই মাথা নাড়লেন। 'ব্যাপারটা কি?' দ্রুত জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ছে কেন? শুয়ে পড়ুন, জেনারেল, শুয়ে পড়ুন...'

'আমার মনে হয়,' শান্ত গলায় বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'চেইন টেনে ট্রেন থামিয়েছে রুবল। পালাচ্ছে সে।'

'কিন্তু বলা যায় না। শুয়ে পড়ুন।'

ট্রেন পুরোপুরি থামেনি, এই সময় করিডোরের একটা জানালা দিয়ে রানা দেখল একজন আরোহী লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। গুলি করার সুযোগ পেল রানা, কিন্তু পকেট থেকে বেরই করল না পিস্তলটা। ছুটে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। পিছন থেকে দেখলেও, ম্যাট রাইকিনকে চিনতে পারল রানা। দ্রুত পিছনের ওয়াগন লিটে ফিরে এলো ও।

'ব্যাপার কি রানা?' কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'কেবল পালাচ্ছে বুঝি?'

'তা জানি না,' বলল রানা। 'তবে চেইন টেনে ট্রেন থামিয়েছি আমি...'

'কেন! ফর গডস সেক, কেন?'

'আমার সন্দেহ ম্যাস ব্রিজ উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে ওরা,' বলল রানা। 'ব্রিজটা পরীক্ষা না করে আমাদের আর এগোনো উচিত হবে না। রেডিও টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার জেনারেল পলটনের সাথে, ট্রুপস নিয়ে কাছে পিঠেই অপেক্ষা করছেন তিনি। এখানে আমাদের জন্যে কোনো বিপদ নেই।'

এই সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। জানালা খুলতেই দেখা গেল একটা পাকা রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে পিছনের ওয়াগন-লিটটা। রাস্তার দু'দিকেই ডাচ সামরিক বাহিনীর লোকেরা ব্যারিকেড তৈরি করে অবস্থান নিয়েছে। চারদিক থেকে ছুটে এসে সশস্ত্র সৈনিকরা ঘিরে ফেলল ট্রেনকে। রাস্তার ওপর, পিছনের ওয়াগন-লিটের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন জেনারেল পলটন। অ্যাডমিরালের দিকে চেয়ে হাসল রানা, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল ও। 'ইনি জেনারেল ম্যাক্স পলটন...'

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ব্রিজ পরীক্ষা করার কি ব্যবস্থা করেছ?'

'আমার দু'জন সহকারী আলোয়েট হেলিকপ্টারে উঠছে,' বলল রানা। 'ব্রিজের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে ওরা, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সাথে সাথে অয়্যারলেসে খবর পাঠাবে।'

'ছোটো একটা ট্রলির ব্যবস্থা করেছি আমি,' অ্যাডমিরালকে জানালেন জেনারেল পলটন। 'রানার অনুরোধে। সামনের স্টেশন থেকে ওটা ম্যাস ব্রিজের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে এক মিনিট আগে। ট্রলিতে দু'জন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট আছে, ব্রিজে যদি কোনো বোমা ফিট করা হয়ে থাকে, ওরা সেগুলোকে অকেজো করে দেবে।'

'কিন্তু জেনারেল তুর্গেনভকে নিয়ে এখানে এভাবে অপেক্ষা করা কি উচিত হচ্ছে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'এখানে কোনো বিপদ নেই,' বললেন জেনারেল পলটন।

'ব্রিজে যদি বোমা না থাকে, তাহলে বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের,' বলল রানা। 'আর যদি খবর পাই যে বোমা আছে, তাহলে আর অপেক্ষা না করে সামরিক 'কপ্টারে তুলে দেব জেনারেল তুর্গেনিভকে।'

'কিন্তু আবহাওয়া...'

'এখন ভালর দিকে,' বলল রানা। 'হেলিকপ্টার নিরাপদে শিফল এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে।'

পায়ে হেঁটে দুশো গজ পেরিয়ে একটা নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এলো

কর্ণেল রুবল। রাস্তা ধরে আবার রেললাইনের দিকে এগোল। খানিক দূরে যেতেই একটা গাড়ি দেখল সে। নাম্বার প্লেট দেখে স্বস্তি বোধ করল, কিন্তু গাড়িতে বা আশপাশে কাউকে দেখল না। খোলা জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে গাড়ির হর্ণ বাজাল সে। এক মিনিট পরই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো একজন লোক।

'আমি কর্ণেল রুবল,' লোকটা কাছে আসতেই বলল সে। 'সবচেয়ে কাছে আমাদের অয়্যারলেসটা কোথায়?'

'সিকি মাইল দূরে, কমরেড,' সসম্ভ্রমে বলল লোকটা।

'নিয়ে চলো আমাকে।'

তিন মিনিট পর নির্জন একটা বাড়ি থেকে কংকাইটের সাথে যোগাযোগ করল কর্ণেল রুবল। 'সামরিক 'কপ্টারে করে শিফলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে জেনারেল তুর্গেনিভকে। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছি আমি। অ্যাট এনি কস্ট জেনারেলের 'কপ্টারকে গুলি করে নামাতে হবে··· শিফলে যেতে হলে কোন্ রুট ধরবে ওরা তোমার ধারণা আছে?··· ভেরি গুড। তোমার খবরের অপেক্ষায় থাকলাম।'

আটলান্টিক এক্সপ্রেস। পিছনের ফ্ল্যাট কারে আলোয়েট হেলিকপ্টারটাকে পাহারা দিচ্ছে ডাচ ট্রুপসের একটা ইউনিট। পিছনের ওয়াগনলিট থেকে ফ্ল্যাট কারে চলে এলো রূপা আর সুফিয়া, লয়েড ওদের পিছন থেকে ধরে রেখে সাহায্য করল। মোট চারজন উঠল আলোয়েটে। চেইন খুলে দিতেই 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠল রূপা। ট্রেনের ওপর উঠে দ্রুত পিছিয়ে গেল 'কপ্টার, তারপর বেশ উঁচুতে উঠে রেল-

লাইন ধরে এগোল ম্যাস ব্রিজের দিকে।

'ব্রিজ পরীক্ষা করতে যাচ্ছে ওরা,' বলল রানা।

রাস্তার ধারে, ফাঁকা একটা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাচ এয়ার-ফোর্সের দুটো প্রকাণ্ড আকারের 'কপ্টার। সেদিকে তাকিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'বলছ, আবহাওয়ার অবস্থা ভালোর দিকে, তাহলে অপেক্ষা করে লাভ কি? 'কপ্টারে তুলে জেনারেলকে শিফলে নিয়ে গেলেই তো হয়?'

'আমি শুধু জেনারেল তুর্গেনিভের নিরাপত্তার কথা ভাবছি না, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'এই ট্রেনে আরো সাড়ে তিনশো আরোহী রয়েছে, তাদেরকে বিপদের মুখে ছেড়ে যেতে চাই না। এতো ব্যস্ততার কিছুই নেই, ব্রিজ থেকে কি খবর আসে দেখা যাক...'

'কে কে গেল ওরা ব্রিজ পরীক্ষা করতে?' জানতে চাইলেন অ্যাড-মিরাল। 'জেনারেলকে পাহারা দিচ্ছে কে?'

'বেন আছে,' বলল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'বড়জোর দশ মিনিট, তার বেশি লাগার কথা নয়।'

'ব্রিজে বোমা থাকলে সেই তো 'কপ্টারে করেই নিয়ে যেতে হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে...' গজ গজ করছেন অ্যাডমিরাল।

হেসে ফেললেন ডাচ এসপিওনাজ চীফ জেনারেল পলটন। 'রানা কাজের ছেলে, অ্যাডমিরাল, ওর ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

মৃদু একটু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'তাই তো রাখি,' বললেন তিনি। "কিন্তু

পোর্টেবল ওয়্যারলেসে কথা বলছিল একজন ডাচ মেজর, সেটটা অফ করে দিয়ে জেনারেল পলটনের দিকে এগিয়ে এলো সে। জেনারে-লের কানে কানে কি যেন বলে আবার বিশ হাত দূরে নিজের জায়গায়

ফিরে গেল মেজর। আবার অন করল ওয়্যারলেস সেটটা। কথা বলতে শুরু করল।

রানার সাথে চোখাচোখি হতে ইশারা করলেন জেনারেল পলটন। রানার চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। পাঁচ মিনিট পর আবার সেটটা অফ করে এগিয়ে এলো মেজর। আবার জেনারেলের কানে কানে কি যেন বলে নিজের জায়গায় ফিরে গেল সে। এবারও ইঙ্গিত করে কি যেন বোঝাতে চাইলেন জেনারেল পলটন রানাকে।

এসব কিছুই লক্ষ্য করলেন না অ্যাডমিরাল। ঘন ঘন রিস্টওয়াচ দেখছেন তিনি। দশ মিনিটের জায়গায় সতের মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ আলোয়েট 'কপ্টার নিয়ে ফিরে আসছে না ওরা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভেতরটা ছটফট করছে তাঁর। কিন্তু তা প্রকাশ করার সুযোগ নেই। কি যেন গোপন করে যাচ্ছে রানা। জিজ্ঞেস করলেও বলবে না, জানেন তিনি। একটু অভিমানই হলো। দেখলেন, তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে জেনারেল পলটনের সাথে গল্প করছে রানা। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার কোনো ছাপ নেই চেহারায়। রাগ হলো অ্যাডমিরালের। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে উঠে পড়লেন ওয়াগন-লিটের করিডোরে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর মাতালের মতো টলতে টলতে ওয়াগন-লিট থেকে আবার নেমে এলেন অ্যাডমিরাল। হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এলেন তিনি। রানার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, রানা! নেই! জেনারেল তুর্গেনিভ ওয়াগন-লিটে নেই...!'

'জানি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এইমাত্র ওয়্যারলেসে খবর পেয়েছি, জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে শিফল এয়ারপোর্টে নিরাপদে ল্যাণ্ড করেছে আলোয়েট। জেনারেল পলটনের দিকে ফিরল রানা।

'আপনার এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টরা ম্যাস ব্রিজের বোমা অকেজো করে দিতে কতোটা সময় নেবে?'

'বোমা আছে তা কিভাবে···?'

'আছে,' বলল রানা। 'প্রাণ বাজি রেখে বলতে পারি।'

'ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না···'

'আমরা নিশ্চয়ই আপনার ওপর ট্রেনের দায়িত্ব ছেড়ে যেতে পারি?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই।'

'তাহলে আর দেরি নয়,' অ্যাডমিরালের দিকে ফিরে বলল রানা। 'চলুন, এয়ারফোর্সের 'কপ্টারে ওঠা যাক। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শিফলে পৌঁছুতে চাই আমি। জেনারেলের দিকে ফিরল আবার। 'পাইলট জানে, কোন্ রুট ধরে যেতে হবে?'

'সম্পূর্ণ উল্টো পথ ধরে,' বললেন জেনারেল পলটন। 'জানে।'

'আর কংকাইট গ্রুপের জন্যে কি করছেন?'

'দু'দিক থেকে দু'ইউনিট ট্রুপস রওয়ানা হয়ে গেছে,' বললেন জেনারেল। 'আমার বিশ্বাস, এতোক্ষণে নির্মূল হয়ে গেছে কংকাইট গ্রুপ।'

'বিদায়, জেনারেল পলটন,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ্।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো রানাকে অনুসরণ করে এয়ারফোর্সের একটা 'কপ্টারে চড়লেন অ্যাডমিরাল। রানা সব কথা গোপন করে গেছে বুঝতে পেরে প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ওর ওপর, কিন্তু যখন উপলব্ধি করলেন যে রানা যা করেছে তার পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জেনারেল তুর্গেনিভের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তখন সমস্ত রাগ মুছে গেল মন

থেকে, রানার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন তিনি রানার সাহায্যে।

আধঘণ্টা পর আবার একত্র হল ওরা।

শিফল এয়ারপোর্ট। কড়া প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে সাতশো সাত বোয়িং। এক্ষুণি টেক-অফ করবে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা—রানা, রূপা, সুফিয়া, লয়েড, অ্যাডমিরাল, বেন নেলসন, ডেডরিক এবং জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ।

'খুবই কাজ, রানা?' সাগ্রহে রানার মুখের দিকে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'কিছুতেই যেতে পারবে না আমাদের সাথে?'

মৃদু হাসল রানা। মাথা নাড়াল এপাশ ওপাশ। 'কেন? এখনও ভরসা পাচ্ছেন না বুঝি?'

'পাচ্ছি। আর কোন বিপদ নেই জানি। তবু মনে হচ্ছে তুমি সাথে থাকলে আরও ভাল হত। আসলে তোমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। উফ্, একের পর এক কম বিপদ ত আর কাটালে না!'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'এবার নতুন কোন বিপদ আসার আগেই কেটে পড়ুন, অ্যাডমিরাল।'

এক ঝটকায় রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা একপাশে সরিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। তারপর দুই হাতে বুকের সাথে চেপে ধরলেন ওকে। আধ মিনিট রানাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দুই কাঁধ ধরে হাত খানেক তফাতে সরালেন, এবং কয়েক সেকেণ্ড কটমট করে ওর ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার টেনে নিলেন বুকে। ছেড়ে দেয়ার আগে দুই গালে দুটো চুমো না দিয়ে ছাড়লেন না।

অবাক হয়ে এ আদর দেখছিল রূপা, রানাকে ছেড়ে অ্যাডমিরাল

তার দিকে ফিরতেই একলাফে সরে গেল তিন হাত তফাতে। 'ওরে-ব্বাপ! আমি ওসবের মধ্যে নেই!'

হেসে উঠল সবাই।

এগিয়ে এলেন জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ। রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ!' রূপার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমাদের বিয়েতে কিন্তু এই বুড়োকে মনে করে একটা কার্ড পাঠিয়ো। নাকি ভুলে যাবে?'

আঁৎকে উঠে রূপার দিকে আড়চোখে তাকাল রানা।

'ওকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি তা কে বলল আপনাকে?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রূপা।

'কে বলবে আবার? এসব এমনিতেই বোঝা যায়, কাউকে বলে দিতে হয় না। কতদিনের প্রেম তোমাদের?'

'প্রেম?'

'আহা, অস্বীকার করছ কেন?' হেসে উঠলেন জেনারেল। 'আমরা তো আর বাধা দিতে যাচ্ছি না! বিয়েটা...'

'বিয়ে তো হয়ে গেছে আমার!' কথাটা বলেই অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে সবার মুখের দিকে চাইল রূপা। 'লোকটা মানুষ, না পিশাচ! মিলানে সবাইকে স্বাক্ষী রেখে বিয়ে হলো, শিফলে এসেই চাপাতে চেষ্টা করছে আমাকে অন্যের ঘাড়ে!'

সবার সাথে হেসে উঠলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। তারপর রূপার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর মাথায় রাখলেন। গম্ভীর। বললেন, 'আমি কৃতজ্ঞ, রূপা। আমার আশীর্বাদ রইল। নব-জীবন দিয়েছ তোমরা আমাকে...আমি...'

হঠাৎ কি যে হল, পাহাড়ের মত অটল লৌহমানব জেনারেল তুর্গেই

তুর্গেনিভের গাল বেয়ে নেমে এল দু'ফোঁটা জল। চট্ করে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন তিনি প্লেনের ভেতর। পেছনে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ডেডরিক আর বেন নেলসন। পাঁচ মিনিট পর চলতে শুরু করল বোয়িং।

# আলোচনা

[ এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, প্রশ্ন, মতামত, নিজের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপুর্ণ চুটকি (Jokes) ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয় বস্তু পুরোন হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনু-যোগ করে চিঠি দেবেন না। প্রকাশযোগ্য চিঠি দিন, ছাপা হবে। ]

মুজিবুর রহমান ( বাবু )
জালাল কলোনী, ১২নং হেমসেন লেন, চট্টগ্রাম।

এই কিছুক্ষণ আগে আপনার জিম্মি ও দাঁড়াও পথিক-১ শেষ করলাম। উফ, দারুণ লেগেছে!

* ধন্যবাদ।

গুলজার আহমেদ
বি·ও· এফ ঢাকা।

তুষার যাত্রা-১ পড়লাম। বইটির প্রথম লাইন থেকেই চরম উত্তেজনা, তার সাথে রয়েছে গতিশীল তড়িৎ অ্যাকশন। যা পড়তে গিয়ে বারে বারে শিহরিত হয়েছি। ১ম খণ্ডে দেখানো হয়েছে যে,

রানা মারা গেছে। জানি রানার মৃত্যু নাই। কিন্তু বিশ্বাস করুন ঘটনাটি এত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যে, আমিও অ্যাডমিরালের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তী খণ্ডের জন্য হীমশীতল মৃত্যু ও আতংকের মধ্যে অপেক্ষায় থাকলাম।

অজিত কুমার দেব

লিপিকার, জিন্দা বাজার, সিলেট।

এইমাত্র দাঁড়াও পথিক-১ শেষ করলাম। দারুণ ভাল লেগেছে বইটা, সেজন্য ধন্যবাদ। আমরা এই ধরনের বই-ই আশা করি। প্রচ্ছদ শিল্পীকে আমার ধন্যবাদ পৌঁছে দিবেন।

* দিলাম। আপনাকেও ধন্যবাদ।

সালাহ্ উদ্দিন আহ্‌মেদ (বক্সার)

১৪৮ উত্তর বাসাবো, ঢাকা-১৪।

রানার সাথে পরিচয় হয় ১৯৭৫ সালে। স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বুক সেলফের কাছে এসেই নজরে পড়ল 'রানা! সাবধান!!' বইটি। কিন্তু তখন তো বুঝতে পারিনি আসলে রানাকে সাবধান করা হয়নি, সাবধান করা হয়েছিলো আমাকে যাতে সর্বদা 'সেবা'-র কাছ থেকে দূরে থাকি। নিয়তির লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। 'সেবা' আমাকে যাদু করেছে। যাক, অলসভাবে বইটি নিয়ে পড়তে বসে কখন যে অলসতা দূর হয়ে গিয়েছিলো তা বুঝতে পারলাম না এবং হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমিও রানার বিপদের সমভাগী হয়ে রানার সাথে ওঙ্কার দ্বীপ ছেড়ে পালাচ্ছি।

এম.বি. আলম

তেবাড়ীয়া, নাটোর, রাজশাহী।

রহস্যময়ী বইটি কোন্ প্রকাশনীর এবং কার লেখা? বইটি কয়

খণ্ডে সমাপ্ত ?

এইমাত্র আপনার লেখা বিদায় রানা শেষ করলাম। খু-ব ভাল লেগেছে। তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

* ধন্যবাদ। রহস্যময়ী সেবা প্রকাশনীর বই, ২ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক : কাজী আনোয়ার হোসেন।

আহমেদ বাবুল
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান), সৈয়দপুর কলেজ, সৈয়দপুর, রংপুর।

এখন রাত চারটে। এক জায়গায় বিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। রাত ১টায় ফিরেছি। আসার সময় ঐ বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছি দাঁড়াও পথিক-১। অতৃপ্ত মন নিয়ে আপনাকে পত্র লিখছি। আশা করি দাঁড়াও পথিক-২ তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে ধন্য করবেন।

* আর ক'টা দিন।

আজম খাঁন
পাইকপাড়া, মীরপুর ঢাকা-১০।

আপনারা আসলে কোন্ পদ্ধতিতে আলোচনা বিভাগের চিঠি খুলছেন ? লটারীর মাধ্যমে, না ড্রয়ারের সব চিঠি বের করে বাছাইয়ের মাধ্যমে ?

* লটারীর মাধ্যমে এক এক করে ড্রয়ার থেকে বেরোচ্ছে চিঠি, বাছাই হচ্ছে, প্রকাশ যোগ্য আলোচনা সম্পাদনার পর ছাপবার জন্যে যাচ্ছে, বাকিগুলো যাচ্ছে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। বেশির ভাগ চিঠি-তেই তেমন কোন বক্তব্য থাকে না। আগে সে-সব পত্র-প্রেরকের নাম-ঠিকানা ছাপতাম, মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে উত্তরও দিতাম সংক্ষেপে, কিন্তু আজকাল আর প্রাপ্তি স্বীকার করছি না—শুধু নাম ছাপলে অনেক পাঠক/পাঠিকা অবহেলিত ও অপমানিত বোধ করেন, তাই ওসব ঝামেলা বাদ।

মানজুরুল আজিম (পলাশ)
ঝাউতলা, কুমিল্লা।

"দাঁড়াও পথিক" ১-এর জন্য আমি আপনাকে সবার পক্ষ থেকে হাফ্ শুভেচ্ছা পাঠালাম। ২ বের হলে বাকীটুকু পাবেন। ২-এর জন্য নিদ্রাহীন অপেক্ষা করছি। আশা করি শীঘ্রই সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাবেন। নির্দোষ জাফর যেন মারা না যায় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

* চেষ্টা করব। হাফ-ধন্যবাদ।

জিয়াউল হাফিজ,
কিশলয় পাঠাগার, পুর্বপাড়া, গাইবান্ধা।

বহুদিন আগে আমি এবং আমার বন্ধু প্রগতি প্রকাশনীর 'গ্রহান্তরের আগন্তুক' পড়েছিলাম এবং সেই দিন থেকে আমি বিশ্বাস করতাম. অন্য সৌরজগত বা নীহারিকা পুঞ্জ থেকে এই পৃথিবীতে মানুষ এসেছিলো স্পেসশীপে করে। কিন্তু সেই বন্ধু সামান্যতম বিশ্বাস করেনি। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। রকিব হাসানের 'ভিন গ্রহের মানুষ রহস্য ও প্রমাণ' পড়ে সেই বন্ধু আমার চেয়েও এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে 'ভিন গ্রহের মানুষ' এই পৃথিবীতে অজস্র বার এসেছে। বন্ধুর এই পরিবর্তনের জন্য 'সেবা'-কে জানাই ধন্যবাদ এবং সেই সাথে লেখককেও।

* আপনার চিন্তার খোরাক যোগানর চেষ্টা করেছেন লেখক বা সেবা প্রকাশনী, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিন্তু আপনার, আই রিপিট, আপনার নিজস্ব ব্যাপার।

রাসেল আহমেদ
নতুন সাহেবের চর, আকর্যের চর, ফরিদপুর।

কাজীদা, আলোচনাতে আমরা সাধারণত চিঠি পাঠিয়ে থাকি

আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে। আরও উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। কিন্তু আমি মনে করি প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটাই মুখ্য—কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনি শুধু যাদের চিঠি ছাপা গেল না, বলে নিচে নামগুলো ছেপে দিচ্ছেন। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন শুধু নাম ছাপার জন্য চিঠি লিখি না।

* সেইজন্যেই আজকাল চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করছি না।

কে, কিউ, আজম

রুম নং ৪০৫, ইলিশিয়াম রেষ্ট হাউজ, হাটখোলা রোড, ঢাকা।

কলাবাগান কলোনির মনছুর আহমেদ মন্টুর এক প্রশ্নের উত্তরে (জিপসী ২) বলেছেন, মাসুদ রানা 'অবসরের সঙ্গী'।

হাঁ, সঙ্গী বটে, তবে অবসরের নয়। এবং সে আমার শত্রুও। সে আমার টাইম কিলার, আমার হেডেক, বসের বকা খাওয়ানী।

আমার মোটেই অবসর নাই। প্রায় সারাদিনই কাজ থাকে। কিন্তু যখন মাসুদ রানা হাতে পাই তখন ভুলে যাই সবকিছু। সব কাজ আমার গোল্লায় যায়। প্রয়োজনীয় কাজ সময়মত না করাতে পরের দিন অফিসে বসের বকা খাই। এর পরেও কি আপনি বলবেন যে মাসুদ রানা আমার বন্ধু? আমার অবসরের সঙ্গী?

ছেলেবেলায় প্রেমিকারা পত্রের মধ্যে আতর, পাউডার ইত্যাদি মাখিয়ে দিত। আপনিও কি তেমনি আপনার প্রত্যেকটা বইতে সম্মো-হনী কিছু মাখিয়ে দেন?

* মাসুদ রানা ভাল লাগে জেনে সুখী হলাম। ধন্যবাদ।

বিক্রম চৌধুরী

চৌধুরী লেন, ব্রাউন কম্পাউণ্ড রোড, বরিশাল।

কাজীদা, রানা ৩৩, অর্থাৎ বিদেশী গুপ্তচর-১ এর ৫৩ পৃষ্ঠায় আছে

রানা পিয়েত্রো গ্লাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের দিকে চেয়ে ছোট্ট একটু নড করল। এই নড কথাটার মানে কি?

* মাথা নোয়ানো। মাথা সামান্য নত করে অভিবাদনের ভঙ্গি।

মোঃ মোখলেছুর রহমান
৪র্থ বর্ষ সাহিত্য, নওয়াব ফয়জুন্নেছা মহাবিদ্যালয়, লাকশাম, কুমিল্লা।

প্রেতাত্মা-১ এর ৮২ পৃষ্ঠায় "কার্গো হোল্ডের কংকালটা ছাব্বিশ বছর আগে প্লেনের ক্রুদের সাথে মারা যায়নি, এই কথার উপর আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বাজী রাখতে পারি আমি।"
—রানার এ উক্তিতে কৌতূহল জাগল: প্রিয় রানার জীবনের সঞ্চিত মূলধন কত?

* অনেক। এত ঘটনা, এত অভিজ্ঞতা, আপনাদের এত ভালবাসা —এ সবই ওর মূলধন, অমূল্য সম্পদ।

স্বপন
আজিমপুর, ঢাকা।

আমি রানা ৩২ কোথাও খুঁজে পেলাম না। এমন কি পুরানো বইয়ের দোকানেও না। বইটা কি আউট অব প্রিন্ট? আশা করি জানাবেন।

* বইটি সম্প্রতি আবার ছাপা হয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে এখন।

এম, বকতেয়ার জাহান (ঝন্টু)
দেশ গার্মেন্টস্, সাইড, কালুর ঘাট, চট্টলা।

রানা সিরিজের, প্রেতাত্মা-১ পৃষ্ঠা নং-৯ এর শেষের চার লাইনের উপরে যে প্যাসিফিক মহাসাগর পড়লাম তা নিয়ে বন্ধুর সাথে খুব ঝগড়া লাগছে আমার। সে বলে প্যাসিফিক মহাসাগর আসল কোত্থেকে? আমি বললাম নিশ্চয় কাজীদা কোথাও পেয়েছে। এ নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে দারুণ বাড়াবাড়ি হয়েছে। বলবেন কোথায় অবস্থিত

প্যাসিফিক মহাসাগর ?

* যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে। প্রশান্ত মহাসাগরের ইংরেজী নাম প্যাসিফিক ওশেন।

জাহাঙ্গীর জাভেদ,
২৪,শহীদ মীর্জা লেন (D), মেহদীবাগ, চট্টগ্রাম।

'বন্দী গগল' পড়লাম, বেশ ভাল লেগেছে। শেষের দিকে রানাকে একটা মৌখিক ধন্যবাদ না দেয়াতে গগলের উপর কিছুটা রুষ্ট হলেও রানার ভালো লাগা বন্ধুটিকে ক্ষমা করে দিতে পেরেছি।

* কেন, 'স্বর্ণতরী' বইয়ে দেখেননি ওর ধন্যবাদ জানাবার নিয়ম ?

সোনিয়া
৬-বি- ৮-২ মিরপুর, ঢাকা।

আপনাকে চিঠি লেখার ইচ্ছে বহুদিন থেকে কিন্তু অবহেলার ভয়ে লিখিনি। এবার অনেক সাহস করে লিখছি। কাজীদা, "মাসুদ রানা" আপনার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এই জন্যে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই।

* আমারও শুভেচ্ছা ও স্নেহ রইল।

জামিল আখতার
নিলটুলী, ফরিদপুর।

দেরী করে হলেও প্রেতাত্মা পড়লাম, সারাক্ষণ পাঠকের মনে ডেঞ্জার সিগন্যাল বাজিয়েছেন আপনি, প্রতিটি পাতাই ছিলো শ্বাসরুদ্ধকর। আনোয়ার ভাই, অনেক অনেক ধন্যবাদ।

* ধন্যবাদ।

তৈফুর রহমান (সাগর)
তারাপাশা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

প্রেতাত্মা-২ পড়লাম। পড়ে খুবই দুঃখিত হলাম। যে "রানা"

মরণের ঝুঁকি নিয়ে গোটাদেশ রক্ষা করল তাকে ডেকে নিয়ে সে দেশের প্রেসিডেণ্ট সাহেব মৌখিক ধন্যবাদটা পর্যন্ত দিল না। কেন এমন হোল ?

* দিয়েছিল। শুধু কি ধন্যবাদ নাকি, রীতিমত দাওরাত করে পোলাও-কোর্মা খাইয়েছিল। আমি চেপে গিয়েছিলাম কথাটা—পাছে ওর খাওয়া দেখে আপনাদের…

সোহেল, অমিতাভ বাবুল
কে, অ, "জোয়ারদার বাড়ী" রানা ঘড়ীয়া, তালবাড়ীয়া, কুষ্টিয়া।

আধুনিক সাহিত্যকে বর্তমানের সমস্যাপূর্ণ ও জটিল জীবনযাত্রা এমন ভাবে প্রভাবিত করেছে যে বেশির ভাগ লেখকের রচনায় নৈরাশ্য, হতাশা ও দুঃখ বোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যা মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে মাত্র। সেক্ষেত্রে সেগুনবাগান প্রকাশনীর রহস্য উপন্যাসগুলি শুধু যে আনন্দ যোগায় তাই নয়, নিরাশ ও নির্জীব মনকে সজীব করে তোলার জন্যে টনিকের কাজও করে। সেজন্যে নিঃসন্দেহে আপনারা ধন্যবাদার্হ।

* আপনার মতামত জেনে সুখী হলাম। চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

মোঃ আসাদুজ্জামান (বদির)
আইন (সম্মান) বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আচ্ছা কাজীদা, সেবা প্রকাশনী হতে এ পর্যন্ত মোট ক'জন লেখকের লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে—দয়া করে জানাবেন কি ?

* বাইশ জন।

বাবলু কুমার পাল ( সুজিত )
পাল ফার্মেসী, করটিয়া টাংগাইল।

মনে আছে কোন্ বইএ যেন জনৈক এক পাঠক 'পিশাচ দ্বীপ' এর

মত আরো বই প্রকাশ করতে বলায় আপনি বলেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই এধরনের আরও বই প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে। তারপর ব্যাস ঐ পর্যন্তই। আর কোন খবর দেখতে পাচ্ছি না। প্লিজ্ কাজীদা, নিরাশ করবেন না। এই ধরনের আরও কিছু বই খুব শীঘ্রই প্রকাশ করুন। মনে আছে "পিশাচ দ্বীপ" এর শিকদার কিন্তু মরেনি আর রানার আরেক শত্রু কবীর চৌধুরীও মরেনি, এক কাজ করুন না শিকদার এবং কবীর চৌধুরীকে একজোট করে এক ভৌতিক কাহিনী দিয়ে রানার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিন না। দারুণ হবে কিন্তু। আর হ্যাঁ, সাম্প্রতিক "বন্দী গগলের জন্য ধ-ন্য-বা-দ"।

শংকর বড়ুয়া।

রাইখালী বাজার, চন্দ্রঘোনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

"বন্দীগগল"-এ কন্টেসা মোনিকার উপস্থিতি বেশ ভাল লাগল। কিন্তু আরেকজনের অনুপস্থিতি মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়, সে-হলো রানার একান্ত শুভাকাংক্ষী সাগর কলার মত আঙ্গুলের অধিকারী, দেশ-প্রেমিক "ম্যাটাপ্যান"। ওর মেয়েকে আগামী কোন বইয়ে দেখতে চাই।

মোঃ শাহজাহান মিয়া

টঙ্গী, ঢাকা।

দেরিতে হলেও রানার টার্গেট নাইন ১ ও ২ পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। সেই জন্য ধন্যবাদ। মনোরম সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য শা. চৌ-কে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

* জানিয়ে দিলাম।

ব্রততী সরকার

মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী।

"আই লাভ ইউ, ম্যান" পড়লাম, খুব—খুব ভাল লেগেছে।

* জেনে সুখী হলাম।

অনুপ কুমার মণ্ডল।
আকন মেডিকেল ষ্টোর্স, কাঠপট্টি রোড, বরিশাল।

গিলটি মিয়াকে আজকাল কোন বইয়ে পাই না কেন? আমরা এবার দেশী পটভূমিতে রানা এবং গিলটি মিয়াকে একই সঙ্গে দেখতে চাই।

* আচ্ছা।

মোঃ আবদুল কাদের
বি.বি. আই লিঃ, বেতকা, ঢাকা।

সেবা প্রকাশনীর প্রতিটি বই যেন আমাকে এক অজানা ভিন্ন গ্রহে নিয়ে যায়, বিশেষ করে যাদুময় ছন্দ দিয়ে লেখা, "মাসুদ রানা" আমার সব চেয়ে প্রিয়।

* জেনে সুখী হলাম।

মোহাম্মদ শাহজাহান
সোফিয়া মেডিক্যাল ষ্টোর্স, বোদা, দিনাজপুর।

মাসুদ রানা সিরিজের প্রেতাত্মা-১, ২ পড়লাম। ১নং বইয়ে কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব থাকলেও ২নং বইয়ের চরম উত্তেজনাময় দৃশ্যগুলো আমাকে দারুণ আনন্দ দিয়েছে।

* ধন্যবাদ।

সৈয়দ আশফাকুজ্জামান আনু
ই, ২ কাষ্টমস্ কলোনী, দর্শনা, কুষ্টিয়া।

কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজে একজন খুবই রসিক ইংরেজী শিক্ষক পেলাম। তিনি আমাদের L. A. G. Strong এর READING FOR PLEASURE প্রবন্ধটি পড়াতেন। তিনি একদিন পড়াতে পড়াতে গল্পের বই পড়লে মুরুব্বীরা সাধারণতঃ কোন্ চোখে দেখে, বই পড়ার

ভাল মন্দ, বুঝালেন। তিনি প্রসংগ ক্রমে মাসুদ রানা পড়ার ব্যাপারে মুরুব্বীদের মতামত তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বললেন। এই বই পড়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বললেন। তাতে দেখা গেল যে তাঁর অভিজ্ঞতার সাথে আমার অভিজ্ঞতার অনেক মিল রয়েছে। তিনিও একজন তুখোড় মাসুদ রানা পড়ুয়া ছিলেন। তিনি এই বই পড়ায় আগ্রহীদের সাথে বই লেনদেন করতেন। L. A. G. Strong-এর বই পড়া সম্বন্ধে অভিমত এবং এই শিক্ষকের উৎসাহের ফলে 'মাসুদ রানা' পড়া বর্তমানে মোহ থেকে নেশায় পরিণত হয়েছে।

* জেনে সুখী হলাম। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

কবির আহমেদ (বাবু)
গ্রাম, পোঃ- খলিসাকুণ্ডী, কুষ্টিয়া।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সাম্প্রতিক প্রকাশিত "জিম্মি" পড়লাম। এক কথায়, অপূর্ব। আচ্ছা কাজীদা, জিম্মির ৮১ পৃষ্ঠায় প্যারিসের "আইফেল টাওয়ার" সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য লিখেছেন, তা কি নির্ভুল? গড ফাদারের অনুবাদক—শেখ আবদুল হাকিমের দড়াবাজ স্পাই-১,২ ভাল লেগেছে। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

* নির্ভুল। জানিয়ে দিলাম।

# রানা-৯৪

দুই খণ্ডে সমাপ্ত

# তুষার যাত্রা-২

নির্দেশ এসেছে, যেমন ভাবে পার,
হত্যা কর জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে।
মিস্টার শ্যাডো নামে খ্যাত
কে. জি. বি-র ভয়ানক ধূর্ত ও কৌশলী
সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড কর্ণেল রুবল
স্বয়ং এখন জুরিখে।

তারই পরিচালনায় আটলান্টিক এক্সপ্রেসের ওপর
আসতে শুরু করল একের পর এক হামলা।
সে হামলা প্রতিহত করার জন্যে
সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছে রানা।
কিন্তু একটা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী সংগঠনের বিরুদ্ধে
কতদূর কি করতে পারবে রানা একা?



সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী